sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 1

সকালের শিরোনাম

রবিবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ২৬ এপ্রিল ২০২৬ • বাংলা ১২ বৈশাখ ১৪৩৩ • বর্ষঃ- ০১ • সংখ্যা ঃ- ২২৩ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা • PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আনফলো' ঝড়! ২৪ ঘণ্টায় ১০ লাখ ফলোয়ার হারিয়ে কালঘাম ছুটছে রাঘবের • পৃঃ ২

পুনর্নির্বাচন নয় পশ্চিমবঙ্গ-তামিলনাড়ুতে, স্বচ্ছতার শংসাপত্র দিল নির্বাচন কমিশন • পৃঃ ৩

শাহরুখ থাকছেন ভাড়া বাড়িতে, তার ম্যানেজার পূজা কিনলেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে কড়া কমিশন, ভিন রাজ্য থেকে আসছেন আরও ১১ পর্যবেক্ষক

আজকের খবর

ভোট প্রচারে এসে তৃণমূল ও বিজেপির সেটিং তত্ত্ব উসকে দিলেন রাহুল গান্ধী

আমার সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, মমতাজির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির কোনো তৎপরতা নেই কেন?

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করায় আমার সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং দিনের পর দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অথচ মমতাজির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির কোনো তৎপরতা নেই কেন?' শনিবার বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে এসে এভাবেই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে গোপন সমঝোতার তত্ত্ব উসকে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার শ্রীরামপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সরাসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাহুলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজাসুজি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন না বলেই বাংলায় আজ গেরুয়া শিবিরের আধিপত্য বাড়ছে। শ্রীরামপুরের সভা থেকে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, রাজ্যে বেকারত্ব এবং নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে তৃণমূল সরকার ব্যর্থ। আরজি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে সরকার। রাহুলের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাংলায় দুর্নীতিমুক্ত শাসন এবং সঠিক আদর্শগত লড়াই চালাতেন, তবে বিজেপির মতো শক্তির এখানে কোনো জায়গা হতো না। ভোট মিটে গেলেই মোদী-মমতা পারস্পরিক আক্রমণ বন্ধ করে দেন বলেও তিনি কটাক্ষ করেন। বাংলায় বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বাংলায় ভোট প্রচারে এলেও মমতা অথবা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেই ভাবে কোন আক্রমণ করেননি রাহুল গান্ধী অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তবে এবারের নির্বাচনে যেহেতু কংগ্রেস একাই লড়াই করছে তাই তৃণমূল এবং বিজেপিকে এক সুরে আক্রমণ করে চলেছেন রাহুল গান্ধী। আজ(শনিবার) বাংলায় এসে রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, 'বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে কংগ্রেস।

এরপর ৪ পৃঃ

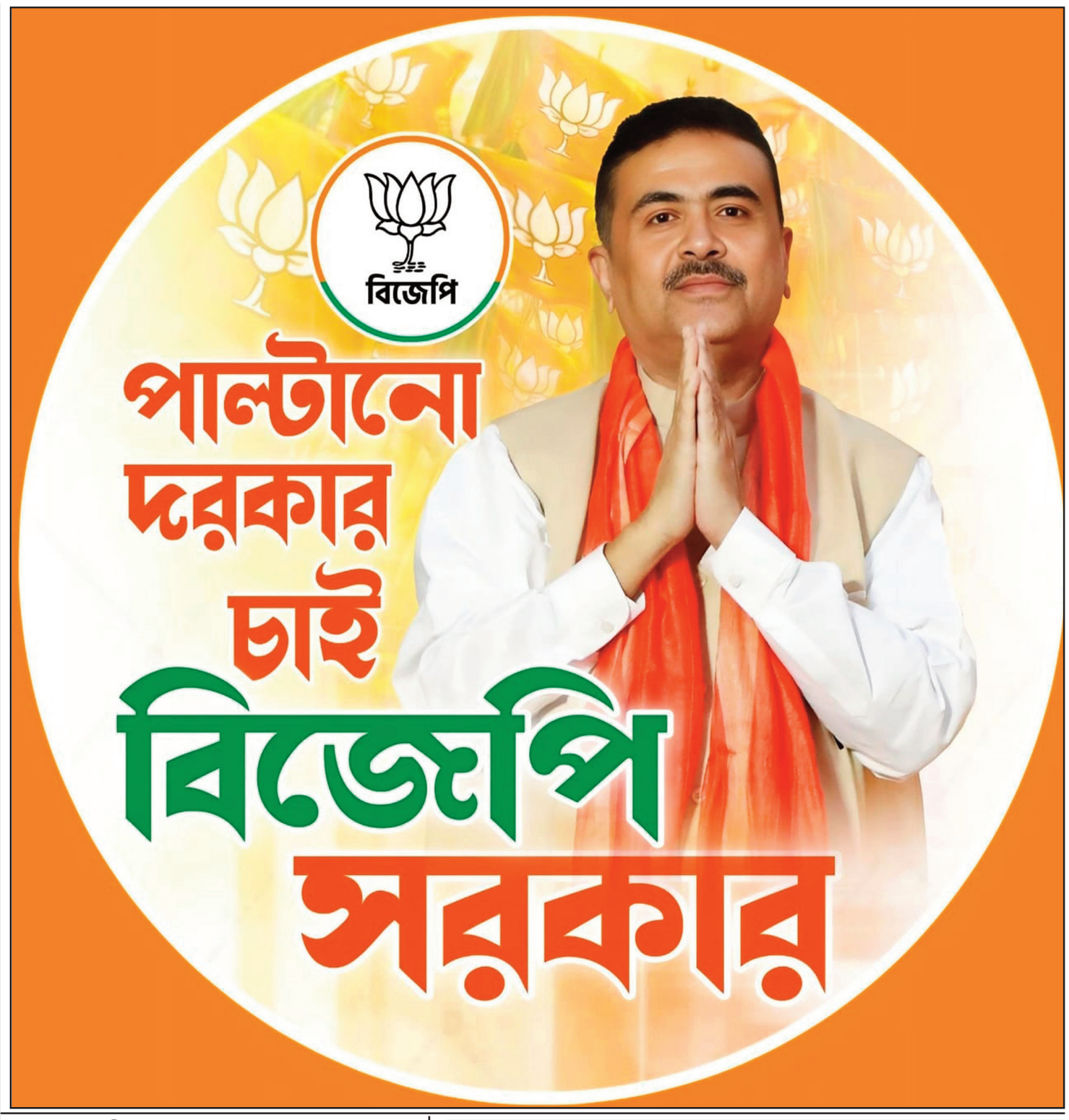

হুংকার তৃণমূল সেনাপতি অভিষেকের

প্রথম দফায় আমরা 'সেঞ্চুরি' হাঁকিয়েছি, আর দ্বিতীয় দফায় 'ডাবল সেঞ্চুরি' পেরিয়ে যাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রথম দফায় আমরা 'সেঞ্চুরি' হাঁকিয়েছি, আর দ্বিতীয় দফায়;২৯শে এপ্রিল;আমরা 'ডাবল সেঞ্চুরি' পেরিয়ে যাব। এমনকি, ২০০-র গণ্ডি পার করার পর এই সংখ্যাটা ঠিক কোথায় গিয়ে থামবে, তা আমারও জানা নেই'। শনিবার বসিরহাটের নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই প্রধান বিরোধী দল বিজেপির উদ্দেশ্যে হুংকার দিলেন তৃণমূলের সেনাপতি তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এদিনের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি জল বেশি খান শরীর সুস্থ রাখুন। চার তারিখ বিকেল চারটের পর দেখা হবে। লাইনের জবাব লাইনে দিতে হবে। আমাদের প্রতি অত্যাচারের জবাব ২৯ তারিখ হবে। মায়েদের বলব ঝাঁটা হাতের নাগালে রাখবেন'। প্রথম দফা নির্বাচনের পরের দিনই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, প্রথম দফার ১৫২টা আসনের মধ্যে ১১০টারও বেশি আসন পাচ্ছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি প্রথম দফায় ১২৫-১৩৪টা আসন পাবে তারা। এই বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই প্রথমবার জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেকের কটাক্ষ, 'শমীক ভট্টাচার্য বসিরহাট দক্ষিণে উপনির্বাচনে জিতে মানুষের দাবি পূরণ করতে পারেননি। তৃণমূল জিতলে পাঁচ বছরের মধ্যে সব গরিব মানুষ বাড়ি পাবে। বসিরহাটে ৫০ হাজার মানুষ এর মাথার উপর পাকা ছাদ হবে'। অন্যদিকে যে দিন ভাঙড়ের নির্বাচনী জনসভা থেকে সিপিএম আইএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে গোপন সমঝোতার তত্ত্ব তুলে ধরে নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে ধরে অভিষেকের দাবি, 'জোট করা সত্ত্বেও, নন্দীগ্রামে কাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সিপিআই ও আইএসএফও আলাদা আলাদা প্রার্থী দিয়েছে?' এদিন ভাঙড়ের কাটাডাঙ্গা মাঠের জনসভা থেকে একাধিক ইস্যুতে নৌশাদ সিদ্দিকি ও আইএসএফের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, 'সিপিএম আর আইএসএফের জোট হয়েছে। হয়েছে কি না ? সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানি কে বলে? শুভেন্দু অধিকারী। তাই তো? এবার আমার প্রশ্ন যদি, শুভেন্দু অধিকারী সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশি পাকিস্তানি বলেন, আর সিপিএমের সঙ্গে আইএসএফের জোট হয়ে থাকে, তাহলে নন্দীগ্রামে সিপিআই প্রার্থী দিয়েছে, আইএসএফও প্রার্থী দিয়েছে। কেন ? কাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ? কার হাত শক্তিশালী করার জন্য ? কার থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে ? যদি জোট হয়ে থাকে কেন সেখানে দুই দলই প্রার্থী দেবে ? তার মানে কী ? সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করো, আর বিজেপিকে জিততে সুযোগ করে দাও। বিজেপির বি টিম। আর আমি যদি মিথ্যা কথা বলি, তোমার সৎ সাহস থাকে, আর বুকের পাটা থাকে, অন-রেকর্ড বলে যাচ্ছি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে জেলে ঢোকাও। দেখি কার কত সাহস?'

৪ তারিখের পর এখানে ৪ বিয়ে বন্ধ করা হবে

দিদি, আপনার গুন্ডাদের গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিন ঃ অমিত শাহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবাংলায় কিছু করতে গেলেই ভাইপো-ট্যাক্স দিতে হয়। সব জায়গায় সিন্ডিকেটরাজ চলছে। ৪ তারিখ আপনারা বিজেপির সরকার বানিয়ে দিন, সব সিন্ডিকেট বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে'। শনিবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে হাওড়া এবং বর্ধমানের জনসভা থেকে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সরাসরি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম উচ্চারণ না করলেও মুসলিমদের একাধিক বিয়ের প্রথা নিয়ে আরো একবার প্রকাশ্য জনসভা থেকে হুঁশিয়ারির সুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে দেন, 'চার তারিখের পর এখানে চার বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে। মোদীজি অযোধ্যায় রামমন্দির বানিয়েছেন। আর অন্য দিকে, হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে এখানে মমতাদিদি বাবরি মসজিদ বানাতে চাইছেন। কান খুলে শুনে রাখুন, এক জনও বিজেপি কর্মী বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ বানাতে দেবে না। এটা ভারতের ভূমি, এখানে কোনও বাবরি মসজিদের জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৈরি হবে তো সেটা দুর্গামন্দির। কৃষকেরা চিন্তা করবেন না। ১ মে-র পর তাঁদের থেকে ৩,১০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে সব ধান কিনে নেওয়া হবে। প্রতি বছর কৃষকদের ৯ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তা ছাড়া কাটমানি বন্ধ করে সেই টাকাও কৃষকদের খাতে দেওয়া হবে।' বাংলায় দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সমাজবিরোধীদের তিনি উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে মমতা আপত্তি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাই তো দিদি আমার উপর রেগে যান। কাল বলছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আমি গুন্ডাদের ভয় দেখাচ্ছি। তো বলুন কী করব? কোলাকুলি করব? দিদি, আপনার গুন্ডাদের গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিন। মা-বোনদের গায়ে হাত লাগলে কাউকে ছাড়া হবে না। ৪ তারিখ বিজেপির সরকার তৈরি করুন। দিদিরা আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে ঢুকবে। ৫ তারিখের পর মহিলারা রাতে নির্ভয়ে বার হতে পারবেন'। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জনসভা থেকে অমিত শাহ তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার গরিবদের পাকাবাড়ি, পরিশ্রুত পানীয় জল, শিক্ষার জন্য টাকা পাঠিয়েছে। তা কোথায় গেল? এই সব টাকা টিএমসি-র সিন্ডিকেট আর ভাইপো-ট্যাক্সে চলে গিয়েছে। টিএমসি সব সময় এসসি সমাজের অপমান করেছে। আর বিজেপি সম্মান করেছে। এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছে। মতুয়া আর শূদ্র সমাজকে বলে দিয়ে যাচ্ছি, বিজেপির প্রাণ বাংলার মতুয়া সমাজ। আপনারা বলুন তো, জামালপুরে কোনও কাজ হয়েছে? রেল ক্রসিংয়ে একটাও আন্ডারপাস হয়েছে? গুন্ডার টোল ট্যাক্স উসুল করছে। ইট, বালি, সিমেন্টের উপর টোল ট্যাক্স। এগুলো টোল ট্যাক্স নয়, ভাইপো-ট্যাক্স। ৫ তারিখে বিজেপির সরকার বানিয়ে দিন, ৬ তারিখে সব সিন্ডিকেটরাজ বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলব। দিদি মতুয়াদের ভয় দেখাচ্ছেন, যদি বিজেপি আসে তা হলে আপনাদের ভোট চলে যাবে। কিন্তু দিদি, এই মতুয়া সমাজ আমাদের প্রাণ। ওদের কেউ ছুঁতে পারবে না। মতুয়া সমাজ, নমশূদ্র সমাজের ব্যক্তিদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

শাহের নাম না করে অভিযোগ মমতার

আমার খুব প্রিয় ভাই, মোটাভাই সিআরপিএফের সঙ্গে মিটিং করে বলেছে, ভোট স্লো করে দাও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলায় প্রথম দফা ভোট গ্রহণের পরেই তৃণমূল এবং বিজেপি ও উভয়পক্ষ দাবি করেছিল অন্তত ১২৫ আসনে জিতছে তারাই। বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য প্রায় ৯৩ ভোট পড়ার পরে এখনো পর্যন্ত যে দুই দল এই ভোট কোন দিকে গিয়েছে তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল নেতৃত্বের কথায়। তবে এর মাঝেই একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম উচ্চারণ না করে শনিবার মমতা বলেন, 'দেখেছেন বিজেপি কেমন খেপে গেছে! খুব চাপ, দৌড়োদৌড়ি করছে কেমন! আজ নাকি ৫০টা হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে। আমরা তিনটে জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছি। ওদের ৫০টা হেলিকপ্টার, ১৯টা চিফ মিনিস্টার, কেন্দ্রীয় সরকারের সব মিনিস্টার, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি, ইডি-সিবিআই সব নিয়ে চলে এসেছে। আজকে আবার আমার খুব প্রিয় ভাই, মোটাভাই সিআরপিএফের, নন্দীগ্রামে যাকে ভোট লুট করতে পাঠিয়েছিল, তাকে নিয়ে মিটিংয়ে বসেছিল। মিটিং করে বলেছে, ভোট স্লো করে দাও। লোকে যেন ভোট দিতে না পারে। এ সব আরও কিছু বলেছে। আমি এ সব আইডিয়া করছি। আমার ভবানীপুরেও দায়িত্ব দিয়েছে। আমার বয়েই গেছে। তোরা কাঁচকলা করবি আমার'। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা বিজেপির তরফে বারে বারে মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলার ক্ষমতায় থাকলেও বাংলায় নাকি শিল্প আনতে পারেননি মমতা। হুগলির উত্তরপাড়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে সেই অভিযোগ খন্ডন করে মমতা বলেন, 'আমোদি-প্রমোদি বাবুদের বলছি, বছরে ২ কোটি চাকরি দিয়েছেন আপনারা? আমরা চাকরি দিয়েছি। দেশে ৪০ শতাংশ বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারি কমে গেছে। তাই কোথাও যেতে হবে না। আপনি হাওড়া থেকে বর্ধমান, একদিন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে যান। দেখবেন চারিদিকে শুধু ইন্ডাস্ট্রি আর ইন্ডাস্ট্রি। হিন্দমোটর কারখানার ৪০ একর জমি নিয়ে আমরা মেট্রো কেচের ফ্যাক্টরি বানিয়ে দিয়েছি। আগামীদিনে অনেক লোকের চাকরি হবে ওখানে। আরও অনেক শিল্প হবে। মোট ৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরি হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে আমাদের রাজ্যে'। বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'বাঙালি বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি? তোমাদের কী পরিচয় ভাই? কখনও ভাবি, ভাগ্যিস এখানে জন্মেছিলাম। নাহলে আমাকেও বলে দিত যে, আমিও অনুপ্রবেশকারী। মনে রাখবেন, শুধু একটা রাজ্যে এসে এইসব করছ। ভান্ডার সারা দেশে করো না কেন? বাজেটে তো নেই! এখানে এসে ভান্ডার দেওয়ার কথা মনে পড়েছে তোমাদের? বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে ওদের'। উত্তরপাড়ার জোড়াপুকুর মাঠে উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা থেকেই সুর চড়িয়ে বলেন, 'বাইরে থেকে লোক আসছে। যত মিটিং ওরা করে জেনে রাখুন, সব ট্রেনের করে লোক নিয়ে আসে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। লোকাল লোক থাকে না। লোকাল লোক একশো থাকলে, ৯০০ লোক বাইরের। সব ট্রেনে করে লোক নিয়ে আসে, আর বাসে করে লোক নিয়ে আসে। কাল আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতেও কয়েকটা

এরপর ৪ পৃঃ

বাংলা-তামিলনাড়ুর নথিপত্রে কাঁটাছেঁড়া শেষ

'ক্লিনচিট' নির্বাচন কমিশনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

২৫ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই অভিযোগ আর জল্পনার যে মেঘ জমাট বাঁধছিল, তাতে কার্যত জল ঢেলে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। শনিবার কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর প্রথম দফার ভোটে পুনর্নির্বাচনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। শুক্রবার দিনভর ফর্ম ১৭-এ (ভোটার রেজিস্টার) এবং আনুষঙ্গিক নথিপত্র চুলচেরা বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কমিশন। বাংলার ১৫২টি আসন এবং তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বুথের তথ্য খতিয়ে দেখে কোথাও কোনও বড়সড় গোলমালের প্রমাণ মেলেনি বলেই খবর। ফলে ভোটদাতাদের রায়েই আপাতত সিলমোহর দিচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গোটা স্ট্রুটিনি প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে যাতে স্বচ্ছতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন না থাকে। কমিশনের এই ঘোষণার ফলে স্পষ্ট যে, বাংলার ৪৪,৩৭৬টি এবং তামিলনাড়ুর ৭৫, ০৬৪টি পোলিং স্টেশনে গত ২৩ এপ্রিল যে ভোট পড়েছিল, তা প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগতভাবে বৈধ। স্ট্রুটিনি শেষে নথিপত্র ফের সিলবন্দি করার পাশাপাশি ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনগুলোকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। দ্বৈত তালা এবং সিসিটিভি-র কড়া নজরদারিতে থাকা স্ট্রং রুমগুলো এখন কার্যত দুর্ভেদ্য। প্রার্থীরাও যাতে নজরদারি চালাতে পারেন, তার জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। নির্বাচন কমিশনের এই 'ক্লিনচিট' একদিকে যেমন অভিযোগের পাহাড়কে ধুলিসাৎ করল, অন্যদিকে প্রশাসনকেও পরবর্তী দফার প্রস্তুতির জন্য বড়সড় স্বস্তি জোগাল। চব্বিশ ঘণ্টার কড়া পাহারায় এখন কেবল ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষা।

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৬ এপ্রিল ২০২৬ রবিবার

প্রসঙ্গ ঃ রাঘব চাড্ডা

আম আদমি পার্টির (আপ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং রাজ্যসভার গুরুত্বপূর্ণ মুখ রাঘব চাড্ডা তাঁর দলের আরও ৬ জন সাংসদকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দিয়েছেন। রাজ্যসভায় আপ-এর মোট ১০ জন সাংসদের মধ্যে ৭ জন (অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি) দল ছাড়ায় সংবিধানের দশম তফসিল বা দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুসারে তাঁদের সদস্যপদ বহাল থাকছে এবং তাঁরা বিজেপির সঙ্গে মিশে যেতে পারছেন।রাঘব চাড্ডার মতে, যে স্বপ্ন নিয়ে ১২ বছর আগে আম আদমি পার্টি গঠিত হয়েছিল, তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা রাজনীতিতে কেরিয়ার গড়তে আসেননি, বরং কেরিয়ার ছেড়ে দেশসেবা করতে এসেছিলেন। কিন্তু বর্তমান 'আপ' আর আগের সেই দল নেই। দল এখন দুর্নীতির জালে আটকে পড়েছে এবং আপসকামী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। চাড্ডার ভাষায়,যে দল দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়তে এসেছিল, আজ তারাই দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে।রাঘব চাড্ডা অভিযোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের ইস্যু নিয়ে কথা বলতে গেলে পুরনো দল তাঁর কণ্ঠরোধ করত। সম্প্রতি পঞ্জাব ইস্যু এবং রাজ্যসভায় ডেপুটি লিডার পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল জনসমক্ষে চলে আসে। তাঁদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল; হয় রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া, নয়তো রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্য কোথাও থেকে জনসাধারণের জন্য কাজ করা। আর তাই তাঁরা দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছেন।পার্টির একাংশ এটাকে 'রুটিন সাংগঠনিক পরিবর্তন' বলে উড়িয়ে দিলেও, চড্ডার ঘনিষ্ঠ মহল একে 'চুপ করানোর চেষ্টা' হিসেবেই দেখছে।চাড্ডা তাঁর বিবৃতিতে বিজেপির গত ১২ বছরের কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন, বিজেপি এমন অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা অন্য দলগুলো নিতে ভয় পেত। দেশের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের কথা সাহসের সঙ্গে বলার জন্যই তিনি বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন।রাঘব চাড্ডা বলেন, আপনাদের প্রশ্ন ছিল, গত এক বছর ধরে আমি নিজেকে দলের গতিবিধি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি কেন ? আজ আমি এর উত্তর দিচ্ছি, আমি পরিস্থিতি ভালো করার চেষ্টা করছিলাম। তাই, আমি চুপ ছিলাম এতদিন। আমি ওঁদের অপরাধের অংশ হতে চাইনি।মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ থেকেই চাড্ডার বিজেপিতে যাওয়ার জল্পনা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে আবগারি দুর্নীতি বা 'শরাব ঘোটালা' মামলায় দলের অবস্থানের বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ নীরবতা, বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পুরনো পোস্ট ডিলিট করা এই সন্দেহকে আরও উসকে দিয়েছিল। আপ নেতারাও তাঁর বিরুদ্ধে 'পার্টি-বিরোধী' কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছিলেন।এই দলবদলের ফলে রাজ্যসভায় আম আদমি পার্টি কার্যত শক্তিহীন হয়ে পড়ল। অন্যদিকে, বিজেপির শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। রাঘব চাড্ডার মতো একজন শিক্ষিত এবং তরুণ নেতাকে পাশে পাওয়া বিজেপির জন্য দিল্লির আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ে বড় অস্ত্র হতে পারে।রাঘব চাড্ডার এই পদক্ষেপ কেবল একটি দলবদল নয়, বরং এটি আম আদমি পার্টির ভিতরকার গভীর ফাটলের বহিঃপ্রকাশ। একজন 'ফাউন্ডার মেম্বার' যখন বলেনআমি ওঁদের বন্ধুত্বের যোগ্য ছিলাম না। কারণ ওঁদের অপরাধে আমি শামিল ছিলাম না তখন তা অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর দলের নৈতিকতার উপর বড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন দেখার বিষয়, রাঘব তাঁর কথা মতো বিজেপির পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই পুরনো 'জোশ' এবং 'কমিটমেন্ট' নিয়ে সাধারণ মানুষের সাধারণ সমস্যার কথা গলা তুলে পারেন কি না ?

স্মৃতির পাতা থেকে

পাহাড়ী সান্যাল

পাহাড়ী সান্যাল (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ , ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) হচ্ছেন একজন বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেতা যিনি ছবি বিশ্বাস এবং কমল মিত্রের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল জন্মেছিলেন দার্জিলিং-এ। যদিও তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। একটি মতে সিমলার কাছে কসৌলি শহরে ওঁর জন্ম। শৈশব ও যৌবনের প্রথম পর্ব লখনৌতে কাটান। দেড় বছর বয়সে মা মারা যায়। পিতা ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সেনা বিভাগের হিসাব পরীক্ষক। বাল্যকালে পিতার কাছে সংগীতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে ঘটে পিতৃবিয়োগ। পিতৃস্নেহে মানুষ করে তোলেন জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা। পাহাড়ী সান্যালের সংগীতের প্রতি অনুরাগ তাকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল পাঠ ত্যাগ করায় এবং তিনি লক্ষ্ণৌ এসে সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজ থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছর বয়সে মোরাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রেওয়ার কুমারের গৃহ শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ১৯৩১-এ ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৩-৪ দিন পর একমাত্র পুত্র সন্তান ও স্ত্রীর পরলোকগমন। রেওয়ার কুমার সাহেবের একান্ত সচিব হিসেবে নিযুক্তি লাভ।১৯৩৩ সনে তিনি কলকাতায় আসেন এবং নিউ থিয়েটার্সে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। ছায়াছবিতে আত্মপ্রকাশ মীরাবাঈ চিত্রে। কলকাতা ও বোম্বাইর চিত্রপুরীতে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রায় দেড়শত ছায়াছবিতে অভিনয় করেন। বড়দিদি ছবিতে সুরেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবিতে নিত্যানন্দ এবং বিদ্যাপতি, বিদ্যাসাগর, মহাকবি গিরীশচন্দ্র ও কেদার রাজা ছবিতে নামভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। নিউ থিয়েটার্সে অভিনয়কালে মীনা দেবীকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। শেষ বয়সে ১৯৭৩ সনে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে আসামী হাজির নাটকে অপূর্ব অভিনয় করে মঞ্চানুরাগীদের মন জয় করেন।বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে চার দশকে প্রায় ১৯৭ টি ছবিতে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। যে মানুষটা বাংলা সহ হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাঁকে বাংলার মানুষ কতটা মনে রেখেছে ? বলছি অভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের কথা। না, তিনি উত্তম কুমারের মতো প্রবল ক্রেজ তৈরি করতে পারেননি। কিন্তু একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিলেন, যা তাঁর নিজস্ব। বাংলা চলচ্চিত্রের 'ভালো মানুষ বাবা'র চরিত্রে অভিনয় করে জীবনের বেশিরভাগটাই তাঁকে কাটাতে হয়েছিল। শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত 'আরাধনা' হোক বা সুচিত্রা সেন অভিনীত 'হারানো সুর'। ছবির নায়ক-নায়িকাদের পাশাপাশি কীভাবে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তা ভালোভাবে জানতেন সান্যালবাবু। সে যুগে ছবি বিশ্বাস বা তুলসী চক্রবর্তী জাঁদরেল অভিনেতার পাশেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে অভিনয়ের ফিল্ডে খেলা করে গেলেন। পাহাড়ি সান্যালের জন্ম দার্জিলিং-এ। দুই পাহাড়ি বড়ো হয়ে উঠছিল নিজের মতো। তবে তাঁর আসল নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। শৈশব ও যৌবনের প্রথম পর্ব কাটান লক্ষ্ণৌতে। মাত্র দেড় বছর বয়সে মা মারা যায়। বাবা ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সেনা বিভাগের হিসাব পরীক্ষক। দশ বছর বয়সে ঘটে পিতৃবিয়োগ। পিতৃস্নেহে তাঁকে বড়ো করে তুললেন দাদা। সঙ্গীতের প্রতি বরাবর নেশা তাঁর। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত কলেজ থেকে 'উপাধি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৩ সালে চলে এলেন কলকাতা এবং নিউ থিয়েটার্সে অভিনেতা হিসেবে যোগ দিলেন। চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ মীরাবাঈ চিত্রে। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শোর উপর ছবিতে অভিনয় করেছেন।

দার্জিলিং-এ জন্ম এবং লক্ষ্ণৌতে বড়ো হয়ে ওঠার জন্য হিন্দিটাই শুরুতে ভালো আসত। চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশও হিন্দি ছবি দিয়ে। বাবা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। বাবার হাত ধরেই সারেগামার তালিম শুরু। তারপর সেখান থেকে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল।

লক্ষ্ণৌতেই শুরু করেন ক্লাসিকাল গানের চর্চা। একজন এই মাপের অভিনেতা যে গানের বিশেষ অনুরাগী এবং একজন সঙ্গীতজ্ঞ তা খুব একটা প্রকাশ করতে চাননি কোনোদিন। অভিনয় নিয়েই মেতেছিলেন। কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়, রাজ কাপুরের মতো মানুষদের সঙ্গে।

প্রথম দফায় কতো আসন ?

কী কথা তৃণমূলের অন্দরে ?

এসআইআর-এর পর এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নির্বাচন। এই নিয়ে বিতর্ক, আশঙ্কা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ ছিল স্পষ্ট। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে এক ধরনের স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দলীয় নেতৃত্বরা মনে করছে, ভোটের উচ্চ হার এবং মাঠপর্যায়ের প্রতিক্রিয়া তাঁদের পক্ষেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এসআইআর-এর পর এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নির্বাচন। এই নিয়ে বিতর্ক, আশঙ্কা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ ছিল স্পষ্ট। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে এক ধরনের স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দলীয় নেতৃত্বরা মনে করছে, ভোটের উচ্চ হার এবং মাঠপর্যায়ের প্রতিক্রিয়া তাঁদের পক্ষেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই আত্মবিশ্বাসের পেছনে শুধু বর্তমান পরিস্থিতি নয়, অতীতের নির্বাচনী ফলও বড় ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩টি আসন জিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল। বিজেপি তখন ৭৭টি আসন পেয়েছিল, আর কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট কার্যত প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল। সেই ফলাফলই তৃণমূলের জয় পেতে সুবিধা করেছিল। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও রাজ্যে তৃণমূলই এগিয়ে ছিল, যদিও বিজেপি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ফলে ২০২৬ সালের ভোটে তৃণমূলের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা ধরে রাখা, আর বিজেপির লক্ষ্য সেই আধিপত্য ভাঙা।এই পরিস্থিতিতে প্রথম দফার ভোটে যে ছবি সামনে এসেছে, তা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯২.৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইতিহাসে বিরল। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ৯৫.৩৪ শতাংশ ভোটদানের হার নজর কেড়েছে। অথচ এই সামশেরগঞ্জই এমন একটি এলাকা, যেখানে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। শুধু তাই নয়, দুপুর ১টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদে ভোট পড়েছিল প্রায় ৭১.৭ শতাংশ। গত লোকসভা নির্বাচনে এসআইআর প্রক্রিয়া ছিল না। সেই সময় দুপুর একটা পর্যন্ত যে পরিমাণ ভোট পড়েছিল, তার তুলনায় এবার অনেক বেশি ভোট পড়েছে একই সময়সীমার মধ্যে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সারাদিনে ৭৯.৯২ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ফলে স্পষ্ট, এবারের ভোটে অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং তাগিদ দুই-ই বেড়েছে।এই উচ্চ ভোটদানের হার শুধু পরিসংখ্যান নয়, এর মধ্যে রয়েছে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা, এমনটাই মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। তৃণমূল নেতৃত্বের ধারণা, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাদের পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীরা এই ভোটে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। 'ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই' হিসেবে বিষয়টিকে তুলে ধরে তাঁরা মনে করছেন, মানুষের আবেগ এবং ক্ষোভ ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৌবাজারের সভা থেকে সরাসরি এই প্রসঙ্গ তুলে বলেন, বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার পরও এত ভোট পড়ার কারণ একটাই;মানুষ বুঝেছেন, এটি অধিকার রক্ষার লড়াই।তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রায় ৬০ লক্ষের মধ্যে ৩২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি তিনি সুপ্রিম কোর্টে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক আক্রমণ যেমন ছিল, তেমনই ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্কবার্তাও ছিল। তিনি ইঙ্গিত দেন, এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হতে পারে এনআরসি বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের মতো পদক্ষেপ। এমনকী তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র সরকার ভবিষ্যতে আসন সংখ্যা বাড়ানো বা ডিলিমিটেশনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।এই বক্তব্যকে তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশলের অংশ বলেই মনে করছেন অনেকে। কারণ, ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ককে তৃণমূল একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চাইছে। তাঁদের বক্তব্য, এটি শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বরং নির্দিষ্ট অংশের মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার পরিকল্পিত পদক্ষেপ। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের বক্তব্য, মৃত, ডুপ্লিকেট এবং অযোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া একটি নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, যাতে ভোটার তালিকা আরও স্বচ্ছ হয়। বিজেপিও এই অবস্থানকে সমর্থন করছে। তাদের মতে, এই প্রক্রিয়ার ফলে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে। এই দুই বিপরীত দাবির মাঝেই প্রথম দফার ভোটে যে উচ্চ হার দেখা গেল, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে আসছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, এটি শুধুই স্বাভাবিক ভোটার উপস্থিতি নয়, বরং একটি নীরব প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ। যাঁরা ভোট দিতে পেরেছেন, তাঁরা অনেকেই যেন ভোট দিয়েছেন তাঁদের জন্যও, যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।মাঠপর্যায়ের কিছু চিত্র এই ব্যাখ্যাকে আরও জোরালো করে। মুর্শিদাবাদের সুতি কেন্দ্রের দেবীপুর এলাকায় দেখা গিয়েছে, অনেক ভোটার কালো ব্যাজ পরে ভোট দিতে গিয়েছেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতিবাদ জানানোর একটি প্রতীকী উপায়।তৃণমূলের অন্দরমহলে এখন হিসেব কষা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, তারা মনে করছে উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস কিছুটা শক্তি বাড়াতে পারে এবং প্রথম দফায় ৩-৪টি আসন পেতে পারে। একইসঙ্গে করণদিঘি বা ডোমকলের মতো কিছু আসনে বামেদের সম্ভাবনাও তারা উড়িয়ে দিচ্ছে না। তবে নিজেদের ক্ষেত্রে তৃণমূলের হিসেব অনেকটাই আশাবাদী, তারা অন্তত ১০০টির বেশি আসনে এগিয়ে থাকবে বলে মনে করছে।অন্যদিকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের প্রভাব কিছুটা বাড়তে পারে বলেও তৃণমূলের অন্দরে আলোচনা চলছে। এই অঞ্চলগুলি ঐতিহ্যগতভাবেই কংগ্রেসের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত, এবং এসআইআর বিতর্ক সেখানে ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই ধারণা।তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম দফার ভোটের পর আত্মবিশ্বাসী সুরেই কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন, প্রথম দফাতেই বিজেপির 'রফাদফা' হয়ে গিয়েছে। এমনকী তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, বিজেপি ৭৭টি আসনও পাবে না, ৫০-এর মধ্যেই আটকে যাবে।তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা সবসময় সরলরৈখিক নয়। উচ্চ ভোটদানের হার যে সবসময় শাসক দলের পক্ষে যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় এটি পরিবর্তনের ইঙ্গিতও হতে পারে। ফলে এই মুহূর্তে তৃণমূল যতই আত্মবিশ্বাসী হোক, চূড়ান্ত ফলাফল না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট, এই নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ নজিরবিহীন, এবং তার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ; প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক প্রচার, সামাজিক উদ্বেগ। তৃণমূল এই পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে চাইছে, আর বিজেপি চেষ্টা করছে এটিকে স্বচ্ছতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে।

সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আনফলো' ঝড় !

২৪ ঘণ্টায় ১০ লাখ ফলোয়ার হারিয়ে কালঘাম ছুটছে রাঘবের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজনীতির ময়দানে দলবদল নতুন কিছু নয়, তবে সেই দলবদলের ধাক্কায় যদি সোশ্যাল মিডিয়ার সাম্রাজ্য রাতারাতি ধসে পড়ে, তবে তা নিঃসন্দেহে নেতা-মন্ত্রীদের মাথাব্যথার কারণ। আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখাতেই এবার ঠিক সেই চরম অস্বস্তির মুখেই পড়লেন তরুণ প্রজন্মের 'হার্টথ্রব' নেতা রাঘব চাড্ডা। হিসাব বলছে, গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে প্রায় ১০ লক্ষ ফলোয়ার বা অনুগামী খুইয়েছেন এই দাপুটে রাজ্যসভা সাংসদ। শুক্রবার যেখানে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ছিল ১.৪৬ কোটি, শনিবার দুপুর ১টার মধ্যেই তা হুড়মুড়িয়ে নেমে দাঁড়িয়েছে ১.৩৫ কোটিতে। ডিজিটাল দুনিয়ায় জনপ্রিয়তার এই পারদ-পতনের নেপথ্যে মূলত 'জেন-জি' বা তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভকেই বড় কারণ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। একসময় সংসদে ট্রাফিক সমস্যা, বিমানবন্দরে মহার্ঘ শিঙাড়া কিংবা ১০ মিনিটে ডেলিভারির জেরে গিগ-কর্মীদের হয়রানির মতো দৈনন্দিন ইস্যু তুলে ধরে তরুণদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন পরিণীতি-পতি। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সেই তরুণরাই এখন তাঁর বিরুদ্ধে ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো' বা বয়কটের ঝড় তুলেছেন। ট্রেন্ডিং তালিকায় এখন রীতিমতো উপরের দিকে ঘুরছে 'আনফলো রাঘব চাড্ডা' হ্যাশট্যাগ। এনসিপি (শরদ পওয়ার গোষ্ঠী) মুখপাত্রের কথায়, ইন্টারনেট যেমন কাউকে রাতারাতি হিরো বানাতে পারে, তেমনই মাটিতেও নামিয়ে আনতে পারে। অন্যদিকে, বিজেপিতে যোগ দিয়েই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করা পুরনো সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের কটাক্ষ, রাঘবের টাইমলাইনে এখন মোদী-স্তুতির মাত্র দুটি পোস্টই টিকে রয়েছে।

সব মিলিয়ে, যে সোশ্যাল মিডিয়া এবং তরুণ প্রজন্মের ভরসায় রাঘব চাড্ডা রাজনীতির আকাশে উল্কা হয়ে উঠেছিলেন, দলবদলের জেরে সেই ডিজিটাল ভোটব্যাঙ্কই এখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ইন্টারনেটের দুনিয়া যে রাতারাতি কাউকে হিরো থেকে জিরো বানিয়ে দিতে পারে, রাঘবের এই ফলোয়ার-পতন কি তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয় ? আপনার কী মনে হয়, তরুণ প্রজন্মের এই ডিজিটাল ক্ষোভ কি আগামী দিনে তাঁর নতুন রাজনৈতিক ইনিংসে বড়সড় ধাক্কা দেবে ?

মাদকের নেশা ছাড়াতে এবার স্মার্ট দাওয়াই !

সকালের শিরোনাম

কল্যাণ দত্ত

স্মার্টফোন কেবল সময় কাটানোর যন্ত্র নয়, এবার তা হয়ে উঠবে মরণনেশা থেকে মুক্তির প্রধান হাতিয়ার। মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে একধাপ এগিয়ে শনিবার চণ্ডীগড়ে 'চিন্তন শিবির'-এর মঞ্চ থেকে লঞ্চ করা হল 'নেশা মুক্ত ভারত অভিযান' ২.০ অ্যাপ। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমারের হাত ধরে আসা এই ডিজিটাল অস্ত্রটি মূলত মাদক বিরোধী লড়াইয়ে এক স্বচ্ছ এবং দ্রুত গতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে। আগে এই অ্যাপটি কেবল সরকারি দপ্তরের অন্দরে সীমাবদ্ধ থাকলেও, নতুন এই ২.০ সংস্করণে সাধারণ নাগরিকরাও সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন।

ফলে এবার থেকে এই অ্যাপটি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। জানা গিয়েছে, স্রেফ অ্যাপ খুলেই নেওয়া যাবে নেশা ত্যাগের ই-শপথ, জানা যাবে মাদক বিরোধী প্রচারের নানা খুঁটিনাটি এবং সবথেকে বড় কথা মাদকসেবনের কুপ্রভাব সম্পর্কে জানা যাবে। বিপদের সময় এক ক্লিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে সবথেকে কাছের নেশা মুক্তি কেন্দ্রটিকে।

২০২০ সালে শুরু হওয়া এই অভিযান এখন দেশের প্রতিটি জেলায় ডালপালা মেলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এ পর্যন্ত দেশের প্রায় ২৬ কোটি মানুষ এই প্রচারের আওতায় এসেছেন, যার মধ্যে সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি তরুণ প্রজন্ম। কেন্দ্র স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই লড়াই কেবল উপদেশের নয়, বরং কাজের।

তাই যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান নিয়ে কাজ করছে, তারা সেই টাকা কোথায় এবং কীভাবে খরচ করছে, তার রিয়েল-টাইম হিসেবও মিলবে এই অ্যাপে। এর ফলে একদিকে যেমন কাজে গতি আসবে, তেমনই বন্ধ হবে দুর্নীতির ফাঁকফোকর। হেল্পলাইন নম্বর থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তা;সবটাই এখন মিলবে হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির এই নতুন মোড়ক কি পারবে দেশের যুবসমাজকে অন্ধকারের গলি থেকে আলোর রাজপথে ফিরিয়ে আনতে ? চণ্ডীগড়ের এই সভা থেকে সেই আশার আলোই দেখতে চাইছে দিল্লি।

ডিজিটাল অ্যাপেই ধরা পড়বে দেশের 'জাতপাত'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁধে ঝোলানো বড় ফাইল আর খাতা নিয়ে গণনাকারীদের দরজায় কড়া নাড়ার দিন এবার শেষ। ভারতের 'হেডকাউন্ট' বা জনগণনা এবার প্রবেশ করছে হাই-টেক যুগে। ২০২৭ সালে দেশজুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে ভারতের প্রথম 'ডিজিটাল জনগণনা'। স্রেফ মোবাইল অ্যাপ আর পোর্টালের কারসাজিতেই ধরা পড়বে ১৪০ কোটির দেশের নাড়িনক্ষত্র।

শনিবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, কেবল ডিজিটাল পদ্ধতিই নয়, এবারের সেন্সাসে সবথেকে বড় চমক হতে চলেছে 'জাতপাত' বা বর্ণভিত্তিক গণনা।২০২১-এর জনগণনা করোনার কোপে ভেস্তে যাওয়ার পর ২০২৭-কে পাখির চোখ করেছে কেন্দ্র। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকার বিশাল অঙ্ক। এবারের গণনায় সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাগজে নাম না লিখে সরাসরি মোবাইল অ্যাপে তথ্য আপলোড করবেন। শুধু তাই নয়, ১৬টি আঞ্চলিক ভাষায় থাকছে সেলফ-এনার্মিনেশন বা 'স্ব-গণনা'র সুবিধা। অর্থাৎ, চাইলে আপনি নিজেই ইন্টারনেটে বসে আপনার পরিবারের তথ্য জমা দিতে পারবেন; অনেকটা ট্রেনের টিকিট কাটার মতো সহজ !এবারের জনগণনার সূচি অনুযায়ী,

আগামী এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে হবে বাড়ি-ঘরের তালিকা তৈরির কাজ । আর আসল লোকগণনা বা দ্বিতীয় দফার কাজ হবে ২০২৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। ১ মার্চ ২০২৭ তারিখটিকে ধরা হয়েছে 'রেফারেন্স ডেট' হিসেবে। দেশের ১৬তম এই জনগণনায় যুক্ত থাকছেন প্রায় ৩১ লক্ষ গণনাকারী। তবে আমজনতার মনে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সরকার আশ্বস্ত করেছে যে, এই তথ্য 'ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার' হিসেবে সুরক্ষিত থাকবে।

এমনকি আরটিআই দিয়েও কারোর ব্যক্তিগত তথ্য জানা যাবে না। সব মিলিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মুকুটে এক নতুন পালক যোগ করে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জাত, ধর্ম আর জীবনযাত্রার খতিয়ান এবার চলে আসছে স্রেফ এক ক্লিকেই।

খবর

শাহরুখ থাকছেন ভাড়া বাড়িতে, তার ম্যানেজার পূজা কিনলেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুম্বইয়ের অভিজাত এলাকা বান্দ্রায় নতুন ঠিকানা গড়লেন শাহরুখ খানের ব্র্যান্ড ম্যানেজার পূজা দাদলানি। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নথি অনুযায়ী, পূজা তাঁর স্বামী হিতেশ প্রকাশ এবং বাবা মোহন শিউরাম দাদলানির সঙ্গে মিলে কার্টার রোডে তিনটি প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। এই মেগা ডিলের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৩৮.২১ কোটি টাকা। কার্টার রোডের 'বরুণ' নামক একটি পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের উঁচু তলায় এই তিনটি ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁরা। প্রতিটি ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া ১,৫১১.১৫ বর্গফুট এবং সঙ্গে রয়েছে ৮১.১৬ বর্গফুটের বিশাল ব্যালকনি। সব মিলিয়ে প্রায় ৪,৭৭৬ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তাঁদের এই নতুন রাজপ্রাসাদ। লোটাস ডেভেলপার্সের অধীনে থাকা ট্রিক্সা রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে এই ফ্ল্যাটগুলি কেনা হয়েছে। গত ২১ এপ্রিল এই লেনদেনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যার জন্য ২.১৬ কোটি টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৯০ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তির সঙ্গে ছয়টি পার্কিং স্পটও পেয়েছেন তাঁরা।পাবলিক প্রোফাইল খুব একটা সামনে না আনলেও, পূজা বিনোদন জগতের অন্যতম প্রভাবশালী নাম। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি শাহরুখ খানের ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট এবং পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স সামলাচ্ছেন।

২০২৩ সালে তাঁর আগের বাড়ির অন্দরসজ্জা যখন বদলে গিয়েছিল, তখন খোদ শাহরুখ খান সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পূজার সেই বাড়ির ভোল বদলে দিয়েছিলেন গৌরী খান স্বয়ং।

পূজা যখন ৩৮ কোটির বাড়ি কিনছেন, তখন শাহরুখ খান নিজে কিন্তু আপাতত ভাড়াবাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর আইকনিক বাংলো 'মন্নত'-এ মেরামতির কাজ চলায় গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি খারে দুটি লাক্সারি ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট লিজ নিয়েছেন। তিন বছরের জন্য সেই লিজে শাহরুখ খরচ করেছেন প্রায় ৮.৬৭ কোটি টাকা।

প্রয়াত হলেন বাচিক শিল্পী তথা অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আবার মৃত্যুর খবর টলি পাড়ায়। দুঃখ নেমে এসেছে চারিদিকে। সকলের প্রিয় শিল্পী বিপ্লব দাসগুপ্ত আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সিনেমা ও সংস্কৃতি জগৎ। অসুস্থ ছিলেন তিনি। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৫। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ছিলেন। অভিনেতার প্রয়াণে টলিপাড়ায় নেমেছে শোকের ছায়া। প্রয়াত অভিনেতা-বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন দেবদূত ঘোষ, জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা। সম্প্রতি প্রয়াত হন প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরী। ঘুমের মধ্যে প্রয়াত হন অভিনেতা। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রীকে রেখে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন অভিনেতা। বেশ অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি।

মাঝে একটা বড় সময় তাঁকে পর্দায় দেখা যায়নি। সিনেমা, ধারাবাহিক কিংবা নাটকের মঞ্চেও তাঁর অনুপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছিল। তমাল আর বিপ্লব ছিলেন অভিন্দহৃদয় বন্ধু।টলিউডের জন্য এ যেন বিরাট ক্ষতি। গত ২৯ মার্চ 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকে শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সল্টলেকে বিজেপির দুষ্কৃতীরা ডেরা গেড়েছে ঃ সুজিত বসু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কমবেশি প্রতি বছর এই দৃশ্য দেখা যায় যে স্লট লেকের বিভিন্ন হোটেল ও লজ ভোটের আগের থেকেই বুক হয়ে যায়। এবারও সংখা ধরে সেই অভিযোগ করলেন সুজিত বসু। ভোটের আগে গেস্ট হাউজে এসে ঠাঁই নিয়েছেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের একাধিক বহিরাগত। বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূলপ্রার্থী সুজিত বসুর এমন অভিযোগের পরেই তদন্তে নেমেছে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। গেস্ট হাউজ কর্তৃপক্ষর দাবি, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা থেকে এসেছেন ওই আট জন। গেস্ট হাউজ কর্তৃপক্ষ জানান, বিজেপি পার্টি থেকে বুক করে। গত ১৭ এপ্রিল থেকে আছেন বলে জানান। সল্টলেক এ এল -২৪২ এর ঘটনা। অভিযোগ, যাঁরা এসেছে তাঁরা বিজেপির লোক। ভোটের আগেই গেস্ট হাউজে বহিরাগত। তদন্তে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিশ। ছত্তিশগড় ও ওড়িশা থেকে এসেছে। আট জন আছে বলে গেস্ট হাউজ কর্তৃপক্ষর দাবি। গেস্ট হাউজ কর্তৃপক্ষ, জানান বিজেপি পার্টি থেকে বুক করে। ১৭ এপ্রিল থেকে আছে বলে জানান। সল্টলেক এ এল ২৪২ এর ঘটনা। অভিযোগ, যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিজেপির লোক। ইতিমধ্যে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুজিত বোসের অভিযোগ শুক্রবার রাতেও ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। সূত্রের খবর, শনিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা লক্ষ্য করে যে, সল্টলেকের এএল-২৪২ নম্বর বাড়িতে বহিরাগত রয়েছে। এর পরেই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা থেকে বেশ কয়েকজন এসে থাকছে। এর পর বিধাননগর পূর্ব থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে খোঁজ খবর নিতে থাকে। জানা যায়, ওই গেস্ট হাউজে ৮ জোন রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পরে গেস্ট হাউজ থেকে তিন জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাবসা বাণিজ্য

সকালের শিরোনাম

অঞ্জু সরকার

আসানসোল

এবার মোটোরোলা বাজারে নিয়ে এলো এজ -৭০প্রো যা দেবে স্বল্প আলোয় দুর্দান্ত ফটোগ্রাফির সুযোগ। ২৯ এপ্রিল থেকে ভারতে মিলবে মোটো এজ ৭০ প্রো। আড়ম্বর যুক্ত পরিবেশে মোটোরোলা তাদের ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের স্মার্টফোন 'মোটোরোলা এজ ৭০ প্রো' বাজারে নিয়ে এসেছে মোবাইলের যুগে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য। যা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে 'রাতের সৌন্দর্যকে ক্যামেরাবন্দী' করার উদ্দেশ্যেই। ৩৬,৯৯৯ টাকা কার্যকর মূল্য থেকে শুরু হওয়া এই ডিভাইসটি ২৯ এপ্রিল থেকে ফ্লিপকার্ট এবং দেশের প্রধান-প্রধান রিটেইল আউটলেটগুলোতে পাওয়া যাবে। এজ ৭০ প্রো-তে রয়েছে বিশ্বের প্রথম ট্রিপল ৫০ মেগাপিক্সেল প্রো-গ্রেড ক্যামেরা সিস্টেম। এর মূল আকর্ষণ হলো ওআইএস (অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন) যুক্ত সনি লিটিয়া(ট্রেডমার্ক) ৭১০ সেন্সর। মোটোএআই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর সবকটি লেন্সই স্বল্প আলোয় অতুলনীয় স্বচ্ছতা এবং ৪কে ৬০এফপিএস ভিডিও ক্যাপচারের সুবিধা দেবে। এর হার্ডওয়্যারে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড/ম্যাক্রো লেন্স এবং ৫০ মেগাপিক্সেলের অটোফোকাস সেলফি ক্যামেরা। যার প্রতিটিই ত্বকের স্বাভাবিক রঙ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলবে। সেজন্য এটি প্যানটোনের(ট্রেডমার্ক) স্বীকৃতিও পেয়েছে। এর পারফরম্যান্সের মূল চালক হল মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম চিপসেট। এই প্রসেসরটি উন্নত অন-ডিভাইস এআই সক্ষমতার জন্য ৬৫ শতাংশ দ্রুততর এনপিউ সুবিধা দেয়। ৪৬০০ বর্গমিলিমিটার আয়তনের একটি 'ভেপার চেম্বার' নিশ্চিত করে যে, ফোনটি অত্যধিক ব্যবহার করলেও ঠাণ্ডা থাকবে।

এই মোবাইলের ডিজাইনে রয়েছে কোম্পানির 'কালেকশন বাই মোটোরোলা' ফিলোসফি। এতে রয়েছে বিলাসবহুল স্যাটিন-লিউক্স, টেইলরড ফেব্রিক এবং মার্বেল ফিনিশের বৈচিত্র্য। মাত্র ৬.৯৯ মিলিমিটার থিকনেস। এটাতে যুক্ত করা হয়েছে বিরাট পাওয়ারের ৬৫০০ এম ই এইচ সিলিকন-কার্বন ব্যাটারি। ইউজাররা এতে পাবেন ৫১ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ। মাত্র এর ৬.৮ ইঞ্চির কোয়াড-কার্ভড এএমওএলইডি ডিসপ্লে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 3

৯৩ শতাংশ মহিলার ভোটদান

নেপথ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার নাকি সেই ‘রাতদখল’?

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রথম দফার ভোট মিটতেই এখন সব হিসেব গিয়ে ঠেকেছে মহিলাদের বুথমুখী হওয়ার হারের ওপর। তৃণমূলের অন্দরের পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম দফায় প্রায় ৯৩ শতাংশ মহিলা ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক নারীশক্তি কি স্রেফ ‘লক্ষ্মীর ভান্ডারের’ টানে ঘর ছেড়ে বেরোলেন? না কি এর নেপথ্যে রয়েছে ‘রাতদখলের’ সেই প্রতিবাদী মেজাজ? বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকেই ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে এই নিয়ে চলছে গভীর চুলচেরা বিশ্লেষণ। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের হার প্রায় ২ শতাংশ বেশি হওয়ায় শাসকদলের অন্দরে অঙ্ক কষার পারদ চড়ছে।

তৃণমূলের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, এবার পুরুষদের ভোটদানের হার ৯১ শতাংশের আশেপাশে। সেখানে মহিলাদের হার ৯৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংখ্যার বিচারে দুই পক্ষ প্রায় সমান হলেও শতাংশের এই সামান্য ব্যবধানই রাজনীতির অলিন্দে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। গত ১৭ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান শক্তিই হল মহিলা ভোট। বিহারে লালু প্রসাদ যাদবের ‘এমএমওয়াই’ (মুসলিম, মহিলা ও যাদব) সমীকরণের মতোই বাংলায় মমতার শক্তির উৎস দুই ‘এম’। অর্থাৎ মহিলা এবং মুসলিম। বৃহস্পতিবারের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো মহিলাদের মনের তল পেতেই এখন যুযুধান দুই শিবিরে চলছে জোরদার চর্চা। নির্বাচন কমিশন শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত নারী-পুরুষের আলাদা পরিসংখ্যান না দিলেও তৃণমূল নিজেদের নেটওয়ার্ক দিয়ে হিসেব কষে ফেলেছে। সেই হিসেবেই দেখা যাচ্ছে মহিলারা পুরুষদের টেক্কা দিয়েছেন। অতীতে দেখা গিয়েছে, বাংলার মহিলাদের সিংহভাগ আস্থা বরাবরই মমতার ওপর ছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলও সেই সত্যই প্রমাণ করেছিল। কিন্তু লোকসভা ভোটের দেড় মাসের মধ্যেই ঘটে যায় আরজি করের সেই মর্মান্তিক ঘটনা। সেই সময় বিচার চেয়ে রাজপথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মহিলা। ‘রাতদখলের’ কর্মসূচিতে গর্জে উঠেছিল নারী সমাজ। সেই ক্ষোভ কি ইভিএমে প্রভাব ফেলল? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

তৃণমূলের একাংশের মতে, আরজি করের আন্দোলন ছিল মূলত কলকাতা ও শহরতলি কেন্দ্রিক। তাঁদের দাবি, ওই আন্দোলনে বাম ও বামমনস্ক মহিলাদের সক্রিয়তা ছিল বেশি। সেই অংশের সঙ্গে বিজেপির সরাসরি কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই। ফলে ‘রাতদখলের’ মেজাজ গ্রামীণ বাংলার ভোটের বাক্সে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারবে না বলেই তাঁদের বিশ্বাস। শাসকদলের অনেকেই মনে করেন, আরজি কর নিয়ে রাস্তায় নামা মানেই মমতার সরকারকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। বরং তা ছিল একটি নির্দিষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ। রাজ্যের মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অবশ্য এই বিপুল ভোটদানকে সম্পূর্ণ অন্য নজরে দেখছেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কথায়, ‘প্রচুর মহিলার নাম এসআইআরের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মহিলা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে সহ-নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে মতদান করেছেন। সঙ্গে আস্থা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। কারণ, তাঁরাও জানেন বিজেপি মহিলাদের কী চোখে দেখে আর দিদি মহিলাদের জন্য কী করেছেন।’ অর্থাৎ, সরকারি প্রকল্পের সাফল্যের পাশাপাশি বিজেপির ‘ষড়যন্ত্রের’ বিরুদ্ধে মহিলাদের রুখে দাঁড়ানোকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন তিনি।

তবে দলের অন্দরের একান্ত আলোচনায় সবটা এত সহজ মনে করা হচ্ছে না। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের মহিলারা যে ঘাসফুলেই আস্থা রেখেছেন, তা নিয়ে নেতৃত্ব অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু চিন্তা বাড়াচ্ছে হিন্দু মহিলাদের ভোট। দলের রক্ষণশীল নেতাদের একাংশ মনে করছেন, বিজেপি যেভাবে হিন্দু ভোট একজোট করার কৌশল নিয়েছে, তাতে অনেক জেলায় হিন্দু মহিলাদের সমর্থন কিছুটা কমতে পারে। বিশেষ করে যেখানে মেরুকরণের হাওয়া তীব্র, সেখানে তৃণমূলের বাক্সে সব ভোট পড়বে কি না, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

তা সত্ত্বেও তৃণমূলের একটি বড় অংশ মনে করে, গত কয়েক মাস ধরে স্থানীয় স্তরে যে পরিমাণ সাংগঠনিক প্রচার হয়েছে, তা বিফলে যাবে না। ১৫ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার কথা মাথায় রেখেও তাঁরা বিশ্বাস করেন, বাংলার মহিলাদের কাছে দিদিই একমাত্র ‘মসিহা’। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী; মমতার প্রতিটি প্রকল্প মহিলাদের সরাসরি উপকৃত করেছে। তাই ‘রাতদখলের’ অভিঘাতকে সরিয়ে রেখে তৃণমূল শিবিরের বিশ্বাস, মহিলাদের এই বিপুল ভোট শেষ পর্যন্ত জমা পড়েছে ‘কালীঘাটের দিদির পাদপদ্মে’। এখন দেখার, ৪ জুনের ফলাফল কার অঙ্কের সঙ্গে মিলে যায়।

ফাইল ফটো।

শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে কড়া কমিশন, ভিন রাজ্য থেকে আসছেন আরও ১১ পর্যবেক্ষক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দ্বিতীয় দফার মহারণের আগে বাংলার ভোটে নজরদারির ঘেরাটোপ আরও নিশ্ছিদ্র করল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার বিক্ষিপ্ত অশান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার রাজ্যে আরও ১১ জন নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ রাজ্যের আইপিএস অফিসার। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল সংবেদনশীল এলাকায় অশান্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা উপড়ে ফেলা। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতেই শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় দফায় নজরদারি বাড়াতে এই নতুন পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বুধবার, ২৯ এপ্রিল রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এর আগে ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ভোট মিটেছে। এবার গোটা রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রের জন্যই আলাদা সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কার্যত নজির গড়েছে কমিশন। পুলিশ এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেশি। প্রথমে রাজ্যে ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল, এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়ানো হলো। নতুন আসা অফিসারদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের ওপর।প্রথম দফায় রাজ্যে রেকর্ড ৯২.৮৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই বিপুল হারে উচ্ছ্বসিত দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে কখনও এ রাজ্যে ভোটদানের এই বিপুল হার দেখা যায়নি।’ যদিও জনমানসে গুঞ্জন রয়েছে যে, এসআইআর-এর কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ভয়েই অনেকে বুথমুখী হয়েছেন। এমনকি ভিন্ রাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরাও ভোট দিতে বাড়ি ফিরেছেন।প্রথম দফায় মোটের উপর শান্তি থাকলেও ইভিএম বিকল বা এজেন্টদের বাধা দেওয়ার মতো কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ‘বিজেপির তরফে কিছু বিষয় কমিশনের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।’

দীর্ঘ সময় পর বাংলায় মাত্র দুই দফায় ভোট হচ্ছে। তাই দ্বিতীয় দফায় যাতে কোনো খামতি না থাকে, তার জন্য কোমর বেঁধে নামছে কমিশন। নজিরবিহীন নিরাপত্তা এবং বাড়তি পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে বুথ স্তরে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই এখন কমিশনের প্রধান চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে বুধবারের চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে বাংলা এখন কড়া পাহারায়।

সার’ ফ্যাক্টরেই ঝুলছে ভাগ্য, বন্দরে এবার ববি হাকিমের অ্যাসিড টেস্ট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাত-দুপুর নয়, ভরদুপুর। রাস্তার ধারে বড় মশারির ঘেরাটোপ। তার ভেতরে সপরিবার চরে বেড়াচ্ছে মুরগি। পাশেই চওড়া নর্দমা আর কাদার আস্তরণ ফেটে বেরিয়ে আসা পিচ। খোদ কলকাতা পোর্ট এলাকার হাইড রোডের এই দৃশ্য কোনও গ্রামকেও হার মানাবে। এক মুরগির মালিকের কথায়, ‘গাড়ির নীচে চাপা যাতে না পড়ে, তাই এখানে কেউ মশারির ভিতরে, কেউ খাঁচায় মুরগি রাখে। আমরা কেমন থাকি, সেটা বুঝতে আসতে হবে বর্ষার সময়ে। বৃষ্টির জমা জলের হাত থেকে বাঁচতে মুরগি আর মানুষ একঘরে বসে থাকে শীত আসার আগে পর্যন্ত।’ কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের হাওয়ায় এখন এমনই অজস্র নাগরিক যন্ত্রণা ডানা মেলছে।

বন্দর এলাকার এই ভোট-যুদ্ধের কেন্দ্রে এবার বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘সার’ শুনানি বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। ভোটার তালিকায় প্রায় ৬৩ হাজার ৭১৭ জনের নাম ঝুলে রয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের আনুপাতিক হার যেখানে ৪৩ শতাংশ, সেখানে এত বিপুল সংখ্যক নাম সংশয় তালিকায় থাকায় অস্বস্তিতে শাসক শিবির।

বিদায়ী পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম গতবার এই কেন্দ্র থেকে মোট ভোটের ৬৯ শতাংশ পেয়ে জিতেছিলেন। ব্যবধান ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু এবার ‘সার’-এর গেরোয় সেই রেকর্ড অটুট রাখা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তার বাতাবরণ।গঙ্গার পাড় ঘেঁষে গার্ডেনরিচ, কার্ল মার্কস সরণি থেকে হেস্টিংস মোড়; এই চত্বরের বাসিন্দাদের অভিযোগের অন্ত নেই। কোথাও রাস্তা কার্যত ‘পামির মালভূমি’, কোথাও ধুলো আর খোলা নর্দমার রাজত্ব। খিদিরপুরের দুর্গা দাস লেনের বাসিন্দা রতন রায়ের কথায়, ‘আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে এলাকা। তবে এখনও অনেক সমস্যাই মেটেনি।’ একই সুর কয়লা ডিপোর বাসিন্দা আখতার আলির গলাতেও। তাঁর কথায়, ‘বন্দরের সব থেকে বড় সমস্যা, ধুলোময় ভাঙা রাস্তা। আর বর্ষায় জল জমা।’ এই দৈনন্দিন কষ্টের সাথে যুক্ত হয়েছে বেআইনি নির্মাণ আর সিন্ডিকেট রাজের দাপট। ২০২৪-এর মার্চে আজহার মোল্লা বাগানে ভেঙে পড়া বাড়ি কেড়ে নিয়েছিল ১৫টি প্রাণ। বছর খানেক আগে পুড়ে গিয়েছিল অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট। ব্যবসায়ীদের দাবি, সুরাহা মেলেনি আজও।ভোটের লড়াইয়ে নিজের কাজের খতিয়ান নিয়ে ময়দানে নেমেছেন ফিরহাদ হাকিম। এলইডি স্ক্রিনে ভেসে উঠছে অত্যাধুনিক পার্ক, জলাধার নির্মাণ আর ভূকৈলাস রাজবাড়ির সংস্কারের ছবি। জনসভার আগে তাঁর সাফ কথা, ‘আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই নির্দেশ, মানুষের পাশে থাকো। সেই নির্দেশ মেনেই আমি বারো মাস আমার কেন্দ্রের ভোটারদের পাশে ছিলাম। এ বার তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।’ তবে বিরোধীরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংয়ের অভিযোগ, ‘সার্বিক উন্নয়ন নয়, বিশেষ কাউকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি হয়েছে এখানে।’ হাইড রোড বা রামকমল স্ট্রিটে গেরুয়া ছাপ স্পষ্ট বলে দাবি তাঁর। জোট না হওয়ায় লড়াই এবার বহুমুখী। সিপিএমের ফৈয়াজ আহমেদ খান ভোটারদের ‘যন্ত্রণার মুক্তি’র কথা বলছেন। তাঁর মতে, ‘বন্দরের জীবনে অনেক যন্ত্রণা। এখানকার ভোটারদের বড় অংশ শ্রমিক। সিন্ডিকেট রাজ, বেআইনি নির্মাণ আর জল জমা সমস্যার তালিকা শেষ হবে না।’ অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী আকিব গুলজারের মুখে ও অবহেলার সুর। তাঁর কথায়, ‘বন্দরের শ্রমিক মহল্লাগুলো দেখলে বোঝা যায় এখানে কতটা উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তা থেকে ঘরের ছাউনি পর্যন্ত অবহেলার ছোঁয়া।’

একদা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি এই বন্দরে এখন তৃণমূলের জয়যাত্রা। ২০১৩-র সেই অশান্ত দিনগুলো এখন অতীত। প্রকাশ্যে বন্দুক উঁচিয়ে সংঘর্ষের ছবিটা মলিন হলেও কোথাও কোথাও অস্বস্তি রয়েই গিয়েছে। যে বন্দরে এক সময় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করতেন, সেখানে আজ তৃণমূল কর্মীদের কোথাও কোথাও হাত জোড় করে বলতে হচ্ছে, ‘...সাধিতে মনের সাধ। ঘটে যদি পরমাদ...।’ নাগরিক সমস্যার ভিড়ে ‘সার’ ফ্যাক্টরই কি তবে এবার বন্দরের ভোটের চাবিকাঠি? উত্তর মিলবে ব্যালটেই। ফাইল ফটো।

কমিশনের বাইক-ফরমান বাতিল করল হাইকোর্ট

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের মুখে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের বাইক-সংক্রান্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বড়সড় সংশোধন করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সাফ জানিয়ে দিলেন, ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বাইক চলাচলে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা চাপানো আদতে ক্ষমতার অপব্যবহার। কমিশনের কড়াকড়ি ছেঁটে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, বাইক র‍্যালি নিষিদ্ধ থাকলেও অ্যাপ-নির্ভর চালক, গিগ-কর্মী এবং অফিসযাত্রীদের যাতায়াতে কোনও বাধা থাকবে না। তবে সঙ্গে রাখতে হবে বৈধ পরিচয়পত্র। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে নাগরিক স্বাধীনতার গুরুত্ব। বিচারপতি রাওয়ের মতে, ‘আইন এবং বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। শুধুমাত্র সম্ভাব্য অপরাধের আশঙ্কায় সাধারণ নাগরিকের অধিকার খর্ব করা যায় না।’ কমিশনের উদ্দেশে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, ‘আপনারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। নাগরিকদের এই ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে।’ আদালতের স্পষ্ট বার্তা, ‘নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়া যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই প্রশাসনের আসল চ্যালেঞ্জ।’শুক্রবার শুনানির পর সংশোধিত যে রূপরেখা আদালত দিয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। বিচারপতি জানিয়েছেন, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ কমিশনকে ক্ষমতা দিলেও তা আইনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। প্রচলিত কোনও আইনেই বাইক চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করার সংস্থান নেই। তাই ঢালাও নিষেধাজ্ঞা অযৌক্তিক। নতুন নির্দেশ অনুসারে, ভোটের ঠিক ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পিছনে যাত্রী বসানো যাবে না। তবে ভোটের দিন পরিবার নিয়ে বাইকে চড়ে বুথে যেতে কোনও বাধা থাকবে না।এর আগে কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, ভোটের দু’দিন আগে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাইক চললেও আরোহী তোলা যাবে না। শুধুমাত্র চিকিৎসা বা স্কুলের মতো জরুরি কাজে ছাড় মিলত। অন্যথায় থানার অনুমতি নেওয়ার যে ফরমান জারি হয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হয়।

বিচারপতি রাও মনে করেন, সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কায় সচল শহরকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। কমিশনের খামখেয়ালি নির্দেশে যেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করেছে আদালত। শুক্রবারের এই নির্দেশের ফলে গিগ-ওয়ার্কার ও নিত্যযাত্রীরা বড়সড় স্বস্তি পেলেন। কার্যত কমিশনের নজরদারির অতিসক্রিয়তায় রাশ টেনে নাগরিক অধিকারকেই উঁচুতে তুলে ধরল হাই কোর্ট। কমিশনারি বিজ্ঞপ্তির জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেয়ে এবার পরিচয়পত্র সম্বল করেই পথে বেরোতে পারবেন।

ভোটের ডিউটিতে বাস-ক্যাব যাত্রীদের ভরসা এখন মেট্রো

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের বাদ্যি বাজতেই কলকাতা ও শহরতলিতে উধাও হতে চলেছে বেসরকারি গণপরিবহণ। আগামী সোমবার থেকে বুধবার; টানা ৭২ ঘণ্টা কার্যত স্তব্ধ হতে পারে বাস ও ক্যাব পরিষেবা। সোমবার ও মঙ্গলবার মহানগরীর রাজপথে বাসের জন্য ‘অতি-দীর্ঘ অপেক্ষার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যেন লোকজন বাড়ি থেকে বের হন’, এমনটাই সতর্কবার্তা দিয়েছেন বাস মালিকরা। এই চরম সংকটের দিনে শহরবাসীর যাতায়াতের একমাত্র ধ্রুবতারা হতে চলেছে মেট্রো ও ট্রেন। প্রতিদিন শহর ও শহরতলিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বেসরকারি বাস ও মিনিবাস চলে। কিন্তু সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে এর সিংহভাগই নির্বাচনী ডিউটিতে চলে যাচ্ছে। ‘অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় কমিটি’র সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শুধু কলকাতা নয়, ২৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। ফলে বাসের চাহিদা তুঙ্গে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভোট হয়ে যাওয়া জেলা থেকেও বাস আনা হচ্ছে। ফলে রাস্তায় চাকা ঘোরার মতো বাস কার্যত অমিল থাকবে।একই ছবি অ্যাপ-ক্যাব পরিষেবার ক্ষেত্রেও। কলকাতার রাজপথে চলা প্রায় ২৫ হাজার ক্যাবের মধ্যে আট হাজার ইতিমধ্যেই ভোটের কাজে নেওয়া হয়েছে।

‘অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড’,এর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি চালক গাড়ি বাঁচাতে পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন।’ ফলে অ্যাপ-নির্ভর যাতায়াতও যে লাটে উঠতে চলেছে, তা স্পষ্ট।এই অচলবস্থায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম কিংবা হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ; সাধারণ মানুষের একমাত্র গন্তব্য এখন মেট্রো স্টেশন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় আট লক্ষ যাত্রী যে পরিষেবা ব্যবহার করেন, আগামী তিন দিনে সেই ভিড় কয়েক গুণ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখন শহরবাসীর একটাই প্রার্থনা, চরম সংকটের ওই দিনগুলোতে লাইফলাইন যেন মাঝপথে থমকে না যায়।

পরিবহন সংকটের এই গ্রাসে মেট্রো ও লোকাল ট্রেনই এখন যাত্রীদের কাছে শেষ আশার আলো।

পুনর্নির্বাচন নয় পশ্চিমবঙ্গ-তামিলনাড়ুতে, স্বচ্ছতার শংসাপত্র দিল নির্বাচন কমিশন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবারের মেগা লড়াই শেষে স্বস্তিতে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার ভোট শেষে পশ্চিমবঙ্গ বা তামিলনাড়ু; কোনো রাজ্যেই পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই বলে শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল কমিশন। মুর্শিদাবাদ থেকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনিয়মের অভিযোগ তুলে দরবার করা হলেও কমিশনের নজরদারিতে বড় কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি। ফলে ৪৪ হাজার ৩৭৬টি বুথে হওয়া ভোটকে বৈধতা দিয়ে সব জল্পনার অবসান ঘটাল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীতে বহুবার ছাপ্পা বা রিগিংয়ের অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা। এবারও মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ও বহরমপুরে অনিয়মের নালিশ জানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা নিলয় প্রামাণিক মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ অগ্রবালের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে দাবি করেছিলেন, প্রয়োজনে ভোটের সময় বৃদ্ধি বা পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থার কথা। তবে প্রিসাইডিং অফিসারদের রিপোর্ট এবং বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, দুই রাজ্যের কোথাও নতুন করে ভোটের প্রয়োজন নেই। নির্বাচনের আগে কমিশন কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে, ভয় দেখানো বা ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পেলেই কড়া পদক্ষেপ হবে। এমনকি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও পুনর্নির্বাচন ডাকার কথা ছিল কমিশনের। কিন্তু বৃহস্পতিবারের ভোট শেষে কমিশনের পর্যবেক্ষণ বলছে, কোথাও গুরুতর কোনো বেনিয়ম হয়নি। তামিলনাড়ুর ৭৫ হাজার ৬৪টি বুথেও স্বচ্ছভাবেই ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে সিলমোহর দিয়েছে দিল্লি। প্রথম দফায় রাজ্যে ভোটের রেকর্ড পরিসংখ্যান ঘুম উড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কমিশনের রাত ১২টার তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় প্রথম দফায় ভোট পড়েছে ৯২.৮৮ শতাংশ। এর মধ্যে রেকর্ড তৈরি করেছে কোচবিহার, সেখানে ভোটদানের হার ৯৬.০৪ শতাংশ। দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভোট পড়েছে ৯৫.৪৪ শতাংশ। জলপাইগুড়ি থেকে বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর থেকে মালদহ; সর্বত্রই শতাংশের হার ৯৪ ছাড়িয়েছে। পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পঙে হার ৯০-এর নিচে থাকলেও বাকি জেলাগুলি অনায়াসেই নব্বইয়ের গণ্ডি পার করেছে। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এই বিপুল জনমতের প্রতিফলনে আপাতত সন্তুষ্ট কমিশন। কোনো ‘সিরিয়াস’ অভিযোগ ধোপে না টেকায় শুক্রবার জয় হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই। ফাইল ফটো।

পাঁচ পুলিশকর্তাকে অবিলম্বে সাসপেন্ডের নির্দেশ কমিশনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের মুখে ফের নজিরবিহীন পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। এবার কোপ পড়ল খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে চিঠি পাঠিয়ে একসঙ্গে পাঁচ পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার কড়া নির্দেশ দিল কমিশন। তালিকায় রয়েছেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার সন্দীপ গড়াই, এসডিপিও সজল মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তী, ফলতা থানার আইসি অজয় বাগ এবং উস্তি থানার ওসি শুভেচ্ছা বাগ। কমিশন সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটের আগে ‘আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে’ এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, নিজের অধীনে থাকা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় জেলার পুলিশ সুপার ঈশানী পালকেও কড়া ভাষায় সতর্ক করেছে কমিশন। মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতেই হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি সন্দীপ সরকারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের বড়সড় রদবদলের নির্দেশ এল দিল্লিতে কমিশন ভবন থেকে। অভিযুক্তদের জায়গায় দ্রুত নতুন অফিসার নিয়োগের কাজ শুরু হয়েছে নবান্নে। ভোটের ময়দানে পুলিশের ‘পক্ষপাতিত্ব’ রুখতে কমিশনের এই কড়া অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রতিটি লাইনে ফুটে উঠছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর মরিয়া চেষ্টা।

বাংলায় বেনজির!

প্রত্যেক ইভিএমে জিপিএস ট্র্যাকার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। কলকাতা-সহ একাধিক ‘হেভিওয়েট’ কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। প্রথমদফার মতোই দ্বিতীয়দফাও যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে কমিশন।প্রথমদফায় অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখেছে বাংলা। উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন ভোটাররা।

প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে রাজ্যের ১২৫টি আসনে। কিন্তু প্রথমদফার ভোট মিটতেই ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলছে শাসক-বিরোধী দু’পক্ষই। এমনকী এই বিষয়ে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এই প্রথম বাংলায় ইভিএমে জিপিএস ট্র্যাকিং রয়েছে। ফলে কারচুপির কোনও জায়গা নেই বলেই জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। কলকাতা-সহ একাধিক ‘হেভিওয়েট’ কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। প্রথমদফার মতোই দ্বিতীয়দফাও যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে কমিশন।

পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ফের একবার ময়দানে নেমেছেন মনোজ আগরওয়াল। আজ, শনিবার ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান আরামবাগে যান তিনি।

sakaler sironam.....10 March...2026..._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 4

লাশ ছাড়াই ভোট, এটাই বাংলার আসল জয়,

বারুদের গন্ধ মুছে ফিরল শান্তির 'গণতন্ত্র'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

চড়াম চড়াম ঢাকের বাদ্যি নেই। নেই গুড়-বাতাসা খাওয়ানোর হুমকি। 'মারের বদলা মার' স্লোগানও ফিকে। এবারের ভোটে রইল শুধুই অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। হিংসা ভুলে শান্তির পথ খুঁজে নিল বাংলা। প্রথম দফার ভোট শেষে বৈশাখী সকালে তাই সর্বত্রই চর্চা, 'এমন ভোটও হয়!' মৃত্যুহীন, রক্তপাতহীন, হিংসাহীন এমন ভোট শেষ কবে দেখেছে বাংলা, মনে করতে পারছেন না কেউই। কিন্তু চাইলেই যে বাতাসের বারুদের গন্ধ আর রাজপথের রক্তের দাগ মুছে গণতন্ত্রের উৎসব করা যেতে পারে, তা এবার বুঝিয়ে দিয়েছেন সকলে। আর এখানেই আসল জয় দেখছে বাংলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর'-এ লিখেছিলেন, 'যেখানে ভয়, সেখানেই দুর্বলতা'। বাংলার মানুষও হয়তো আজ সেই ভয়ের খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক হানাহানি, পাড়ায় পাড়ায় দাদাগিরি, আর বোমা-বন্দুকের আওয়াজে ক্লান্ত মানুষ আজ শুধু শান্তি চায়। তারা বুঝতে পেরেছে, এই রক্তপাতে আখেরে লাভ হয় ক্ষমতার অলিন্দে বসে থাকা গুটিকয়েক নেতার, আর প্রাণ যায় খেটে খাওয়া সাধারণ ঘরের ছেলের। তাই এইবারের লাইনটা শুধুই ভোট দেওয়ার লাইন ছিল না, এ ছিল এক নিঃশব্দ প্রত্যাখ্যানের উপাখ্যান। প্রত্যাখ্যান হিংসার বিরুদ্ধে, প্রত্যাখ্যান রক্তপাতের বিরুদ্ধে। প্রাক-ভোটে উত্তর বাংলা চষে বেড়াতে গিয়ে মালতীপুরে কথা হচ্ছিল এক তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে। কালীতলা বাজারে এক চায়ের দোকানে বসে সেই কর্মীর উপলব্ধি ছিল, 'এবার আর ঝুটঝামেলা নাই। মারামারি, কাটাকাটি করে কার কী লাভ! নেতারা তো সুযোগ পেলেই পালটি খাবেন। আমরা কেন অকারণে নিজেদের জীবন বাজি রাখব?' লাখ টাকার কথা। কিন্তু বোঝে ক'জন! এবার হয়তো নেতা-কর্মীরাও সেটা বুঝেছেন বেশ। ভোটের ঠিক পরদিন শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি বাজারে দেখা চিত্তরঞ্জন ঘোষের সঙ্গে। বলছেন, 'আমাদের এখানে বরাবরই শান্তির ভোট হয়। কিন্তু কোচবিহার, চোপড়া, মুর্শিদাবাদের মতো জায়গায় তো লাশ না পড়লে ভোটই হয় না মশাই। সেখানেও এবার শান্তির ভোট! অবাক লাগছে। তার মানে দেখুন, প্রশাসন বা কমিশন চাইলে নির্বিঘ্নে ভোট করাতেই পারে।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন, এবারের নৈঃশব্দ্যে ভোটের নেপথ্যে কাজ করছে একাধিক ফ্যাক্টর। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন কড়াকড়ি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়। সংবেদনশীল এলাকায় ড্রোনের ব্যবহার এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দুষ্কৃতীরা এবার কার্যত কোণঠাসা ছিল। অতীতের মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী এবার আর 'নীরব দর্শক' হয়ে ছিল না, বরং তাদের অতিসক্রিয়তা মানুষের মনে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর রণকৌশলেও এবার সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে। পেশিশক্তির আস্ফালনের চেয়ে এবার তারা অনেক বেশি জোর দিচ্ছে নীরব মেরুকরণ এবং নীচুতলায় সংগঠন মজবুত করার দিকে। লাগামহীন হিংসা যে অনেক ক্ষেত্রেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে, সেই সত্যটা রাজনৈতিক দলগুলো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যে নিঃশব্দে ইভিএমের বোতামে আছড়ে পড়তে পারে এবং ক্ষমতা উলটে দিতে পারে, এই ভয়টা এবার নেতাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভোটারদের অধিকাংশ অবশ্য শান্তিপূর্ণ ভোটের পুরো কৃতিত্বই দিচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। কোচবিহারের গৃহশিক্ষক শুভম রায়ের কথা, 'শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য একমাত্র কৃতিত্ব নির্বাচন কমিশনের। তারা প্রমাণ করে দিল, ইচ্ছে থাকলে রক্তপাতহীন ভোট করা সম্ভব।' রাজনৈতিক দলগুলির প্রকৃত ক্ষমতা কতটা তা শান্তিপূর্ণ ভোট হলেই বোঝা সম্ভব বলে মনে করছেন সেখানকারই বেসরকারি সংস্থার কর্মী মৃন্ময় রায়। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস- প্রতিটি দলের নেতাদের মুখে একটি কথা বারবার শোনা যায় যে, নির্বিঘ্নে ভোট হলে নাকি তারাই জিতবে। নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে। এবার দেখার কে জেতে, যারা জিতবে ধরে নিতে হবে সত্যিই তাদের জেতার ক্ষমতা রয়েছে।' ২০২১ সালের ১০ এপ্রিল। শীতলকুচির জোড়পাটকি গ্রামে ভোট দিতে এসে নিথর দেহ বাড়িতে ফিরেছিল তরতাজা চার তরুণ মনিরুজ্জামান, হামিদুল মিয়াঁ, ছামিউল হক এবং নুর আলম মিয়াঁর। সেই গ্রামেও এবার ভোট হয়েছে নির্বিঘ্নে। কমিশনের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ভোটের হারের নিরিখে প্রথম দফার ১৫২টি বিধানসভার মধ্যে শীতলকুচি তিন নম্বরে। ৯৬.৪৫ শতাংশ মানুষ এখানে ভোট দিয়েছেন কোনও রক্তপাত, হানাহানি ছাড়াই। প্রথম স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা। যে মুর্শিদাবাদে ভোট এলেই কথায় কথায় বোমা পড়ে, বন্দুকের গুলি ছোটে সেখানে সক্কাল সক্কাল লাইনে মানুষ। সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের মতদান করেছেন অনেকে। কোথাও কিচ্ছুটি হয়নি হুমায়ুন কবীরকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া। উত্তরেও এমন কিছু ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। মারধর, ইভিএম বিভ্রাট হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনওটাকেই সেই অর্থে ভোট-হিংসা বলা যায় না। কিন্তু অতীতের পাতা ওলটালে যে বাংলার ছবিটা ফুটে ওঠে, তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের এই উৎসব বারবার পরিণত হয়েছে মৃত্যুমিছিলে, উৎসবের রং হয়ে উঠেছে লাল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। কমিশন এবং সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, সেই নির্বাচনে পঞ্চাশের বেশি তরতাজা প্রাণ ঝরে গিয়েছিল। মুড়ি-মুড়কির মতো বোমাবাজি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, আর স্বজনহারাদের কান্নায় ভারী হয়েছিল বাংলার বাতাস। তারও আগে, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের যে অভূতপূর্ব রেকর্ড তৈরি হয়েছিল, তার নেপথ্যে ছিল সীমাহীন সন্ত্রাস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এবার সেই প্রথা ভাঙায় যারপরনাই খুশি আলিপুরদুয়ারের নিউটাউনের বাসিন্দা শুভদীপ দাস। তাঁর কথায়, 'এ বাংলা জীবনানন্দের বাংলা, এ বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা। ভোট এলে আমরা সেসব ভুলে যাই। রক্তপাতহীন, হিংসাহীন ভোট দেখেও ভালো লাগছে।'

একই কথা বলছেন চোপড়ার কালীগঞ্জ হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মহম্মদ আফজল হুসেন, 'শান্তিপূর্ণ ভোট আমাদের সকলের চাওয়া ছিল। এবারে দীর্ঘদিনের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে। যার কৃতিত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিতেই হবে। কিন্তু বৈধ ভোটারদের নাম কাটা না গেলে এবারকার ভোট সত্যিই বড় উৎসবে পরিণত হত।' রাজনীতির চোরাস্রোতে কখন কী রং ধরে, তা আগে থেকে বলা মুশকিল। কিন্তু প্রথম দফার এই রক্তহীন, মৃত্যুহীন নির্বাচন অন্তত একটা বড় আশার আলো দেখাল। বাঁকুড়ার লালমাটির গ্রাম থেকে শুরু করে উত্তরের চা বাগান, সর্বত্র আজ এক অদ্ভুত নীরবতায় ঢাকা। এই নীরবতা শ্মশানের নয়, বরং এক নতুন ভোরের নীরবতা। যে ভোরে লাঠির জোর নয়, আঙুলের কালির দাগ ঠিক করে দেবে আগামীদিনের শাসক কে হবে। প্রথম দফার এই শান্ত, স্নিগ্ধ ভোট বাংলার বুকে এক নতুন ইতিহাস হয়েই খোদাই করা থাকল। আশা থাকল, দ্বিতীয় দফাও হবে প্রথমের মতোই শান্ত ও শান্তিপূর্ণ।

গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন, সর্বস্বান্ত দিনমজুর পরিবার

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
হরিশ্চন্দ্রপুর

গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল এক দিনমজুরের পরিবার। শুক্রবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের গাঙ্গোর গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আগুনে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য, নগদ টাকা সহ একটি গবাদি পশু পুড়ে যাওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়েছে পরিবারটি স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাঙ্গোর গ্রামের বাসিন্দা আনজাফুল হক পেশায় দিনমজুর।

শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর শোয়ার ঘরে প্রথম আগুন লাগে। ঘুমন্ত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি। পরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পরিবারের সদস্যরা বাইরে বেরিয়ে আসেন।দেখতে দেখতে আগুন আনজাফুল হকের ছেলে মানোয়ার আলির শোয়ার ঘর, রান্নাঘর এবং গোয়াল ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়ি আগুনে গ্রাস করে নেয়। চিৎকার শুনে আশপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন এবং বালতি, কলসি ও পানির পাইপ নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একইসঙ্গে খবর দেওয়া হয় তুলসিহাটা দমকল কেন্দ্রে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে ততক্ষণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুনে ঘরের আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, মজুত খাদ্যশস্য, নগদ প্রায় ৪২ হাজার টাকা এবং একটি গবাদি পশু পুড়ে যায়। ফলে পরিবারটি কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, বহু কষ্টে সামান্য যা সঞ্চয় করেছিলেন, সবই আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। এখন মাথা গোঁজার ঠাঁইও নেই। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত সরকারি সাহায্য ও পুনর্বাসনের আবেদন জানিয়েছেন।অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট কিংবা প্রদীপের আগুন থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভোট প্রচারে এসে তৃণমূল ও বিজেপির

১ পৃঃ পর

আমার ঘর ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি জামিনে রয়েছি। আমার লোকসভার সদস্যপদ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা রয়েছে। কখনও ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, বিহারে গেলেও ১০-১৫ দিন অন্তর মামলায় হাজিরা দিতে হয়। মমতাজির বিরুদ্ধে কটা মামলা করেছেন মোদীজি? মমতাজিকে কত ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে? আমায় ৫৫ ঘণ্টা ধরে জেরা করেছে। টানা পাঁচ দিন। মমতাজির উপরে কোনও আক্রমণ হয় না। কেন? কারণ, তিনি বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াই করেন না। শুধু কংগ্রেসই নীতির ভিত্তিতে লড়াই করে। ২৪ ঘণ্টা মোদীজি কংগ্রেস, রাহুল, খড়্গেজিকে আক্রমণ করেন। শুধু ভোটের সময়ে এসে মোদীজি মমতাকে কটাক্ষ করেন। নির্বাচন শেষ হলে তিনি আর মমতাজিকে নিয়ে কিছু বলবেন না। কারণ, তিনি জানেন, ভারতে একটি শক্তিই বিজেপি, সঙ্ঘের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ওই শক্তি হল কংগ্রেস। এখানে কংগ্রেসকে মজবুত করুন। ভোট দিন। আমাদের বিধানসভায় পাঠান'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুরে সুর মিলিয়ে রাহুল মমতাকে আক্রমণ করে বলেন, '২০২১ সালে মমতাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৫ লক্ষ লোককে চাকরি দেবেন। আপনারা চাকরি পেয়েছেন? কেউ রয়েছে, যাঁদের মমতাজি চাকরি দিয়েছেন। ৮৪ লক্ষ বেকার যুবক বেকার ভাতার আবেদন করেছেন। এটাই বাংলার প্রকৃত ছবি এখন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে আপনারা সকলের সামনে ছিলেন। শিল্পে সকলের সামনে ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে মমতাজি আপনাদের জন্য কিছু করেননি। মোদীজির দুর্নীতি করেন, মমতাজিও কম যান না। তৃণমূল সারদা, রোজভ্যালি চিটফান্ড দুর্নীতিতে জড়িয়েছিল। সারদাতে ১৯ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা হয়েছিল, জড়িত ছিল তৃণমূল। ওরা কয়লা দুর্নীতি করেছে। গুন্ডা কর নেয় ওরা সারা রাজ্যে। মোদীজি বাকি দেশে যে হিংসা ছড়ান, এখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের গুন্ডা তা-ই করে। আমাদের কর্মীদের মারে। মোদীজি জনতার জন্য কিছু করেন না। ২-৩ জন কোটিপতির জন্য কাজ করেন। লাভ পান মোদীজি আর বিজেপির কয়েক জন নেতা। এখানে মমতাজি তা-ই করছেন। শিল্প শেষ করেছেন। কর্মসংস্থান বন্ধ। বাংলায় চাকরি পেতে গেলে তৃণমূলের কোনও নেতার আত্মীয় হতে হবে। নয়তো কাজ মিলবে না। তৃণমূলের গুন্ডাদের জন্য কাজ করেন তিনি। জনতার জন্য কিছু করেন না।

এখানে আগে হিন্দুস্তান মোটরসে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি তৈরি হত। শিল্পের কেন্দ্র ছিল। আগে বামপন্থী, তার পরে মমতাজি শেষ করেছে। সকলকে মোদী বলে বেড়ান, তিনি দেশভক্ত। তাঁর প্রধান কাজ দেশ বিক্রি। গত ১০-১২ বছর ওঁর সরকার গরিবদের জন্য কিছু করেনি।

যা করেছে, কোটিপতিদের জন্য করেছে। এখানে আগে পাটশিল্প ছিল। কারখানা ছিল। কারা এনেছে? কংগ্রেস? আজকের বাস্তব হল, মোদী বা মমতাজি, রোজগার দিয়ে ওঁদের কিছু যায় আসে না। জনতার জন্য কাজ করেন না। মোদী নোটবন্দি করেছেন। জিএসটি কার্যকর করেছেন। দেশের ছোট কারখানা, শিল্প, সব বন্ধ করেছেন মোদী। মোদী ভারতে যা করছেন, মমতাজি তা-ই বাংলায় করছেন'।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে নার্সিংহোমে হামলা, উত্তেজনা সামসীতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রতুয়া

এক প্রসূতির চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেসরকারি নার্সিংহোমে চড়াও হয়ে দুই কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল প্রসূতির পরিবারবর্গ ও একদল উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে মালদা জেলার রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের সামসী মতিগঞ্জ স্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রতুয়ার ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারী গ্রামের বাসিন্দা মাস্তারা খাতুন নামে এক মহিলাকে গত মঙ্গলবার প্রসব যন্ত্রণা উঠলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সামসী মতিগঞ্জ এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। ভর্তি হওয়ার দিনই সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের অভিযোগ, সন্তানের জন্মের পর থেকেই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বুধবার অবস্থার আরও অবনতি হলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার পর শুক্রবার রাতে প্রসূতির চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পরিবারের সদস্যরা ও একদল উত্তেজিত জনতা নার্সিংহোমে চড়াও হন। অভিযোগ, তাঁরা নার্সিংহোমের দুই কর্মীকে মারধর করেন। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় স্থানীয় এক বাসিন্দা মারধরের কারণ জানতে গেলে তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।ঘটনার জেরে মতিগঞ্জ স্ট্যান্ড এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং ভিড় ছত্রভঙ্গ করে।পুলিশ সূত্রে খবর, মারধর ও গন্ডগোলের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।অন্যদিকে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শাহের নাম না করে অভিযোগ মমতার

১ পৃঃ পর

বাস ঢুকেছিল। খুব ভাল করে মিষ্টি খাইয়েছি। বলেছি, আবার খাওয়াব। যা যা চায় সব খাওয়াব'। অন্যদিকে, 'উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া' মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী সভায় দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিংসা ও সন্ত্রাসের কথা বলেছেন বলে দাবি করেন তিনি। আইনজীবীদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'কেস করবেন। আমার কাছে ভিডিও আছে। এটা অপরাধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এরকম কথা বলতে পারেন না। আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারেন না। আইন সবার জন্য এক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ারের একটা দায়িত্ব আছে। সেই চেয়ারে বসে কীভাবে ভরা সভা থেকে তিনি বলছেন, ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, পা উপরে আর মাথা নিচে!'

মোদির নৌকাবিহার নিয়েও ফের কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমরা ঘাটগুলি করে দিয়েছি, নিশ্চয়ই দেখতে দেখতে গিয়েছেন? তোমরা কোভিডের সময় ডেডবডি ভাসিয়ে দিয়েছিলে। মালদহে আমরা সেই বডিগুলি উদ্ধার করেছি।

আমার রিকোয়েস্ট, মোদিজি আপনি তো থাকেন দিল্লিতে? সেখানে যমুনাতে গিয়ে ডুব দিয়ে আসুন না। ওটা দূষণে ভর্তি হয়ে গিয়েছে'।

ডুয়ার্সে গজরাজের দুলকি চাল, রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক লাটাগুড়িতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাটাগুড়ি

রাস্তায় নয়, একেবারে ওভারব্রিজে! দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে ওভারব্রিজ পেরিয়ে একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে গেল সে। জঙ্গলে সে পরিচিত দাঁতাল 'লুর্কাবাবা' নামে। সাতসকালে স্বয়ং গজরাজের এমন উপস্থিতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে লাটাগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। একইসঙ্গে এমন ঘটনা আবার ঘটলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছেন গাড়িচালক ও নিত্যযাত্রীরা। পরে অবশ্য হাতিটি নিজেই নীচে নেমে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। বন দপ্তরের তরফে লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকায় বনকর্মীদের নিয়মিত নজরদারি থাকে। কোথাও হাতি বের হওয়ার খবর পেলেই জঙ্গলের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। তবে ভবিষ্যতে যাতে হাতি ওভারব্রিজে না উঠতে পারে, সে বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা ও নজরদারি রাখা হবে।' লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী জাতীয় সড়কের মাঝে থাকা নিউ চ্যাংরাবান্ধা, শিলিগুড়ি রেলপথে বিচাভাঙ্গা রেলক্রসিংয়ের ওপর এই রেলওয়ে ওভারব্রিজটি নির্মাণ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আরওবি বিভাগ। লাটাগুড়ির নেওড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে বন দপ্তরের বিচাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিস পেরিয়ে প্রায় জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে শেষ হয়েছে ওভারব্রিজটি। ওভারব্রিজ নির্মাণের সময় থেকেই পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এই ওভারব্রিজে যদি কোনওদিন হাতি উঠে পড়ে, তবে তা গাড়িচালক ও যাত্রীদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ ওভারব্রিজের মাঝপথে হাতির মুখে পড়লে কোনও গাড়িই সহজে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। প্রায় দু'বছর আগে লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজটি উদ্বোধন করা হলেও এই প্রথম সেখানে হাতি ওঠার ঘটনা ঘটল। জানা গিয়েছে, এদিন লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দাঁতালটি বিচাভাঙ্গার দিক থেকে ওভারব্রিজে উঠে পড়ে। এলাকার বাসিন্দারাই প্রথম হাতিটিকে দেখতে পান। ময়নাগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপক চন্দ্র গাড়ি নিয়ে ময়নাগুড়ি থেকে চালসার দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'এই রাস্তায় জঙ্গলের মাঝে প্রায়ই হাতির দেখা মেলে। তবে ওভারব্রিজের ওপর হঠাৎ হাতি থাকবে তা ভাবতেই পারিনি।' তাঁর দাবি, রাতে বা ভোরে এভাবে ওভারব্রিজের ওপর হাতি দাঁড়িয়ে থাকলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। এছাড়া পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'ওভারব্রিজ তৈরির সময়ই এই আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছিল। এবার প্রথম হাতি উঠল। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে।' দুর্ঘটনা এড়াতে বন দপ্তরের বাড়তি নজরদারির দাবিও জানান তিনি।

মথুরাপুর চৌরঙ্গীতে পুলিশ-বাইক আরোহী বচসা, উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মানিকচক

শনিবার মালদা জেলার মানিকচকের মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় পুলিশ ও এক মোটরবাইক আরোহীর মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। সাপ্তাহিক হাটের দিন হওয়ায় এলাকায় তীব্র যানজট তৈরি হয়েছিল। সেই যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এই গন্ডগোলের সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার মথুরাপুরের সাপ্তাহিক হাট বসায় চৌরঙ্গী মোড়ে সকাল থেকেই যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিভিক ভলেন্টিয়াররা হিমশিম খাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে মানিকচক থানার এক পুলিশ অফিসার বিকাশ কুমার রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে যানজট নিয়ন্ত্রণে নামেন। অভিযোগ, সেই সময় এক যুবক মোটরবাইকে দুই শিশুকে নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাঁকে বাইক সরাতে বলেন। বাইক সরাতে কিছুটা দেরি হওয়ায় ওই অফিসার যুবককে থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। থাপ্পড়ের জেরে বাইক আরোহী যুবক শিশুদের নিয়ে পড়ে যান বলেও দাবি স্থানীয়দের একাংশের। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাইক আরোহী যুবক পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। দু'পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি ও ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনায় এলাকায় ভিড় জমে যায় এবং কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ওই যুবক পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যান বলে জানা গিয়েছে।বাইক আরোহী যুবকের দাবি, তআমি সাইডে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাচ্চাকে নিয়ে বাইক সরাচ্ছিলাম।

হঠাৎ এসে আঙুল দেখিয়ে কথা বলতে বলতে থাপ্পড় মেরে দেয়। আমরা আহত হয়েছি।দ অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে প্রায়শই যানজটের সমস্যা লেগেই থাকে।সাপ্তাহিক হাটের দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। যান নিয়ন্ত্রণ করতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। মানিকচক থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বাইকটির খোঁজ চলছে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার সুস্থ রয়েছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি করিডরে 'অভিষেক ট্যাক্স'-এর দৌরাত্ম্য!

ট্রাকচালকদের তোলাবাজি রুখতে কড়া হুঁশিয়ারি হিমন্তর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার মসনদ দখলের লড়াইয়ে বঙ্গ-বিজেপির পালে হাওয়া দিতে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার সকালে কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে যাতায়াত করা ট্রাকচালকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উন্নয়নের নিরিখে ওড়িশা বা অসমের সঙ্গেও বাংলার তুলনা টেনে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। এদিন হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরাসরি অভিযোগ তোলেন, শিলিগুড়ি দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রাকচালকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে 'অভিষেক ট্যাক্স' নেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, তআগে শুধু কয়লা পরিবহণে এই টাকা নেওয়া হত, এখন প্রায় সব ট্রাক থেকেই নেওয়া হচ্ছে। যাতায়াতের পথে দু'বার ওই ট্যাক্স দিতে হয়।দ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই তোলাবাজি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। রাজ্য সরকারের ড্রিম প্রজেক্ট 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি হিমন্ত। তাঁর মতে, সরকার এমন এক মানসিকতা তৈরি করেছে যাতে মানুষ এটাকে স্রেফ আশীর্বাদ হিসেবে দেখে। বাংলার বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, উন্নয়ন ও আর্থিক নিরিখে বাংলা এখন ওড়িশার থেকেও পিছিয়ে। এমনকি আগামী দু'বছরের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য অসমও বাংলাকে ছাপিয়ে যাবে বলে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন তিনি। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি সাফ বলেন, একজনও বাঙালি হিন্দু যদি সেখানে থাকে, তবে আমি পদত্যাগ করব। অসমের সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলা মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের মতো শক্তিশালী রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে।

ভোটের আবহে পতিরামে চরম নৃশংসতা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পতিরাম

রাজ্যে যখন ভোটের পারদ চড়ছে, ঠিক সেই আবহেই এক চরম অমানবিক ও নৃশংস ঘটনার সাক্ষী থাকল পতিরাম। ঘরে ঢুকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পতিরাম থানার অন্তর্গত ওই গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ওই মহিলার বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি নিজের ঘরে একাই ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগ নিয়েই পাশের গ্রামের বাসিন্দা সুনিরাম মুর্মু জোরপূর্বক ওই মহিলার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে ধর্ষণ করে। রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটায় আশেপাশের কেউ প্রথমে বিষয়টি টের পাননি। পরদিন সকালে নির্যাতিতা মহিলা কোনোক্রমে বিষয়টি তাঁর পরিবারের সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন। ঘটনার কথা জানতে পেরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবার। কালবিলম্ব না করে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সুনিরাম মুর্মুকে আটক করে এবং পরে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্যাতিতা ওই মহিলাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

চরম আঘাত পাওয়ার পর তাঁর মানসিক অবস্থা এমনিতেই টালমাটাল, তাই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক এবং মানসিক দুই অবস্থার ওপরই কড়া নজর রাখছেন বলে জানা গিয়েছে। ভোটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময়ে এমন জঘন্য অপরাধের খবরে স্বভাবতই ফুঁসছে গোটা এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। পতিরাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রসূতির অবস্থার অবনতিতে উত্তপ্ত সামসী!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রতুয়া থানার সামসী মতিগঞ্জ এলাকা। একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান রোগীর পরিজনরা। অভিযোগ, সেই সময় বাধা দিতে গেলে নার্সিংহোম কর্মী ও এক স্থানীয় বাসিন্দাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 5

আজ থেকেই ভোলবদল উত্তরের আবহাওয়ায়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঠফাটা রোদ আর প্যাচপ্যাচে গরমের দিন কি তবে শেষ হতে চলেছে? আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় বড়সড়ো রোদবদল ঘটতে চলেছে। একটি ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে স্বস্তির বৃষ্টির মাঝেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলোতে তীব্র গরমের সতর্কতাও বজায় থাকছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বিশেষ করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারেও ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলোতে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে খবর। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া ও নদিয়ার কয়েকটি এলাকায় বজ্রপাত সহ ঝড়-বৃষ্টির দাপট দেখা যেতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতাতেও। উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াতেও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে অস্বস্তিকর আবহাওয়া ও তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি রাখা হয়েছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালি রূপ একদিকে বৃষ্টির স্বস্তি দিলেও, অন্যদিকে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন। আকাশ মেঘলা হতেই গুমোট গরম কাটিয়ে জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি ফেরার আশা করা হচ্ছে।

তৃণমূলের শঙ্খে শঙ্কার সুর, ঘাসফুল শিবিরে এখন শুধুই নিঃশব্দ আতঙ্ক !

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আঙুল থেকে এখনও ভোটের কালি ওঠেনি, তার আগেই নিজের স্কুটারের ভাইজর থেকে জোড়া ফুলের স্টিকার তুলে ফেলে বিপাকে পড়েছেন শিলিগুড়ির এক তৃণমূল নেতা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম চত্বরে সুইমিং পুলের সামনে সেই স্কুটার নিয়েই মজা করছিলেন ওই নেতার তিন বন্ধু। নেতার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা। হাসতে হাসতে এক বন্ধুর প্রশ্ন, 'বিপদ বুঝে আগেই কেটে পড়ার ধান্দা করছিস না কি?' নেতা তখন আমতা আমতা করছেন, 'আমি ব্যবসায়ী, আমি কি আর ওভাবে পার্টি করি নাকি।' বন্ধুরা ছাড়ার পাত্র নন। আর এক বন্ধুর টিপ্পনী, 'এই ক'দিন তো ফেসবুক ফাটিয়ে দিয়েছিস। আর এখন সরু গলি খুঁজছিস।' বলেই মোবাইলে স্কুটারের ছবি তুলতে উদ্যত হন বন্ধুটি আর নেতা দু'হাত নেড়ে তাতে বাধা দিতে থাকেন। শুক্রবার দুপুরে তৃণমূল নেতার ওই অস্বস্তির ছবি অনেক যেন না বলা কথাই বলে দিচ্ছিল। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের আকাশে গোধূলির আলো যখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, তখন মনে মনে তৃণমূলের অনেকেই রাজনীতির চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছিলেন। শিলিগুড়ির ওই নেতার মতো ঘাসফুল শিবিরের অনেক নেতাই আপাতত দেওয়ালের ওপর উঠে বসে আছেন। ইভিএমে জমা পড়া বিপুল ভোটের হারে তৃণমূলের অন্দরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভোট ফুরোলেই শাসক শিবিরের অন্দরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, বিজয়োল্লাসের আগাম শঙ্খধ্বনি এবার যেন কোনও এক জাদুবলে পুরোপুরি উধাও। তার বদলে গোটা ঘাসফুল শিবিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নেমে এসেছে এক অদ্ভুত, দমবন্ধ করা স্তব্ধতা। বিপুল মাত্রায় ভোটদান এবং ভোটকেন্দ্রের ওপর 'নিয়ন্ত্রণ' না থাকা, এই দুয়ের প্রভাবে তৃণমূল নেতাদের আত্মবিশ্বাসের পারদ দ্রুত নামছে। তাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তিতেই সেকথা ফুটে উঠছে। পাছে রেকর্ড হয়ে যায় সেই ভয়ে সাধারণ ফোন কলে সব কথা বলতে চাইলেন না তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির এক নেতা। হোয়াটসঅ্যাপ কলে বললেন, 'অনেকেই গতকাল দুপুরের পরে চুপসে গিয়েছে। আগ বাড়িয়ে কেউ বাড়তি কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। বাকিটা বুঝে নাও।' এতদিন ভোটের ময়দানে প্রবল পরাক্রমে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বিপ্লব মিত্র। প্রকাশ্যে দাবি করছেন ২০২১-এর চাইতেও তাদের ভালো ফল হবে। তবে সে কথায় আগের মতো আত্মবিশ্বাস নেই। উদয়ন গুহ বা গৌতম দেবদের মতো পোড়খাওয়া সেনাপতিদের চোখে মুখেও ক্লান্তি ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। যে নেতাদের একটা হুংকারে একসময় ময়দান কেঁপে উঠত, আজ তাদের শারীরিক ভাষায়, পদচারণায় এক শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি। নিজেদের হাতের মুঠোয় থাকা ভোটব্যাংকের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে নিজেদের রায় উজাড় করে দিয়েছে, তা দেখে শাসকদলের রথীরা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ভোট কোনদিকে যাবে এখনও তাঁরা ঠাওর করতে পারছেন না। সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদার কয়েকজন তৃণমূল নেতা ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানেও তাঁদের অস্বস্তির কথা উঠে এসেছে। রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণীর দর্পও যেন হেমন্তের ঝরা পাতার মতো খসে পড়েছে। যদিও এসবের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু কোচবিহার শহর। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের আত্মবিশ্বাস যেন টগবগ করে ফুটছে। ভোট শেষ হতেই ভাবানীগঞ্জ বাজারের মোড়ে ঢোল বাজিয়ে মিনি বিজয় উৎসব করে ফেলেছেন তিনি। সেই সাহস কেন উত্তরের অন্য তৃণমূল প্রার্থীদের হল না তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। নির্বাচনে শাসকদলের একটা অলিখিত ভরসা থাকে প্রশাসন ও পুলিশের প্রচ্ছন্ন মদতের ওপর। কিন্তু এবার চিত্রপট ছিল একেবারে উলটো। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি এবং রাজ্য পুলিশের কার্যত নীরব দর্শক হয়ে থাকার দৃশ্য তৃণমূলের ভোট-ম্যানেজমেন্টের নিখুঁত ছককে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিয়েছে। তৃণমূলের বহু বাহুবলী নেতাকেও দেখা গিয়েছে বুথের অনেকটা দূরে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। সবচেয়ে বেশি অবাক করছে তৃণমূল কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়ার নৈঃশব্দ্য। আগে যে কোনও ভোটের দিন বিকেল গড়াতেই ফেসবুকের দেওয়াল বা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপগুলো উপচে পড়ত আগাম জয়ের গগনভেদি দাবিতে। কিন্তু এবার সেখানে যেন এক শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। পাড়ার মোড়ের চায়ের আড্ডায় কিংবা দলীয় কার্যালয়ের বেঞ্চিতে বসে থাকা কর্মীদের মধ্যে আর সেই চেনা আস্ফালন বা তর্জন-গর্জন নেই। 'শান্তিপূর্ণ ভোট'-এই শুকনো বয়ান ছাড়া আপাতত উত্তরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতাদের গলাতেও অন্য কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মুদ্রার উলটো পিঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। বিজেপি শিবিরে যেন অকাল বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। উত্তরবঙ্গের রুক্ষ মাটিতে পদ্মফুল এমনিতেই একটু বেশি প্রাণবন্ত, তবে এবারের অবাধ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ভোটের পরিবেশ সেই প্রাণশক্তিতে যেন নতুন জোয়ার এনে দিয়েছে। নিশীথ প্রামাণিক, জয়ন্ত রায় বা মনোজ টিগ্গাদের মতো পদ্ম শিবিরের প্রথম সারির নেতাদের চোখেমুখে এক অনাবিল স্বস্তি। তাঁদের কথায়, সংবাদমাধ্যমের সামনে দেওয়া বিবৃতিতেও রয়েছে আত্মবিশ্বাসের সুর। ভোটপর্বের মধ্যে খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্যে পড়ে থাকার মধ্যে অন্য সমীকরণ খুঁজছেন সাধারণ ভোটাররা।

দুই শিবিরের এই বাহ্যিক অভিব্যক্তির বৈপরীত্যই সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে। অতিরিক্ত ভোটের হার যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী এক নিঃশব্দ সুনামির পূর্বলক্ষণ হতে পারে, সেই চিন্তাতেই এখন রাতের ঘুম উড়েছে ঘাসফুল নেতাদের।

তাই ভোটদান পর্ব শেষ হতেই এক অদ্ভুত স্তব্ধতা গ্রাস করেছে শাসক শিবিরের অন্দরমহলে। ফলাফল যাইহোক না কেন, বৃহস্পতিবারের ভোটপর্ব উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে যে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ভোট মিটতেই

ফালাকাটায় হাতির তাণ্ডব !

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফালাকাটা

নির্বাচন মিটতেই ফালাকাটায় ফের বুনো হাতির আতঙ্ক শুরু হয়েছে। ভোটের দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জলদাপাড়া বন দপ্তরের কড়া নজরদারিতে হাতির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, শুক্রবার রাত থেকে পরিস্থিতি ফের বদলে যায়। রাতে ফালাকাটার খাউচাঁদপাড়া ও বংশীধরপুর গ্রামে হাতির হানায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার রাতে একটি দাঁতাল হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাউচাঁদপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। হাতিটি প্রথমে কিছু ভুট্টা খেতের ক্ষতি করে এবং এরপর চড়াও হয় স্থানীয় ব্যবসায়ী শংকর কার্জির মুদিখানার দোকানে। রাতে দোকানে কেউ না থাকার সুযোগে হাতিটি পাকা দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং চাল-ডাল সাবাড় করার পাশাপাশি অন্যান্য সামগ্রী তছনছ করে দেয়। এছাড়া এলাকার এক বাসিন্দার কলা বাগানও লণ্ডভণ্ড করে দেয় দাঁতালটি। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। অন্যদিকে, বংশীধরপুর গ্রামেও একটি দলছুট হাতি ঢুকে পড়ে ফসলের ক্ষতি করে। গ্রামবাসীরা সার্চলাইট জ্বালিয়ে হাতিটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেটিকেও জঙ্গলে তাড়িয়ে দেন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ভোট মিটে যাওয়ায় বন দপ্তরের নজরদারিতে ঢিলেঢালা ভাব এসেছে, যার সুযোগ নিয়ে হাতি লোকালয়ে ঢুকছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে জলদাপাড়া বন দপ্তর।

বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নজরদারিতে কোনো খামতি নেই। শুক্রবার রাতে বৃষ্টির কারণে সমস্যা হয়েছিল। পাশাপাশি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা চাষ হওয়ায় হাতিরা সেখানে লুকিয়ে থাকছে, ফলে দ্রুত তাদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিজেপি করার 'শাস্তি' সামাজিক বয়কট ?

গাজোলে সংখ্যালঘু পরিবারকে একঘরে করার অভিযোগে তোলপাড়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাজোল

গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২১ মাইল সংলগ্ন চৌকি পুকুর এলাকার কিছু মুসলিম পরিবারকে বিজেপি করার 'অপরাধে' একঘরে করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিজেপি নেতা শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজোল থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূল নেতা মোজাম্মেল হোসেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে বলে গাজোল থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। বিজেপি নেতা আজাহার হোসেন বলেন, 'শুক্রবার আমি, হালিম আনসারি, শামসুল হক এবং মাসুদুর রহমান মসজিদে জুম্মার নমাজ পড়তে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই বিজেপি করি। নমাজ শেষে মসজিদের গেট আটকে আমাদেরকে ভেতরে বসিয়ে রাখা হয়। এরপর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নুরুল আনসারি এবং অন্যরা হুমকি দিয়ে বলেন, যেহেতু আমরা বিজেপি করছি তাই এরপর থেকে আমরা আর এই মসজিদে নমাজ পড়তে পারব না। মসজিদের যে সাবমার্সিবল পাম্প রয়েছে সেখান থেকেও আমাদের পানীয় জল নিতে বারণ করা হয়েছে।

আমাদের পরিবারে কেউ মারা গেলে কবর পর্যন্ত দিতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি হালিমের মুদির দোকান থেকে কেউ যাতে জিনিসপত্র না কেনেন, তার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামাজিকভাবে বয়কট করার নিদান দিয়েছেন তৃণমূল নেতারা।

আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' অভিযোগের উত্তরে মোজাম্মেল বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। গাজোলে বিজেপি হারবে। তাই এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।'

গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি শিলিগুড়িতে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

গরু চোর সন্দেহে দুই তরুণকে খুঁটিতে বেঁধে গণপিটুনির ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শিলিগুড়ির অদূরে উত্তর একতিয়াশাল এলাকা। উন্মত্ত জনতার মারে মৃত্যু হয়েছে এক তরুণের, অন্যজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিস্থিতির সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে উত্তর একতিয়াশাল এলাকায় দুই তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, তাঁরা একটি গরু নিয়ে এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয়রা তাঁদের পিছু ধাওয়া করলে ওই দুই তরুণ হায়দারপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্সের দিকে পালিয়ে যান। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হায়দারপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকেই তাঁদের পাকড়াও করেন উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ, পাকড়াও করার পর ওই দুই তরুণকে ফের উত্তর একতিয়াশালে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বেঁধে তাঁদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে গণপিটুনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় দুই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যজনের অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

এই ঘটনার পর উত্তর একতিয়াশাল এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তল্লাশি চলছে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। শহর সংলগ্ন এলাকায় এভাবে গণপিটুনির ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইনের শাসন নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আয়কর জালে নামী স্বর্ণ ব্যবসায়ী !

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কিশনগঞ্জ

কিশনগঞ্জের চেনা 'সোনার পট্টি' থেকে কলকাতার বউবাজার; নামী অলঙ্কার ব্যবসায়ীর একাধিক সোনার দোকানে হানা দিল আয়কর দপ্তর। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই তল্লাশি অভিযান শনিবারও জারি রয়েছে।

কর ফাঁকি ও আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতার অভিযোগে এই ম্যারাথন অভিযানে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী মহলে। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র কিশনগঞ্জ নয়, এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কলকাতার বউবাজার ও রবীন্দ্র সরণির শোরুম এবং অফিসেও একই কায়দায় তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। এছাড়া মহারাষ্ট্র-কেন্দ্রিক এই প্রতিষ্ঠানের ভিন রাজ্যের বিভিন্ন শাখাতেও আয়কর হানা চলছে। কিশনগঞ্জ ও কলকাতার বউবাজারের কারখানাতেও চলছে বিশেষ তল্লাশি। আয়কর দপ্তর সূত্রের খবর, কিশনগঞ্জের

জুয়েলার্সে গত কয়েক বছরের কেনাবেচার নথিপত্র, কাঁচা বিল ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক কেনাবেচার সঙ্গে দাখিল করা নথিপত্রের হিসাবে বিরাট ফারাক পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শোরুমের কম্পিউটার সিস্টেম, হার্ড ডিস্ক এবং অন্যান্য ডিজিটাল সরঞ্জাম সিজ করেছেন আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন শুক্রবার রাত থেকে কিশনগঞ্জের শোরুমের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বাইরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে এই অভিযান নিয়ে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা এখনও সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলেননি। জানানো হয়েছে, পুরো প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই বিস্তারিত জানানো হবে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের মালিক রাজেন্দ্র ভোঁসলের পক্ষ থেকেও এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন ধরেই কিশনগঞ্জ এলাকাটি সোনা ও মূল্যবান ধাতুর বেআইনি কারবারের করিডর হিসেবে পরিচিত। সেই প্রেক্ষাপটে এই নামী প্রতিষ্ঠানের ওপর আয়কর হানা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সোনা, হীরা ও জড়োয়া গয়নার এই নামী বিপণন সংস্থার বিরুদ্ধে কর চুরির প্রমাণ মিললে বড়সড় ব্যবস্থা নিতে পারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

ম্যালের মোমো-থুকপায় হারানো মেজাজ!

ভোটের ক্লান্তি ধুয়ে পর্যটন মোডে 'কুইন অফ হিল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দার্জিলিং

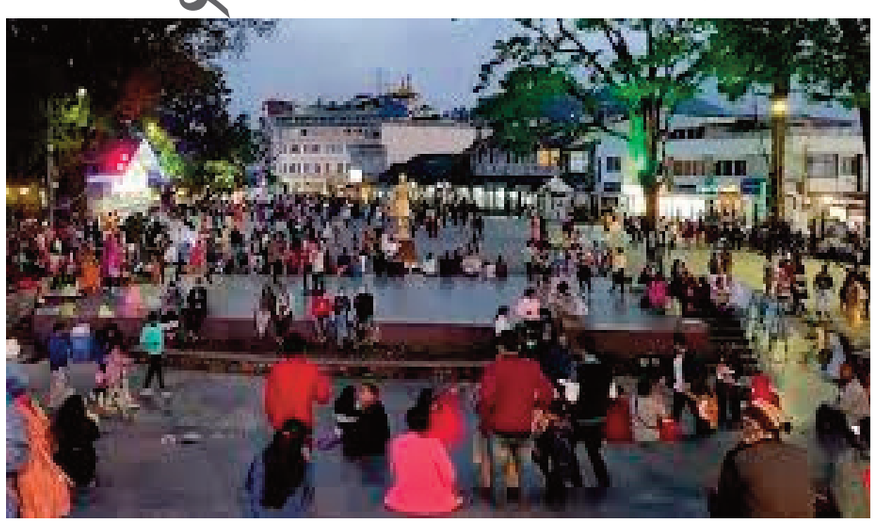

এক মাসের রাজনৈতিক টানাপড়েন আর মিটিং-মিছিলের ব্যস্ততা শেষে ফের আপন মেজাজে ফিরল 'কুইন অব হিল'। বৃহস্পতিবার ভোট মিটতেই শৈলশহর দার্জিলিংয়ের ম্যাল, চৌরাস্তা ও পর্যটন কেন্দ্রগুলো পুরোনো ছন্দ ফিরে পেয়েছে। শুক্রবার থেকেই ম্যালে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে।

সমতলে যখন তাপমাত্রার পারদ চড়ছে, তখন পাহাড়ের মনোরম আবহাওয়া;কখনও কুয়াশা, কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর রোদের লুকোচুরি উপভোগ করছেন পর্যটকরা। ভোটের কারণে গত কয়েকদিন পর্যটকদের ভিড় কিছুটা কম থাকলেও শুক্রবার থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে।

এখন মূলত দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মুম্বাই ও পুনে থেকে পর্যটকরা আসছেন। ম্যাল রোড, ভুটিয়া মার্কেট ও গান্ধী রোডের মোমো, থুকপা, শাফালে এবং গরম চায়ের স্টলগুলোতে ভিড় জমছে। পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে লোকাল চুরপি, সেল রুটি ও আলুর দম। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় খান্না জানান, ভিন রাজ্যের পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন, তবে স্থানীয় পর্যটকদের ভিড় বাড়তে রাজ্যের ভোট পর্ব মেটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে দার্জিলিংয়ে ভিন রাজ্যের পর্যটকদের প্রায় ২৫ শতাংশ বুকিং রয়েছে। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসুর মতে, সমতলের স্কুলগুলোতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হলে ভিড় আরও বাড়বে। শৈলশহরের ব্যবসায়ীরাও এখন আশাবাদী। গান্ধী রোডের ব্যবসায়ীদের কথায়, এটাই পাহাড়ের ভরা মরশুম, তাই প্রত্যেকেই এখন পর্যটকদের দিকে তাকিয়ে। ভোট প্রচারের সময় রাস্তায় বিমল গুরুং, অনীত থাপা বা অজয় এডওয়ার্ডদের হামেশাই দেখা মিললেও, এখন তাঁরা ব্যস্ত দলীয় দপ্তরে। রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ চললেও পাহাড়বাসী এখন রাজনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন গ্রীষ্মকালীন পর্যটনকে। সব মিলিয়ে ভোটের ট্রমা কাটিয়ে দার্জিলিং এখন পুরোদস্তুর পর্যটন মোডে।

বিপদবার্তা পাঠিয়েই ‘ভ্যানিশ’! গুয়াহাটির তরুণীর শিলং-রহস্যে এখন পাহাড়প্রমাণ ধোঁয়াশা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলং/গুয়াহাটি

শুক্রবার গুয়াহাটির রাজপথ থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেই তরুণী শেষমেশ উদ্ধার হলেন মেঘালয়ের শিলংয়ে, তবে তাঁর এই অদ্ভুত ‘ভ্রমণ’ নিয়ে এখন পাহাড়প্রমাণ রহস্য তৈরি হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার ঠিক আগে পরিবারের মোবাইলে একটি হাড়হিম করা বিপদের বার্তা পাঠিয়েছিলেন ওই ২৭ বছর বয়সি প্রাক্তন স্কুলশিক্ষিকা। সেই মেসেজে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে তিনি চরম বিপদে পড়েছেন, আর তার ঠিক পরেই তাঁর ফোনটি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ফোনের শেষ লোকেশন মেলায় পুলিশ তল্লাশি শুরু করলেও রাতভর চরম উদ্বেগের প্রহর কাটিয়েছে তাঁর পরিবার।

শনিবার দুপুরে শিলংয়ের ‘হোটেল পোলো টাওয়ার্স’-এর সামনে তাঁকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। খবর দেওয়া হয় মেঘালয় পুলিশকে।

উদ্ধার করার সময় দেখা যায়, তরুণী পুরোপুরি বিভ্রান্ত বা ‘ডিসঅরিয়েন্টেড’ অবস্থায় রয়েছেন এবং কীভাবে তিনি সীমানা পেরিয়ে পাহাড় ঘেরা শিলংয়ে পৌঁছলেন, সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি একেবারেই ঝাপসা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার পথে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

এর পিছনে কোনও অপরাধমূলক চক্রের হাত রয়েছে নাকি পুরো বিষয়টির পিছনে লুকিয়ে আছে অন্য কোনও মনস্তাত্ত্বিক কারণ, তা খতিয়ে দেখছে অসম ও মেঘালয় পুলিশ।

আপাতত গুয়াহাটি থেকে পুলিশের একটি দল ও তরুণীর পরিবার শিলংয়ের পথে রওনা দিয়েছে, এই রহস্যের জট ছাড়াতে এখন কেবল তাঁর সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় প্রশাসন।

দিল্লির রাজনীতিতে লঙ্কাকাণ্ড!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দিল্লির রাজনীতির পারদ এখন ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো তপ্ত, আর তাতে সজোরে ঘি ঢাললেন বিজেপি নেতা পরবেশ বর্মা। একদিকে যখন সাত জন রাজ্যসভা সাংসদ দল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন, ঠিক তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ‘বিলাসবহুল’ জীবনের অভিযোগ তুলে আক্রমণ শানাল গেরুয়া শিবির। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়ালকে সরাসরি ‘দিল্লির রেহমান ডাকাত’ বলে তোপ দেগে পরবেশ দাবি করেন, ৯৫ লোধি এস্টেটের নতুন সরকারি বাংলোতে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় এক ‘শীশ মহল’। বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি নেতার দাবি, যে মানুষটি একসময় সাধারণ মানুষের মতো থাকার অঙ্গীকার করে রাজনীতিতে এসেছিলেন, আজ তিনি সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে এক রাজকীয় প্রাসাদে বাস করছেন। পরবেশের কটাক্ষ, দিল্লির ভোটারদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কেজরিওয়াল এখন পাঞ্জাবে থিতু হতে চাইছেন এবং পাঞ্জাব সরকারের বাংলোগুলোকেও আপ নেতারা দখল করে রেখেছেন। তবে বিজেপির এই আক্রমণকে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ডাহা মিথ্যা ও ‘ফেক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং অত্যন্ত চড়া সুরে জানিয়েছেন, পরবেশ বর্মা যে সমস্ত ছবি দেখিয়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও যোগ নেই। এমনকি যে সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল এই ‘ভিত্তিহীন’ দৃশ্য প্রচার করছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সঞ্জয় সিং বলেন, সাহস থাকলে তাঁরাও নিজেদের বাড়ির দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দিন, তাহলেই বোঝা যাবে কার জীবন বেশি বিলাসবহুল। মন্ত্রী অতিশীও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পরবেশ বর্মার দেখানো ছবিগুলো একেবারেই কেজরিওয়ালের বাড়ির নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাঘব চাড্ডার নেতৃত্বে আপ সাংসদদের এই গণ-বিদ্রোহের পর কেজরিওয়ালকে নৈতিকভাবে কোণঠাসা করতেই বিজেপি এখন ‘শীশ মহল ২’-এর অস্ত্র প্রয়োগ করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টার যুদ্ধ থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগ;সব মিলিয়ে দিল্লির মসনদ ঘিরে এখন স্রেফ কাদা ছোড়াছুড়ি আর আদর্শের লড়াইয়ের এক চরম নাটকীয় অধ্যায় চলছে।

মাঠের লড়াইয়ে অনুপ্রবেশের কাঁটা, হিমন্তর হুঙ্কার ‘বাংলা আজ করিডোর’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ যখ ন মধ্যগগনে, তখন কলকাতার রাজপথ থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর সাফ কথা, এই লড়াই কেবল গদি দখলের নয়, বরং এ এক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। অনুপ্রবেশকারীরা কেবল বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা পশ্চিমবঙ্গকে ‘করিডোর’ হিসেবে ব্যবহার করে বিহার, ঝাড়খণ্ড এমনকি অসমেও ছড়িয়ে পড়ছে।

শর্মার দাবি, এই ভোট স্রেফ রুটিনমাফিক কোনও নির্বাচন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা দেশের সভ্যতা ও জনবিন্যাসগত নিরাপত্তা। প্রথম দফার ৯৩ শতাংশ ভোটদানকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করে তিনি দাবি করেন, এবার বাংলায় ২০০-র বেশি আসন পাবে বিজেপি। তৃণমূলের ‘বহিরাগত’ তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি জানান, বাংলার সীমান্ত পরিস্থিতি সমগ্র দেশের চিন্তার কারণ। মালদহ বা মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলো এখন অনুপ্রবেশের ফলে প্রায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বর্ধিত অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। অসম বা ত্রিপুরার মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ প্রায় শেষ হলেও বাংলায় কেন তা থমকে, সেই প্রশ্ন তুলে তাঁর সরাসরি তোপ; ভোটব্যাঙ্ক আর পাচারচক্রের সিন্ডিকেট বাঁচাতেই এই মন্থর গতি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাবধানবাণী শুনিয়ে বলেন, জনবিন্যাস একবার বদলে গেলে তা আর ফেরানো সম্ভব নয়। তাই ক্ষমতায় এলে সীমান্ত জেলাগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পাঁচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে যৌথ টাস্ক ফোর্স গড়ার নীল নকশাও পেশ করেছেন তিনি। রাজনীতির পাশাপাশি বাংলার আর্থিক হাল নিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়েননি হিমন্ত। ওড়িশা বা অসমের জিডিপি বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা টেনে তাঁর আক্রমণ, বাংলা আজ উন্নয়নের দৌড়েও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর থেকে পিছিয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে অনুপ্রবেশের ধোঁয়া আর উন্নয়নের পরিসংখ্যানের মিশেলে ভোটের ময়দানকে আরও উত্তপ্ত করে দিয়ে গেলেন গেরুয়া শিবিরের এই দাপুটে নেতা।

‘বিজেপি বকাসুরের দল, সব গিলে নেয়’, কটাক্ষ সঞ্জয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্নীতি মামলাকে পিছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে তার আগেই আম আদমি পার্টির বুকে কার্যত ছুরি বসিয়েছে বিজেপি। রাজ্যসভায় আপের ১০ সাংসদের মধ্যে ৭ জনই যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। গেরুয়া শিবিরের এই দলবদলের রাজনীতির বিরুদ্ধে শনিবার ফুঁসে উঠলেন শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বিজেপিকে মহাভারতের রাক্ষস ‘বকাসুরে’র সঙ্গে তুলনা করলেন তিনি। শনিবার বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, দমহাভারতে এক রাক্ষস ছিল, যার নাম বকাসুর। এই রাক্ষসের খিদে কখনও মিটত না। বিজেপি আজ বকাসুরের পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

যে সবকিছু গিলে নেয়, সব খেয়েও এর খিদে মেটে না।দ একইসঙ্গে তিনি বলেন, তরাঘব চাড্ডার মতো ৭ জন নরকতুল্য ওই দলে যোগ দিয়েছেন। আমাদের অবশ্য কোনও আফসোস নেই। ওনারা শিঘ্রই বুঝে যাবেন নরক ঠিক কেমন হয়। বিরোধীরা কখনও দুর্বল হবে না। এই যে ৬-৭ জন লোক বিজেপিতে গিয়েছেন এঁরা জননেতা নন, এঁরা সোশাল মিডিয়ার পেজ থ্রি নেতা, এর বেশি কিছু নয়। বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে সঞ্জয় আরও বলেন, তবিজেপি কী ধরনের রাজনীতি করছে তা সবাই জানে।

এক কথায়, তাদের রাজনীতি নির্লজ্জ। কোনও লজ্জা নেই এদের। রাঘব চাড্ডার মতো লোকেরাই গতকাল পর্যন্ত আমাদের বন্ধু ছিল এবং প্রকাশ্যে বলত বিজেপি গুন্ডা, প্রতারক, দুর্নীতিবাজদের দল। আর আজ, সেই লোকেরাই দলে দলে ওখানে যোগ দিয়েছে।

এক্সপ্রেসওয়ের বুকে ‘স্বাভিমান’-এর কাঁটা!

গাজিয়াবাদে চিনা কায়দায় রাস্তার মাঝেই অটল বাড়ি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ের ঝকঝকে রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি যখন ১০০ কিমি গতিতে দৌড়োচ্ছে, ঠিক তখনই গাজিয়াবাদের মন্দোলা গ্রামে এসে চালকদের চোখ কপালে উঠছে। কারণ, সার্ভিস রোডের ঠিক মাঝখানে সটান দাঁড়িয়ে আছে একটি দোতলা অট্টালিকা। বাড়ির নামটিও বেশ লাগসই; ‘স্বাভিমান’। চিনের সেই বিখ্যাত ‘নেল হাউস’ বা ‘পেরেক বাড়ি’র কথা মনে আছে? যেখানে জমির মালিকরা ভিটে ছাড়তে রাজি না হওয়ায় প্রশাসন বাধ্য হয়ে আস্ত হাইওয়েটিই বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ভারতের মাটিতেও এখন ঠিক সেই চিনা চিত্রনাট্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। প্রায় ১,৬০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটি এখন ১২-১৩ হাজার কোটি টাকার দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ের পথে এক মস্ত বড় বাধা। ১৯৯৮ সাল থেকে চলা এক দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের জেরে এই বাড়ির এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ মালিকপক্ষ। বর্তমান বাজার দরে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা এক পা-ও নড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের জেরে এই বাড়িতে হাত দেওয়ার কোনও উপায় নেই ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির। ফলে ২১৩ কিমির এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়ে গেলেও স্রেফ একগুঁয়ে এই ‘স্বাভিমান’-এর সামনে এসে থমকে যাচ্ছে সার্ভিস রোডের কাজ। চিনের সেই জেদি বাড়িওয়ালা ইয়ে ইউশু যেমন শেষমেশ কোলাহল আর নিঃসঙ্গতার চাপে পস্তাতে শুরু করেছিলেন,

গাজিয়াবাদের এই বাড়ির মালিকের কপালে শেষ পর্যন্ত কী জুটবে, তা নিয়ে এখন সরগরম উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল। একদিকে উন্নয়নের গতি আর অন্যদিকে ভিটেমাটির জেদ;এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় কার হবে, সেটাই এখন দেখার।

নেদারল্যান্ডসের জাতীয় দিবসে মৈত্রীর নয়া বার্তা জিতেন্দ্র সিংয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

জলে-স্থলে কিংবা প্রযুক্তিতে- ভারত ও নেদারল্যান্ডসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সেতুটি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। নেদারল্যান্ডসের জাতীয় দিবস বা ‘কিংস ডে’ উপলক্ষে রাজধানী দিল্লিতে ডাচ দূতাবাসে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দুই দেশের এই নিবিড় বন্ধুত্বের কথাই ফের একবার মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। তাঁর মতে, বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট প্রতিনিয়ত বদলালেও ভারত ও নেদারল্যান্ডসের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি এবং উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুই দেশ যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে, তা আগামী দিনে এক শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থনীতির ভিত তৈরি করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং সহযোগিতার বাতাবরণ এতটাই সহজ যে, ডাচ বহুজাতিক সংস্থা ফিলিপসের ক্রেতা এখন খোদ নেদারল্যান্ডসের চেয়ে ভারতে অনেক বেশি। নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা গেরার্ডসও এদিন একই সুরে সুর মিলিয়ে জানান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা থেকে শুরু করে সুস্থায়ী কৃষি এবং বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখা; প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুই দেশ বিশ্বমঞ্চে একযোগে কাজ করছে। টিউলিপের দেশের সঙ্গে ভারতের এই যে নিবিড় ব্যবসায়িক ও কৌশলগত যোগসূত্র, তার মূলে রয়েছে দুই দেশের মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং অভিন্ন লক্ষ্য। প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানের কথা উল্লেখ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং এদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে, আগামী কয়েক বছরে এই দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী কেবল বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা প্রযুক্তি ও মানবিক সম্পর্কের নিরিখে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে, কিংস ডে-র উদযাপনে দিল্লির ডাচ দূতাবাসে এদিন ধরা পড়ল ভারত-নেদারল্যান্ডস বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল ও শক্তিশালী ছবি।

ডিগ্রি আছে, কিন্তু হাতুড়ি ধরা আসে তো?

ইন্টার্নশিপের আকালে ভারতের বাজারে এখন ‘ট্রেনি’রাই ত্রাতা!

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

হাতে বিটেক ডিগ্রি, কিন্তু হাতুড়ি বা ড্রিল মেশিন ধরলে কাঁপে;ভারতের বেকারত্বের বাজারে এটাই এখন সবথেকে বড় পরিহাস। ইন্টার্নশিপের সেই পুরনো রমরমা জমানা এখন কার্যত মিউজিয়ামে যাওয়ার পথে। আগে যেখানে ইন্টার্নশিপ ছিল কাজের দুনিয়ায় প্রবেশের আসল চাবিকাঠি, সেখানে এখন জায়গা করে নিয়েছে ‘ট্রেনি’ সংস্কৃতি। নামটা শুনতে একটু কায়দা-মাফিক হলেও, আদতে এটি হলো স্বল্প খরচে কাজ করিয়ে নেওয়ার এক আধুনিক কর্পোরেট কৌশল। ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে আইন বা সাংবাদিকতা;সব জায়গাতেই ছবিটা কমবেশি একই। প্রতি বছর দেশজুড়ে প্রায় ১৫ লাখ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া কলেজ থেকে বেরোচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু ইন্টার্নশিপের অভাবে তাঁদের ঝুলিতে কাজের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকছে শূন্য।

ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৮৩ শতাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটই চাকরির প্রথম ধাপেই বাতিল হয়ে যাচ্ছেন। খোদ সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২৫ বছরের নিচে থাকা গ্র্যাজুয়েটদের প্রায় ৪০ শতাংশই আজ বেকার। এই ব্যবধান ঘোচাতে মোদী সরকারের ১২ হাজার কোটি টাকার ‘পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিম’ ময়দানে নামলেও গত দু’বছরে তা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে; আবেদনকারীদের মাত্র ০.৫৮ শতাংশ শেষ পর্যন্ত ইন্টার্নশিপের শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন।

আগামী মার্চ মাস থেকে সরকার স্টাইপেন্ড ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৯ হাজার করার সিদ্ধান্ত নিলেও, ইন্টার্নশিপের এই ‘খরা’ তাতে কতটা মিটবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অভিজ্ঞ মহলের দাবি, কর্পোরেট দুনিয়ায় এখন আর ইন্টার্নদের হাতে ধরে শেখানোর মতো সময় বা ধৈর্য নেই। বরং নামী কলেজের ট্যাগ বা উপরতলার ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকলে তবেই বড় সংস্থায় ঢোকার সুযোগ মিলছে। সাধারণ ঘরের মেধার সামনে এখন বড় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ‘কন্টাক্ট’ কালচার। আসলে ইন্টার্নশিপের বাজার এখন ‘প্রিভিলেজ’ বা সুযোগ-সুবিধার দাপটে বন্দি। কলেজের শেষ সেমিস্টারে নামমাত্র টাকায় ‘ট্রেনি’ হিসেবে যোগ দেওয়াটা এখন একরকম অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সংস্থাগুলো সস্তায় শিক্ষিত শ্রমিক পায় আর কলেজগুলো ১০০ শতাংশ ‘প্লেসমেন্ট’ দেখানোর নাম করে নিজেদের মান বাঁচায়। মাঝখান থেকে মার খাচ্ছে সেইসব পড়ুয়ারা, যাদের সিভিতে স্রেফ জিপিএ-র নম্বর আছে, কিন্তু কোনও ল্যাব বা অফিসের রিয়েল-টাইম অভিজ্ঞতার গন্ধ নেই।

শান্তির প্রস্তাব নাকি সময়ের অপেক্ষা?

ইসলামাবাদে আরাকচি, ইরানের থেকে ‘বড় ডিল’-এর আশায় ট্রাম্প

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আট সপ্তাহের বিধ্বংসী যুদ্ধ আর বিশ্ববাজারে তেলের হাহাকারের মাঝেই কি এবার সন্ধির সুর?

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচির ইসলামাবাদ সফর ঘিরে এখন এমনই জল্পনা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, আমেরিকার শর্ত মেনে যুদ্ধের ইতি টানতে তেহরান বিশেষ কোনও প্রস্তাব দিতে পারে বলে আশা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ইরান এমন এক প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে যা আমেরিকার দাবিদাওয়া পূরণ করতে পারে, যদিও সেই প্রস্তাবের খুঁটিনাটি কী হতে চলেছে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন তিনি।

অন্যদিকে, হোয়াইট হাউস জানিয়েছে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারও আলোচনার জন্য ইসলামাবাদের পথে।

তবে এই কূটনৈতিক নাটকে প্যাঁচ কষতে ছাড়েনি ইরানও। তাদের বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কোনও বৈঠকে বসবেন না আরাকচি, বরং পাকিস্তানের মাধ্যমেই নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। বর্তমানে হরমজ প্রণালীতে ইরানের অবরোধ এবং অন্যদিকে আমেরিকার পালটা তেল অবরোধের জেরে বিশ্ব অর্থনীতি কার্যত খাদের কিনারায়।

মার্কিন মুলুকেও তেলের দাম এখন আকাশছোঁয়া। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট

হেগসেথ স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরান যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরির পথ ত্যাগ করে তবেই তাদের সঙ্গে ‘বড় চুক্তি’ সম্ভব। এদিকে লেবানন ও ইজরায়েলের মধ্যে তিন সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি বাড়লেও হিজবুল্লাহর দাবি, ইজরায়েলি হামলা না থামলে এই বিরতির কোনও মানে নেই। ইসলামাবাদের সেরেনা হোটেলে এখন কড়া নিরাপত্তা আর উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মেজাজ।

কাতারও এই মধ্যস্থতায় শামিল হয়েছে। এখন দেখার,

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ট্রাম্পের জন্য কোনও ‘মিষ্টি’ খবর তেহরান নিয়ে আসে কি না, নাকি হরমজ প্রণালীর জল আরও ঘোলা হয়।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 7

তৃণমূলের কার্যালয়ে আগুন বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে। আউশগ্রাম এক ব্লকের করটিয়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় দলীয় অফিস, ফলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত গভীর হতেই আচমকাই আগুন জ্বলে ওঠে তৃণমূলের কার্যালয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং দাউ দাউ করে পুড়তে থাকে পুরো অফিস। খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও দলীয় কর্মীরা, কিন্তু ততক্ষণে আগুনে প্রায় সবকিছুই ছাই হয়ে যায়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার পরই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই এই অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়াতে এবং ভোটের আগে আতঙ্ক তৈরি করতে। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। আউশগ্রাম ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুদীপ্ত মুখার্জী পাল্টা দাবি করেন, 'প্রথম দফার ভোটে যে পরিস্থিতি হয়েছে, তাতে বিজেপি ১১০-১২০টি আসন পেতে চলেছে। সেই কারণেই দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিজেদের কর্মীদের ঘরবন্দি রাখতে তৃণমূল নিজেরাই এই আগুন লাগিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত নাটক'। অন্যদিকে, আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শান্তপ্রসাদ রায় চৌধুরী জানান, 'শুক্রবার রাত প্রায় একটা নাগাদ আমরা খবর পাই যে করটিয়ায় আমাদের পার্টি অফিসে আগুন লাগানো হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের দলীয় কার্যালয় একটা মন্দিরের মতো। যারা এই ধরনের কাজ করে, তারা আদৌ মানুষের দায়িত্ব নিতে পারবে কি না, তা নিয়ে আমাদের বড় প্রশ্ন আছে'। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। ভোটের মুখে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ভোট দিতে বাড়ি ফিরে খুন পরিযায়ী শ্রমিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

ভোটের আবহে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী এলাকায়। ভিন রাজ্য থেকে ভোট দিতে বাড়ি ফেরা এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মৃতের নাম শ্যামল মণ্ডল, বাড়ি পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মোয়াইল এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন দিন আগে ভোট উপলক্ষে বাড়ি ফিরেছিলেন শ্যামল। শুক্রবার দুপুরের পর বাড়ি থেকে বের হন। পরিবারের দাবি, তিনি নেশা করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাতভর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। উদ্বিগ্ন পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও কোনও হদিশ মেলেনি। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি মাঠে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। বিশেষ করে পায়ের বিভিন্ন অংশে গরম জল বা গরম কোনও বস্তু দিয়ে পোড়ানোর মতো ক্ষত রয়েছে বলে অভিযোগ। চোখ-মুখেও গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যা ঘটনাকে আরও রহস্যজনক করে তুলেছে। মৃতের মেয়ে পূর্বস্থলী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান, 'বাবার কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা নিশ্চিত, বাবাকে খুন করা হয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' একই দাবি তুলেছেন মৃতের স্ত্রীও। তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। অন্যদিকে মৃতের আত্মীয়রাও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকায় বেআইনি মদের রমরমা নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের মুখে এলাকায় একাধিক মদের আসর বসছে, কিন্তু প্রশাসন কার্যত নীরব। এই ঘটনার সঙ্গে সেই দিকটি জড়িত থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটের ঠিক আগে এই নৃশংস ঘটনার জেরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকাজুড়ে।

বেসামাল গরু,পায়ে হেঁটে প্রচার তৃণমূলের, তীব্র কটাক্ষ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনব প্রচার গিয়ে দাঁড়াল একেবারে 'গরুর মেজাজে'! শুক্রবার গরুর গাড়ির মিছিল নিয়ে মাঠে নামতেই হঠাৎই বেসামাল হয়ে পড়ে গরুর দল, আর তাতেই শুরু ধুন্ধুমার কাণ্ড।

শুক্রবার আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকে প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সমর্থনে গরুর গাড়ির মিছিলের আয়োজন করেন ব্লক সভাপতি সেখ আব্দুল লালন। কিন্তু মিছিলের শুরুতেই গান-বাজনা, ভিড় আর হইচইয়ে ভয় পেয়ে যায় গরুগুলো। আচমকাই জোয়াল ফেলে ছুটতে শুরু করে তারা;একেবারে 'মিছিলে যাব না' মুডে! ফলে মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খান আয়োজকরা। প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ও সাংসদ শর্মিলা সরকারও কিছুক্ষণ বেশ চাপে পড়ে যান। তবে সৌভাগ্যবশত বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরে গরুর 'মত বদলানো' সম্ভব না দেখে গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটেই প্রচার সারেন সবাই। আয়োজকদের দাবি, পেট্রোল-ডিজেলের বাড়তি দামের প্রতিবাদ আর নির্বাচনী বিধিনিষেধের জবাব দিতেই গরুর গাড়ির এই অভিনব ভাবনা। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল; আইডিয়া যতই জমজমাট হোক, গরুরা কিন্তু তাতে রাজি নয়! এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কটাক্ষে সরব বিরোধীরা। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'গরুরাও বুঝে গেছে, সময় বদলাচ্ছে'! পাল্টা জবাবে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'এই দামে জ্বালানি কিনে আর কুলানো যাচ্ছে না, তাই গরুর গাড়িই ভরসা'! সব মিলিয়ে, আউশগ্রামের এই 'গরু-ড্রামা' এখন ভোটের ময়দানে একেবারে হিট; হাসি, খোঁচা আর রাজনীতির মিশেলে জমজমাট!

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সমর্থনে র‍্যালি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

মন্তেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সমর্থনে তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে বিশাল র ্যালি অনুষ্ঠিত হলো মন্তেশ্বরের বিজুর ২ অঞ্চলে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

সামনে দ্বিতীয় দফার ভোট;আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। সেই আবহেই জোরকদমে চলছে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার কর্মসূচি।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে প্রচার, এমনকি তীব্র গরমও থামাতে পারছে না এই নির্বাচনী উত্তাপ। এই পরিস্থিতিতে, শনিবার মন্তেশ্বর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সমর্থনে জোরদার প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গাগেশ্বর, ধনুই, নান্না, বিলবাড়ি, নপাড়া, বেগুনিয়া সহ একাধিক গ্রাম ঘুরে জনসংযোগ করেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এদিনের প্রচারে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি তথা কনভেনার অনুপ মাঝি, মিঠু সাঁতরা, আয়ুবনবী মল্লিক, কান্ত ঘোষ সহ ব্লক ও অঞ্চলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

গাগেশ্বর কালিতলা থেকে শুরু হয় একটি বিশাল টোটো র ্যালি, যা বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বেগুনিয়া মোড়ে এসে শেষ হয়। এদিনের র ্যালিতে দলীয় কর্মীরা বিজেপিকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেয়, 'গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, এই বিজেপি আর না।' প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেও মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের সাড়া ছিল ব্যাপক।

যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে এক নজর দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন মানুষ। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মন্তেশ্বর বিধানসভায় এই প্রচার কর্মসূচি রাজনৈতিক উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

জলের দাবিতে কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জল আসছে না, ফলে সমস্যায় পড়েছেন কোলিয়ারি আবাসনের বাসিন্দারা। জলের দাবিতে শনিবার বেলা ১০টা থেকে অন্ডালের সিদুলি কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, একেই তো খনি অঞ্চলে পড়েছে তীব্র গরম, আর এই পরিস্থিতিতে জলের সংকট স্থানীয়দের চরম সমস্যায় ফেলেছে। তাই শনিবার বেলা ১০টা থেকে খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, যতক্ষণ তাঁদের এলাকায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে, ততক্ষণ বিক্ষোভ চলবে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। অবশেষে ইসিএলের এক আধিকারিক আশ্বাস দেন, 'আজ থেকেই জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' আধিকারিকের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়। তবে বিক্ষোভের জেরে প্রায় ২ ঘণ্টা বন্ধ থাকে কোলিয়ারির কাজ।

পুলিশের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, শান্তিনিকেতনে চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিনিকেতন

খোদ পুলিশ কর্মীর বাড়িতেই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল শান্তিনিকেতন থানার উত্তরনারায়ণপুর এলাকায়। ভোটের ডিউটিতে স্বামী বাইরে থাকার সুযোগে, ফাঁকা বাড়িতে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুটে নিল চোরের দল। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পরিবারটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তরনারায়ণপুরের বাসিন্দা অনুরাধা দাসের স্বামী পেশায় পুলিশ কর্মী।

গত ২২শে এপ্রিল সপরিবারে লাভপুরের দাঁড়কা গ্রামে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর ২৪শে এপ্রিল বাড়ি ফিরে দরজার তালা ভাঙা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাঁরা দেখেন, আলমারি ভেঙে তছনছ করা হয়েছে এবং সর্বস্ব লুট হয়ে গিয়েছে। পরিবারের দাবি, আলমারি ভেঙে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা মিলিয়ে প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। অভিযোগকারী অনুরাধা দাস জানান, সাধারণত বাড়িতে এত গয়না রাখা থাকে না। কিন্তু সম্প্রতি একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থাকায় গয়নাগুলি বাড়িতেই রাখা ছিল। সেই সুযোগই কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। অনুরাধা দাসের স্বামী ভোটের ডিউটিতে বাইরে ছিলেন, আর সেই সময় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়েই রাতের অন্ধকারে চোরেরা এই অপারেশন চালায় বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে পুলিশের নিজের কর্মীর বাড়িতেই এমন চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারে ৫ জন পুলিশ আধিকারিককে সরাল কমিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডায়মন্ড হারবার

এক ধাক্কায় ৫ জন পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দিল কমিশন। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে ফের কড়া কমিশন। এবার ২০২৬-এর নির্বাচনের সময় আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ পাঁচজন পুলিশ আধিকারিককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। সেই মর্মে মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়েছে তারা। তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রমাণ এসেছে কমিশনের কাছে। সেই প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সব আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণসহ একটি রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে তাঁর ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে বলে খবর। তবে শুধু সন্দীপ নন, এছাড়াও একাধিক পুলিশ অফিসারকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সেই তালিকায় রয়েছেন এসডিপিও সজল মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তী, ফলতা থানার আইসি অজয় বাগ ও উস্তি থানার আইসি শুভেচ্ছা বাগ। ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ড. ঈশানী পালকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও বড় অভিযোগ এনেছে কমিশন। তিনি নির্বাচনের মতো সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে নিজের অধীনস্থ আধিকারিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

● তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে সগুনা অঞ্চলে দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে শেষ মুহূর্তের ভোট প্রচারে কল্যাণী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ অতীন্দ্রনাথ মন্ডল। ছবি ও তথ্য- পিয়ালি বোস,কল্যাণী ।

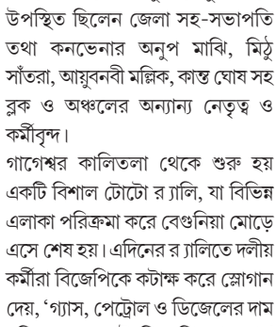

দাউদাউ আগুনে পুড়ছে বস্তি, স্তব্ধ বজবজ-শিয়ালদহ শাখা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দক্ষিণ ২৪পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় সন্তোষপুর রেললাইন সংলগ্ন পুরাতন বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। মহেশতলা পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে হঠাৎ আগুন লেগে তা দ্রুত একের পর এক ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার পর থেকেই একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতায় তা সম্ভব হয়নি। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে রেললাইনের ধারে আগুন পৌঁছে যাওয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে বজবজ, শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বহু প্রচেষ্টায়!

নদিয়ায় শুরু হোম ভোটিং

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কৃষ্ণনগর

হাতে গোনা আর মাত্র তিন দিন বাকি রাজ্যে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের। তার আগে নদিয়া জেলায় শুরু হলো 'দুয়ারে ভোট' গ্রহণ প্রক্রিয়া। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা চলাফেরা করতে পারেন না বা যাঁদের শারীরিক অক্ষমতার কারণে চলাফেরার ক্ষমতা নেই অথবা যাঁরা অসুস্থ, সেই সমস্ত মানুষদের বাড়িতেই ভোটকর্মীরা পৌঁছে ভোট গ্রহণ করলেন। যে সমস্ত ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছিলেন, শনিবার তাঁদের বাড়িতেই পোস্টাল ব্যালট ও ব্যালট বক্স নিয়ে সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন ভোটকর্মীরা। সাথে ছিলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়েই ভোট গ্রহণ সুসম্পন্ন করা হয়। শুধু কৃষ্ণনগর নয়, আরও বেশ কিছু জায়গায় এদিন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যান ভোটকর্মীরা। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে খুশি সাধারণ মানুষ।

সড়ক দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক মহিলার।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতার নাম প্রতিমা দে সরকার।৫২ বছর বয়সী প্রতিমা সরকারের বাড়ি কাঁকসার ৩ নম্বর কলোনিতে।জানা গিয়েছে ওই মহিলা পরিচারিকার কাজ করেন।অন্যান্য দিনের মত সকালবেলা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন।সেই সময় এদিন মুরগির খাবার বোঝাই একটি ট্রাক্টর বীরভূমের দিক থেকে পানাগড়ের দিকে আসার সময় মহিলার পিছনে হর্ন বাজায়।আচমকা হর্নের আওয়াজে মহিলা হতভম্ব হয়ে রাস্তার মাঝে চলে আসেন।উল্টো দিক থেকে একটি ডাম্পার বীরভূম যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহিলাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়।পাশাপশি ট্রাক্টরটি মহিলার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে,হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।ঘটনার পরেই ট্রাক্টর ছেড়ে পালায় ট্রাক্টরের চালক।

খবর দেয় ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।দুর্ঘটনার জেরে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

রক্তদানে এগিয়ে এলেন দুর্গাপুর স্টিল কারমেল স্কুলের শিক্ষিকারা এবং ছাত্রীদের অভিভাবকরা

সকালের শিরোনাম
অঞ্জু সরকার
দুর্গাপুর

সরকারি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত মুমূর্ষু রোগীদের জন্য এবার রক্তদান করলেন স্টিল টাউনশিপ কারমেল স্কুলের শিক্ষিকারা এবং ছাত্রীদের অভিভাবকরা। শনিবার সকালে কারমেল স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি গড়ে ওঠা দুর্গাপুরের অ্যাপোস্টলিক কারমেলস সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন। এদিন অনারম্বর এই শিবিরে শিক্ষিকাদের এক ডাকেই স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে ছুটে আসেন স্কুলের ছাত্রীদের অভিভাবকরা। রীতিমতো লাইন দিয়ে নাম নথিভুক্ত করে তারা সবাই রক্তদান করেন। স্টিল টাউনশিপ কারমেল স্কুলের কিছু শিক্ষিকাদের হাতে গড়ে ওঠা এই সামাজিক ক্লাব প্রথমেই রোগী পরিষেবার দিকে ধ্যান দেয়। তাই প্রথম ধাপেই রক্তদান দিয়ে শুরু করা হয়েছে মানবসেবা। আগামী দিনে বিভিন্ন রকম সমাজসেবার কাজে তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। স্কুলের শিক্ষিকা প্রিয়া শেখর বলেন, এরপরে আমরা দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন পিছিয়ে থাকা গ্রামে গিয়ে দিনদরিদ্র পরিবারের মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করব। 'রক্তদান জীবন দান' বিষয়ক আদর্শকে সামনে রেখে দুর্গাপুর ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরে স্থানীয় স্কুল ছাত্রীদের অভিভাবক সমাজকর্মী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ দল উপস্থিত ছিল। রক্তদাতাদের রক্তচাপ, শরীরের ওজন, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর রক্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিশেষ করে নতুন রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের শিবির নিয়মিত করলে সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়। রক্তদানপর্বর শেষে প্রতিটি দাতা-কে একটি করে 'প্রশংসাপত্র' এবং পুষ্টিকর জলখাবার প্রদান করা হয় দুর্গাপুরের এই অ্যাপোস্টলিক কারমেলস সোশ্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয় সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রয়োজনে জীবন বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে নেওয়া হবে। দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে শিবিরের সমাপ্তি ঘটে।

সরকারি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত মুমূর্ষু রোগীদের জন্য এবার রক্তদান করলেন স্টিল টাউনশিপ কারমেল স্কুলের শিক্ষিকারা এবং ছাত্রীদের অভিভাবকরা। শনিবার সকালে কারমেল স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি গড়ে ওঠা দুর্গাপুরের অ্যাপোস্টলিক কারমেলস সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 8

নগদসহ আটক ৩

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধনেখালি

দ্বিতীয় দফা নির্বাচন এবার দরজায়। চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। পুলিশ পুলিশের কাজ করছে। এর মধ্যেই শুক্রবার রাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল একটি গাড়ি। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের সোমসপুর দক্ষিণ শিমলা গ্রামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গতকাল রাতে এলাকায় একটি সাদা গাড়ি ঘুরছিল। গাড়িটি এলাকার নয় বলেই সন্দেহ বেড়েছিল। গ্রামবাসীরাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে ওই গাড়িটিকে আটক করে। গাড়িতে চালকসহ তিনজন ছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথায় একাধিক অসঙ্গতি উঠে আসে। এরপরই গাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি থেকে মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। ওই বিপুল পরিমাণ টাকা খামের মধ্যে রাখা ছিল। সব কটিই ৫০০ টাকার নোট। ওই টাকা কী জন্য গাড়ির মধ্যে রয়েছে? সেই বিষয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তাঁদের থেকে কোনো সদুত্তর মেলেনি। এরপরই ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই তিনজনকেই আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, গাড়ির চালক স্থানীয় হলেও অন্য দুজন অসমের বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, ওই গাড়ির ভিতর বিজেপির বেশ কয়েকটি দলীয় পতাকাও মিলেছে। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। তাহলে কি অসম থেকে ওই টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল? ভোটের আগে বিজেপি এলাকায় রাতের অন্ধকারে টাকা ছড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল? তৃণমূল এই বিষয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসীমা পাত্রের অভিযোগ, 'ভোট কেনার জন্য গ্রামে ভোটারদের টাকা বিলি করতে এসেছিল বিজেপি। গ্রামবাসীরা জানতে পেরে তাঁদের আটকায়'।

গৌতম ধারার প্রচারে সুকান্ত মজুমদার

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারার সমর্থনে শনিবার জোরদার নির্বাচনী রোড শো অনুষ্ঠিত হল। খণ্ডঘোষ থানা সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারার সমর্থনে শনিবার জোরদার নির্বাচনী রোড শো অনুষ্ঠিত হল। খণ্ডঘোষ থানা সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রোড শো ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিভিন্ন গ্রাম ও পাড়া ঘুরে জনসংযোগ করেন প্রার্থী ও নেতৃত্ব। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং উন্নয়ন ইস্যুতে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ বিজেপির দিকে বাড়ছে। এই কর্মসূচি শেষে বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারা বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়ন ও সুশাসনের স্বার্থে মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে মত দেবে। খণ্ডঘোষের মানুষ দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে জবাব দিতে প্রস্তুত।' রোড শো চলাকালীন নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা ছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী, যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রোড শোকে ঘিরে আশেপাশের এলাকায়ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়। বহু সাধারণ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানান।

বিধানসভার নাম ভুলে বাড়ল তরজা ! কটাক্ষ শাসকদলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

খণ্ডঘোষ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করলেন সুকান্ত মজুমদার। শনিবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে খণ্ডঘোষে পৌঁছন তিনি। এরপর পাঠানপাড়া থেকে সুসজ্জিত ট্যাবলোতে চেপে শুরু হয় প্রচার, যা শেষ হয় খণ্ডঘোষ থানার মোড় সংলগ্ন এলাকায়। তবে এই রোড শো ঘিরে ভিড়ের উপস্থিতি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অভিযোগ, কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। যদিও বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারা দাবি করেন, 'লোকসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, তৃণমূলের থেকেও বেশি সমাগম হয়েছে।' একই সুর শোনা যায় সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যেও;তিনি জানান, এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসে সুকান্ত মজুমদারের একটি মন্তব্য। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি খণ্ডঘোষের বদলে 'ইন্দাস বিধানসভা'র নাম উল্লেখ করেন, যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগ কটাক্ষ করে বলেন, 'খণ্ডঘোষের মানুষ তৃণমূল ছাড়া কিছু চেনে না। আজ রাস্তায় মানুষের থেকে পুলিশ আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিই বেশি ছিল'। পাশাপাশি, বিজেপির প্রার্থী নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, 'এই বিধানসভার ১৭টি অঞ্চলের মধ্যে কাউকে না পেয়ে বাইরের প্রার্থী আনা হয়েছে, তাই এলাকার নাম ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়'। রোড শো শেষে রাজনৈতিক মহলে একটাই প্রশ্ন; ভোটের ময়দানে আসল শক্তি কার? উত্তর মিলবে আগামী ৪ তারিখে নির্বাচনের ফলাফলে।

মেদিনীপুরে স্ট্রং রুমের বাইরে উত্তেজনা, পুলিশি হস্তক্ষেপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

মেদিনীপুর শহরে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল স্ট্রং রুমের বাইরে অবৈধ জমায়েতকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে মুখোমুখি হয় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ট্রং রুমের বাইরে দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমতে থাকে। কে আগে জমায়েত করেছে এবং কেন, তা নিয়ে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা, যা ক্রমে উত্তেজনায় রূপ নেয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ উভয় পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে এলাকা ফাঁকা করে এবং স্ট্রং রুম চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'স্ট্রং রুম এলাকায় কোনো রকম বিনা অনুমোদিত জমায়েত বরদাস্ত করা হবে না। পুরো ঘটনার ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তৃণমূল এবং বিজেপি দুই পক্ষের কর্মীরাই প্রশাসনের উপর ভরসা রাখতে পারছে না। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার কিছুদিন পরেই শোনা গিয়েছিল, 'স্ট্রং রুম এবং গণনা কেন্দ্রে কোনো ধরনের কারচুপি ঘটেছে, তাই বিজেপি সরকার গড়ার নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছাতে পারেনি।' তবে এবারে সেই ভুল যাতে না হয়, তাই সদা সজাগ রয়েছে বিরোধী শিবির বিজেপি। অন্যদিকে শাসকদলও কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইছে না, যাতে বিজেপি আবার কোনো কারচুপি না করে দেয় স্ট্রং রুমে থাকা ইভিএমে।

হলদিয়ার শিল্পাঞ্চলে কি 'তপস্যা' ভঙ্গ? 'জেন-জি'র পদ্ম-প্রীতিতে চাপে তৃণমূল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হলদিয়া

হলদিয়ার আকাশ এখন শুধু কারখানার ধোঁয়ায় নয়, বরং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কুয়াশাতেও ঢাকা। যে শিল্পাঞ্চলকে একসময় তৃণমূলের খাসতালুক বলে মনে করা হত, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে এবার রীতিমতো উল্টো পুরাণ। ঘাসফুল শিবিরের ৫৬ বছর বয়সি প্রার্থী তপসী মণ্ডলের জয় নিয়ে এবার খোদ দলের অন্দরেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে। ভোটের হাওয়া বলছে, হলদিয়ার মসনদ রক্ষা করা তপসীর জন্য এবার হিমালয় জয়ের সমান হতে পারে। এর পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে তরুণ প্রজন্মের বা 'জেন-জি' ভোটারদের মনোভাব। হলদিয়ার নতুন প্রজন্মের ভোটারদের বড় অংশই এবার সরাসরি গেরুয়া শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু লড়াইটা কেবল দুই মেরুতে আটকে নেই। হলদিয়ার মতো শিল্পাঞ্চলে এবার মস্ত বড় 'ফ্যাক্টর' হয়ে দাঁড়িয়েছেন সিপিএম প্রার্থী বিশ্বজিৎ মান্না। কারখানার গেটে গেটে এখন একটাই রব; 'কাজ চাই'। এই কর্মসংস্থানের দাবি আর বেকারত্বের জ্বালাকে হাতিয়ার করে বামেরা যেভাবে ভোট কাটাকাটিতে নেমেছে, তাতে সবথেকে বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছে শাসক দলেরই। বিশ্বজিৎ মান্নার 'জবলেস' কার্ড শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও বেকার যুবকদের মনে ধরেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ইভিএমে। একদিকে পদ্ম শিবিরের প্রতি তরুণদের আকর্ষণ আর অন্যদিকে বামেদের রুটি-রুজির লড়াই; এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে হলদিয়ার ঘাসফুল এখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ। ফলে শিল্পাঞ্চলের এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তা নিয়ে বাজি ধরতে নারাজ অতি বড় ঝানু রাজনীতিবিদও। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, হলদিয়ার চিমনির ধোঁয়া এবার পরিবর্তনের কোনো নতুন সংকেত দিচ্ছে কি না, তা বুঝতে আগামী ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

সাইলেন্ট ভোটারের ভরসায় 'টার্গেট মেদিনীপুর', আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দুরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুরের কঠিন পিচে এবার কি বড়সড় কোনো বাজি মারতে চলেছে বিজেপি? গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট মিটতেই ঘাটাল, কেশপুর এবং শালবনীর মতো স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলো নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে এখন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুর। দলের জেলা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক; প্রত্যেকেরই দাবি, এবার আর স্রেফ লড়াই নয়, মেদিনীপুরের এই তথাকথিত 'দুর্ভেদ্য' দুর্গগুলোতে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে চলেছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে কেশপুরের মতো এলাকায়, যেখানে একসময় বিরোধীদের এজেন্ট বসানোই ছিল বিলাসিতা, সেখানে এবার ৯৩ শতাংশের কাছাকাছি ভোটদান এবং সাধারণ মানুষের নির্ভীক উপস্থিতি পদ্ম শিবিরকে আশার আলো দেখাচ্ছে। বিজেপির নির্বাচনী ময়নাতদন্ত বলছে, কেশপুর ও ঘাটালের গ্রামীণ এলাকায় এবার শাসক দলের 'ভোট মেশিনারি'র চেয়েও বেশি কাজ করেছে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে টালবাহানা হোক বা একশো দিনের কাজের বকেয়া; এই ইস্যুগুলোকে হাতিয়ার করে ঘাটালের অলিতে-গলিতে এবার হিরণ চট্টোপাধ্যায়দের পালে হাওয়া ছিল বেশ জোরালো। অন্যদিকে, জঙ্গলমহলের প্রবেশদ্বার শালবনীতে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্কে বড়সড় ধস নামার ইঙ্গিত পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল। কুড়মি আন্দোলন থেকে শুরু করে আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন; একাধিক ইস্যুতে শাসক দলের সঙ্গে দূরত্বের সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছে বিজেপি। দলের রণকৌশল বলছে, 'পদ্ম প্রমুখ' বা বুথ স্তরের কর্মীদের সক্রিয়তায় এবার গতবারের চেয়েও বেশি 'সাইলেন্ট ভোটার' ভোট দিয়েছেন, যা সরাসরি বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক বাড়িয়ে দিতে পারে। কেশপুরের মতো 'হটসিট'-এ যেখানে বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিশ্ছিদ্র পাহারা ছিল, সেখানে কারচুপির সুযোগ না মেলায় আদতে তৃণমূলেরই রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। দিল্লির নেতাদের কাছে পাঠানো গোপন রিপোর্টেও এই তিন কেন্দ্রে জয়ের সম্ভাবনাকে বেশ উপরের দিকেই রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। তবে শাসক দল তৃণমূল এই দাবিকে 'দিবাস্বপ্ন' বলে উড়িয়ে দিলেও, মেদিনীপুরের রাজনৈতিক বাতাস বলছে; এবার ঘাটাল থেকে শালবনী পর্যন্ত লড়াইটা কেবল দাপটের নয়, বরং তলে তলে এক বিরাট পরিবর্তনের ছক কষে রেখেছে আমজনতা। এখন দেখার, ৪ জুন ইভিএম খুললে এই 'গেরুয়া আশা' বাস্তবের মুখ দেখে নাকি মেদিনীপুর তার সবুজ আধিপত্যই বজায় রাখে।

বাঘমুন্ডিতে সোলার পাম্প ভাঙচুর, অনিশ্চয়তায় ৩০ বিঘা জমির ফসল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঘমুন্ডি

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি এলাকায় সোলার পাম্পে চুরির চেষ্টা ও ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ার ফলে সেচের জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। প্রায় ৩০ বিঘার বেশি জমির ফসল এখন অনিশ্চয়তার মুখে। ঘটনাটি বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা-কালিমাটি অঞ্চলের সেরেংডীর জোড়ন বাঁধা এলাকার। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, নদীর ধারে চাষাবাদের সুবিধার জন্য বসানো সোলার পাম্পে শুক্রবার গভীর রাতে চুরির চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। শুধু চুরির চেষ্টা নয়, পাম্পের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ। শনিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে এলাকার বাসিন্দাদের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় কৃষকরা। গোপাল সিং মুড়া, পরীক্ষিৎ মাছুয়ার, মনসারাম মাছুয়ার সহ অন্যান্য কৃষকরা জানান, এই সোলার পাম্পের উপর নির্ভর করে প্রায় ৩০ বিঘার বেশি জমিতে সূর্যমুখী, কচু, টমেটো সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ চলছে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত পাম্প মেরামত না হলে সেচের জলের অভাবে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও একই এলাকায় অনুরূপ চুরির ঘটনা ঘটেছিল বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কৃষকদের দাবি, দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সোলার পাম্পের নিরাপত্তা জোরদার করা হোক।

'সাগরদিঘিতে আমি হারছি' বললেন প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জঙ্গিপুর

এই মুহূর্তে কি বায়রন বিশ্বাস একদম জ্যোতিষী হয়ে গেলেন? বায়রন বিশ্বাস যে খুবই বিশ্বাসযোগ্য প্রার্থী তা অবশ্য নয়। মধ্যবর্তী বামেদের সমর্থনে তিনি ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। তার কয়েকমাস পরেই তিনি চলে গিয়েছিলেন তৃণমূলে। এবারও তিনি তৃণমূলের প্রার্থী। বিজেপি ইতিমধ্যেই দাবি করেছে যে প্রথম দফার ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি পাবে বিজেপি। এরই মধ্যে আচমকা নিজের আসন নিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন সাগরদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস। বললেন, 'সাগরদিঘিতে আমি হারছি।' শুধু নিজের কথা নয়, বললেন আরও একাধিক তৃণমূল প্রার্থীর কথা। ক্যামেরার সামনে বায়রন বলেন, 'আমি হারছি, জঙ্গিপুরে জাকির সাহেব হারছেন, সামশেরগঞ্জে নূর আলম হারছেন, ফরাক্কাও হারছে, রাজ্যের কথা বলতে পারব না'। শুক্রবার গভীর রাতে জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রং রুমের ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে শনিবার ভোররাতে ছুটে যান সাগরদিঘির বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস। সিসিটিভি এবং বাইরের ক্যামেরা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বায়রন। তাঁর দাবি, গভীর রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলো বন্ধ ছিল। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর রীতিমতো চড়াও হন বায়রন। প্রায় ২০ মিনিট ধরে আলো বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। বলেন, 'আমার বাড়িতেও জেনারেটর চলে। এক মিনিটেই অন হয়ে যায়'। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হারানোর জন্যই একধরনের চক্রান্ত করা হচ্ছে।

ভোটের আগে নোয়াপাড়ায় বিস্ফোরণ, তীব্র চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নোয়াপাড়া

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ায় বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার বেলায় হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে নোয়াপাড়া থানা চত্বর সংলগ্ন এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, থানার পিছন দিক থেকেই বোমা বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাড়িগুলিতে। বাসিন্দাদের দাবি, বিস্ফোরণের পর বোমার স্প্লিন্টার ছিটকে তাঁদের বাড়ির ছাদ ও উঠোনে এসে পড়ে। পাশাপাশি ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। হঠাৎ এই ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি থানায় জানানো হলেও প্রথমে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভোটের মুখে থানার এত কাছে এমন বিস্ফোরণের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিশীথ কুমার মালিকের প্রচারে অভিনেতা কৌশিক ব্যানার্জী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নিশীথ কুমার মালিকের সমর্থনে জোরদার রোড শো অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। বর্ধমান-১ নম্বর ব্লক আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা কৌশিক ব্যানার্জী।
শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ পালিতপুর, মীর্জাপুর ও দেওয়ানদিঘী এলাকাজুড়ে এই রোড শো ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থীর সমর্থনে স্লোগান, পতাকা ও মিছিলের মাধ্যমে জমে ওঠে নির্বাচনী প্রচার। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী নিশীথ মালিক বলেন, 'বাংলার আবেগ, সম্মান ও ভালোবাসা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, যারা বাংলা মা'কে কালিমালিপ্ত করছে, তাদের জবাব দিতে হবে বাংলার জনগণের আদালতে। বর্ধমান উত্তরের মাটি বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না, এই মাটির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মিক সম্পর্ক অটুট।' ভোটের আগে এই রোড শো ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে।

জঙ্গিপুরে স্ট্রংরুমে বিকল সিসি ক্যামেরা ! ক্ষুব্ধ বায়রন বিশ্বাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জঙ্গিপুর

প্রথম দফায় ভোটের পরে এবার ইভিএম রক্ষা করা একটা বিরাট কাজ। সেখানেই দেখা দিচ্ছে গাফিলতি। শনিবার ভোররাতে জঙ্গিপুরে উত্তেজনা। স্ট্রংরুমের সিসি ক্যামেরা দফায় দফায় বন্ধ হওয়ার অভিযোগ। খবর পেতেই ভোররাতে জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজে দলবল নিয়ে পৌঁছে যান সাগরদিঘির বিদায়ী বিধায়ক ও তৃণমূল প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস। স্ট্রংরুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে শুরু হয় বাদানুবাদ।
ইতিমধ্যে কমিশন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছেছেন। সমস্ত বিষয়টা তাঁরা খতিয়ে দেখছেন। ওখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে ৯ জায়গায় হানা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

শনিবার হঠাৎ করেই কলকাতা, বর্ধমান ও হাবড়ার একাধিক জায়গায় চঞ্চল হয়ে উঠল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতি তৎপরতা নিয়ে নাগরিক মহল যতই রসিকতা করুক না কেন, সবটাই যে বৃথা যাবে তা সকলেই জানে। এবার রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের বাংলায় অ্যাক্টিভ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সংস্থার কলকাতা জোনাল অফিস 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট ২০০২' (পিএমএলএ) আইনকে মাথায় রেখে কলকাতা, বর্ধমান এবং হাবড়াতে মোট ৯টি ঠিকানায় তল্লাশি চালায়। এই অভিযান নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা ও অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত রেশন কেলেঙ্কারির মামলার জন্য হচ্ছে। এই মামলায় ইডির তদন্ত শুরু হয় মূলত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে (নং ১১৫০/২০২০, তারিখ ২৩.১০.২০২০)। এই এফআইআর বসিরহাট পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগটি করেন ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস ঘোজাডাঙ্গা এলসিএস। সেখানে দাবি করা হয়, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত 'পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' বা রেশনের গম পাচার হয়েছে। সেই নিয়েই শুরু হয় তদন্ত। সেই মামলাতেই আজ আবার অভিযান। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা পরিকল্পিতভাবে রেশনের গম সরানোর কাজটি করেছে। এই জন্য তারা একটি সুসংগঠিত পদ্ধতিতে কাজ করত। কম দামে অবৈধ উপায়ে গম সংগ্রহ করা হতো। কাজটা সরবরাহকারী, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার এবং দালালরা একসঙ্গে মিলে করত। তারপর বিপুল পরিমাণ গম অবৈধভাবে সরবরাহ চেইন থেকে সরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মজুত করা হতো। গমের উৎস গোপন করতে অভিযুক্তরা 'ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া' (এফসিআই) এবং রাজ্য সরকারের চিহ্নযুক্ত আসল বস্তা খুলে অন্য বস্তায় ভরে নিত। অথবা সেই বস্তা উল্টে দেওয়া হতো, যার ফলে আর চিহ্ন দেখা যেত না। এরপর সেই গমকে বৈধ স্টক হিসেবে দেখিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি বা রপ্তানি করা হতো। এইভাবে অভিযুক্তরা বেআইনি টাকা কামিয়েছে বলে অভিযোগ। আর সেই দুর্নীতি মামলাতেই আবার নতুন করে তদন্ত চালাল ইডি।

বিজেপি নেতার মৃত্যুতে প্রচার বন্ধ করল মৌমিতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বর্ধমানের বিজেপি নেতা খোকন ওরফে বিশ্বজিৎ সেন। শুক্রবার দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিজেপি শিবিরে। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ। এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র নিজের নির্বাচনী প্রচার বন্ধ রাখেন। দলের পক্ষ থেকেও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 9

সৌজন্য

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

প্রচার চলাকালীন দক্ষিণ হাওড়ায় হঠাৎ মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী ও ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দিতা চৌধুরী ওই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। এবং অভিজিৎ বাবু ওই কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী। মুখোমুখি হতেই দু'জনেই করজোড়ে পরস্পরের সঙ্গে রাজনৈতিক সৌজন্য বিনিময় করেন। একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান। সমাজ মাধ্যমে সেই সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচারের ছবি ধরা পড়ে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মৃত অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মীর নাম হীরালাল রানা, তাঁর বয়স ৭২ বছর। তিনি দাসপুরে ইউবিআই ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। তাঁর বাড়ি দাসপুর থানার কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনেই। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা যায় যে, বাড়ির 'টুলু পাম্প'টি কয়েকদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে ছিল। শনিবার তিনি ওই 'টুলু পাম্প'টি সরানোর কাজ করছিলেন। সেই সময় তিনি আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান। তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের লোকেরা ছুটে আসেন এবং বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর পরিবার ও এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। দাসপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ঠিক কী কারণে ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখার জন্য দাসপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির পথসভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে জোর বাড়ালেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধাড়া। শুক্রবার গোপালবেড়া অঞ্চলের গোপালবেড়ায় তাঁর উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। পথসভা থেকে গৌতম ধাড়া সাধারণ মানুষের সমর্থন কামনা করেন এবং এলাকার উন্নয়ন নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই পথসভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে সভা ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

শুভেন্দুর গড়ে 'পবিত্র' চ্যালেঞ্জ, শেষ হাসি কার?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নন্দীগ্রাম

যে নন্দীগ্রামকে একসময় নিজের নিশ্ছিদ্র দুর্গ বলে মনে করতেন শুভেন্দু অধিকারী, ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনে সেখানে আর দাপুটে একাধিপত্যের দিন শেষ হতে চলেছে বলে সাফ ইঙ্গিত দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, এবার আর ফল যা-ই হোক, তা অন্তত একতরফা হবে না। বরং শুভেন্দুর গড়ে দাঁড়িয়েই তাঁর প্রাক্তন সারথি তথা তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবার প্রতিটা বুথে লড়াই হবে সেয়ানে-সেয়ানে। গত ২৩ এপ্রিল ভোট মিটতেই এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ যা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাতে বিজেপি শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়া স্বাভাবিক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পবিত্র কর যেহেতু একসময় শুভেন্দুর খাস মহলের রণকৌশল তৈরি করতেন, তাই তাঁর পালটা চালে এবার নন্দীগ্রামের অলিগলি আর আগের মতো মসৃণ নেই গেরুয়া বাহিনীর কাছে। ২০২১-এর সেই ১,৯৫৬ ভোটের ব্যবধানের স্মৃতি মুছে দিয়ে এবার জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বুথস্তরের খবর বলছে, শুভেন্দুর নিজস্ব সাংগঠনিক নেটওয়ার্কে এবার বেশ বড়সড় ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছেন পবিত্র। আর সেই ভরসাতেই তৃণমূলের অন্দরে এখন আত্মবিশ্বাসের সুর; নন্দীগ্রাম এবার আর কারও 'পৈতৃক সম্পত্তি' নয়, বরং গণদেবতার রায়ে এখানে সমানে-সমানে টক্কর হবে। প্রাক্তন গুরুর অস্ত্রেই শিষ্য এবার শুভেন্দুকে মাত দেবেন নাকি অভিজ্ঞতার জোরে কেল্লা সামলাবেন নন্দীগ্রামের 'দাদা', তার ফয়সালা হবে আগামী ৪ মে। তবে ভোটের পর তৃণমূলের এই আগ্রাসী মেজাজ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, একতরফা জয়ের স্বপ্ন এবার অধরাই থাকতে পারে বিজেপির।

সুবর্ণরেখায় জলে ডুবে প্রাণ গেল বাবা-ছেলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাঁতন

নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হলো বাবা ও ছেলের। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের বড়া গ্রাম সংলগ্ন সুবর্ণরেখা নদীতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, শুক্রবার দুপুরের পর দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের বড়া গ্রামের বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়সী মানস চন্দ তাঁর আট বছর বয়সী চতুর্থ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া ছেলে মৌসম চন্দকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সংলগ্ন সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু বাবা ও ছেলে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাড়ি ফিরে না আসায় তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁদের খোঁজখবর করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁর পরিবারের লোকেরা সুবর্ণরেখা নদীর স্নানের ঘাট থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে বাবা ও ছেলেকে উদ্ধার করে দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের দুজনকে দেখার পর চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যার ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের পরিবারে ও গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। দাঁতন থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ঠিক কী কারণে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য দাঁতন থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাংলাকে ভালো রাখতে হলে জোড়াফুলে ভোট দিন ঃ সায়নী

সকালের শিরোনাম
রাকেশ শীল
বারাসাত

বাংলাকে ভালো রাখতে হলে জোড়া ফুলে ভোট দিন। শুক্রবার মধ্যমগ্রাম বিধানসভার খামারপাড়া পঞ্চায়েতের মদনপুর মাঠে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের সমর্থনে এক জনসভায় এসে এই বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ, বারাসাতের সাংসদ ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বারাসাত দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ ইফতিকার উদ্দিন, অঞ্চল সভাপতি মানস ঘোষ, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মোজাফফর আলীসহ স্থানীয় নেতৃত্ব। সায়নী ঘোষ বলেন, '৯২ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। তারা ভেবেছিল নাম বাদ দিয়ে টাইট করবে। কিন্তু মানুষ প্রথম দফার নির্বাচনেই ৯৩ ভোট দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, দ্বিতীয় দফার ভোট হয়ে যাওয়ার পরই ফলাফল বেরোলে দেখা যাবে শুধুই জোড়া ফুল। চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এখন ওটা আর বিজেপি পার্টি নয়, তা এখন হয়েছে ভারতীয় ঝালমুড়ি পার্টি। এরা শুধু মানুষে মানুষে বিভেদ করতে জানে। আমি বিশ্বাস রাখি বাংলার মানুষ এই বিভেদকারীদের মেনে নেবেন না। এর যোগ্য জবাব দেবেন ইভিএম বাক্সে। তৃণমূল মানেই সবাইকে নিয়ে চলা। তৃণমূল জাতপাতের রাজনীতি করে না।' এ ছাড়াও রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি। বারাসাতের সাংসদ ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেবেন। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই উন্নয়নের কাজ করে চলেছি। বিজেপি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তবে এই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যায় না। এখন কিছু নেতা আসছেন ঠিক পরিযায়ী পাখির মতো। ভোট মিটলেই এরা চলে যাবে। মানুষের সুখে-দুঃখের সাথী এরা নয়। আর অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়-জল-বৃষ্টি-মহামারি সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাই মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী রথীন ঘোষকে আগামী ২৯ এপ্রিল ইভিএমের পাঁচ নম্বর বোতামে চাপ দিয়ে জোড়া ফুলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন।'

রুদ্রনীল ঘোষের সমর্থনে রোড শো-তে অমিত শাহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষের সমর্থনে শনিবার সন্ধ্যায় মেগা রোড শো করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রার্থী রুদ্রনীলকে পাশে নিয়ে হুড খোলা জিপে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় অমিত শাহের রোড শো শুরু হয় হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে।

প্রচুর কর্মী সমর্থক এবং রাস্তার দু'ধারে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন বর্ণাঢ্য এই রোড শো দেখতে। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান এবং ধ্বনিতে মুখরিত গোটা যাত্রাপথ। বিভিন্ন ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদ থেকে বারান্দা থেকে অনেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পুষ্প বৃষ্টি করে স্বাগত জানান।

বিএলও কর্মীর মৃত্যু, কাঠগড়ায় কমিশন

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

চলতি বিধানসভা নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে বুথে বুথে বিএলও-দের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয় নির্বাচন কমিশন। বিএলও-র দায়িত্বপ্রাপ্ত বাঁকুড়ার মৌলাডাঙা গ্রামের আইসিডিএস কর্মী শম্পা প্রামাণিক ভোটের দিন বাঁকুড়া টাউন বয়েজ হাইস্কুলের বুথে নিজের দায়িত্ব সামলান। পরিবারের দাবি, গত ২৩ এপ্রিল দিনভর বুথের বাইরে প্রবল রোদ-গরমের মধ্যে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হয় শম্পা প্রামাণিককে। ওই বিএলও-কে প্রয়োজনে পানীয় জলও দেওয়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের। আর এতেই নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বমি শুরু হয় শম্পা প্রামাণিকের। বাড়িতে রেখেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। আজ সকালে অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তাঁকে পরিবারের লোকজন বাঁকুড়া শহরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিএলও-দের প্রতি অমানবিক আচরণের অভিযোগে সরব হয়েছেন মৃতার পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বিএলও-রা।

সংবিধান বাঁচাও বাংলা বাঁচাও মঞ্চের সভা

সকালের শিরোনাম
অভিজিৎ হাজরা
উলুবেড়িয়া, হাওড়া

রাজ্যে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিবেশ, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সম্প্রীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার নীমদিঘীতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল 'সংবিধান বাঁচাও বাংলা বাঁচাও মঞ্চ-র' হাওড়া জেলা শাখা। এই সম্মেলনে বিভিন্ন অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ভোটারদের সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার উপর জোর দেন। সম্মেলনের শুরুতেই অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন(অইটা)-র রাজ্য সহ-সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা প্রেস বিবৃতি পাঠ করে বর্তমান নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভীতির পরিবেশ তৈরির অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, নির্বাচনে ব্যাপক মেরুকরণ ও বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে। তাই আবেগে নয়, বিবেকের তাড়নায় সাড়া দিয়ে ভোট দানের আহ্বান জানিয়ে সম্প্রীতি ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শক্তিকে সমর্থনের কথা বলেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্বামী পরমানন্দ গিরী মহারাজ রাজ্যের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'এ রাজ্যের সামাজিক ভিত্তি পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিভাজনের রাজনীতি সেই ভারসাম্যকে ক্ষুন্ন করতে পারে'। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সংযম ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুখতে হবে। এ রাজ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান। আমরা এখানে কোনো ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আসতে দেব না, তাদের সব চক্রান্ত রুখতে হবে'। জামিয়াতুল আইম্মা ওয়ালল উলামার রাজ্য সভাপতি মুফতি ইমদাদুল্লাহ কাসেমী বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্প্রীতির পরিবেশের উপর আঘাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, অবাস্তব প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভনের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল নয়। একইসঙ্গে তিনি সব স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। হাওড়া জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সহ-সভাপতি মুসা কালী মুল্লাহ কাসেমী বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। ভোটের বিভাজন বিভেদকামী শক্তির পক্ষে সহায়ক হতে পারে। ফলে সচেতন ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জামায়াতকে ইসলামী হিন্দের হাওড়া জেলা সভাপতি নূর আহমেদ মোল্লা বলেন, বিভাজন সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে কৌশলগত ঐক্য অপরিহার্য। তিনি প্রতিটি কেন্দ্রে এমন প্রার্থীকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যিনি বাস্তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে থেকে ঐ শক্তিকে প্রতিহত করে পরাজিত করতে সক্ষম। 'সংবিধান বাঁচাও বাংলা বাঁচাও মঞ্চ-র' হাওড়া শাখার সভাপতি জামিনূল ইসলাম সমগ্ৰ আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরে বলেন, এই নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি সাংবিধানিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহবান জানান এবং কোনো উস্কানিতে পা না দেওয়ার পরামর্শ দেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের তাৎপর্য, দ্বিধাগ্ৰস্ত ভোটারদের অবস্থান এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়। উত্তরে বক্তারা সম্মিলিতভাবে সম্প্রীতি বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক পরিসর সুরক্ষিত রাখা এবং সচেতন ভোটদানের উপর জোর দেন।

প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে সাংসদ কোয়েল

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
কাকদ্বীপ

বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে সরগরম দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ। শনিবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে বড় চমক দিলেন টলিউড অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। তাঁর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এদিন কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় কাকদ্বীপের রাজপথ। এদিন বেলা ঠিক ৩৩০ মিনিট নাগাদ কাকদ্বীপ বিধান ময়দানের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে কোয়েল মল্লিকের হেলিকপ্টারটি অবতরণ করে। আকাশপথ থেকে নামার পরেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানে প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা নিজে উপস্থিত থেকে অভিনেত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। হেলিপ্যাড থেকে সোজা বাসন্তী ময়দানে পৌঁছান কোয়েল। সেখান থেকেই শুরু হয় তৃণমূলের মেগা রোড-শো। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে মন্টুরাম পাখিরাকে পাশে নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন সাংসদ-অভিনেত্রী। বাসন্তী ময়দান থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলটি কাকদ্বীপ কলেজ মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। মিছিলকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের ভিড় উপচে পড়েছিল। ঢাক-ঢোল এবং দলীয় পতাকায় সেজে উঠেছিল গোটা এলাকা। প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে কোয়েল মল্লিককে সামনে রেখে এই মিছিল কাকদ্বীপে তৃণমূলের পালে বাড়তি হাওয়া জোগাল। মিছিল শেষে দলীয় কর্মীদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। তৃণমূল প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরার দাবি, এই জনসমর্থনই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে গোটা বাংলায় তৃণমূলের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা। নিজের জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয়ে তিনি আরও বলেন, 'একুশের নির্বাচনের থেকে কয়েক হাজার বেশি ভোটে জিতব আমি। মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নের পক্ষে মানুষ ভোট দেবেন। আমার বিধানসভার জনগণের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

'অর্গানাইজেশন' বনাম 'ইমোশন'-এর লড়াই জঙ্গলমহলের কুড়মি মন এবার কার দখলে?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট মিটতেই জঙ্গলমহলের পিচ ঢালা রাস্তায় এখন একটাই প্রশ্ন- কুড়মি মন এবার কার দিকে?

একদিকে বিজেপি যখন দাবি করছে ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুরে কুড়মি ভোটব্যাঙ্ক তাদের পকেটে, ঠিক তখনই উল্টো সুর তৃণমূল শিবিরে। ঝাড়গ্রামের তৃণমূলের পোড়খাওয়া রাজনীতিক তথা কুশলী দিল্লেশ্বর মাহাতোর স্পষ্ট দাবি, আবেগের লড়াইয়ে হাওয়া তোলা সহজ, কিন্তু বুথের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসবে জোড়াফুলই।

তৃণমূলের 'অর্গানাইজেশন' কার্ড

গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অলিগলি যাঁর নখদর্পণে, সেই দিল্লেশ্বর মাহাতো সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, লোয়াশুলি অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রভাব থাকলেও সেই প্রভাব ভোটবাক্সে রূপান্তর করার ক্ষমতা গেরুয়া শিবিরের নেই। তাঁর যুক্তি অত্যন্ত সোজাসাপ্টা; 'লোয়াশুলির দু-একটি জায়গায় বিজেপির কুড়মি সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে, কিন্তু সেই সব গ্রামের বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধান; সকলেই তৃণমূলের।

ফলে ভোটের দিন মানুষের হাত কার দিকে যাবে, তা বুঝতে বড় মাপের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

রোহিণীতে বিজেপির 'এজেন্ট' সংকট?

তৃণমূলের অন্দরে এখন সবথেকে বড় আলোচনার বিষয় হলো রোহিণী অঞ্চলের ভোট। দিল্লেশ্বর মাহাতোর দাবি, রোহিণীর দিকে একাধিক বুথে বিজেপি কোনো পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত দিতে পারেনি। তৃণমূলের মতে, যে দল হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের দাবি করছে, তারা যদি বুথে বুথে এজেন্ট বসাতে না পারে, তবে তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি কতটা আলগা, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

কুড়মি ভোট ও বিজেপির অঙ্ক

বিজেপি অবশ্য এই দাবিকে স্রেফ শাসক দলের প্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের আশা,

কুড়মিদের এসটি তালিকাভুক্তি এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আবহে জঙ্গলমহলের এই আদিম ভূমিপুত্ররা এবার পদ্ম শিবিরের পক্ষেই গণভোট দিয়েছেন।

'মিনি ইন্ডিয়া'য় মেজাজ বদল দিলীপের, সৌজন্যের রাজনীতি না কি হারের ভয়?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

খড়গপুর সদরের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে এবার কি তবে চেনা ছকের বাইরে হাঁটছে গেরুয়া শিবির? এককালের 'টাফ অ্যান্ড রাফ' মেজাজের জন্য পরিচিত বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ভোটের ময়দানে যে সৌজন্যের রাজনীতি দেখিয়েছেন, তাতেই এখন রেলশহরের অলিতে-গলিতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অন্য গুঞ্জন।

'মিনি ইন্ডিয়া' হিসেবে পরিচিত খড়গপুরের ভোট মিটতেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার বা খড়গপুরের 'ঘরের ছেলে'র প্রতি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার আঁচ পেয়েই হয়তো নিজের রণকৌশল এবং মেজাজ বদলেছেন দিলীপ। গত বৃহস্পতিবার ভোটের দিন বুথের বাইরে প্রতিপক্ষ প্রদীপের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলানো এবং সৌজন্য বিনিময়ের যে ছবি ধরা পড়েছে, তা রাজ্য রাজনীতিতে এক বিরল দৃষ্টান্ত। খড়গপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকারের সবথেকে বড় ইউএসপি হলো তাঁর সহজলভ্যতা; তিনি দিনরাত মানুষের পাশে থাকেন এবং এলাকার রাস্তাঘাট, আলো বা বাসস্ট্যান্ডের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা আমজনতার মুখে মুখে ঘোরে।

অন্যদিকে, ২০১৬ সালে কংগ্রেসের টানা আধিপত্য ভেঙে খড়গপুরের মাটিতে নিজের জমি শক্ত করলেও, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে হেরে পুনরায় পুরনো গড়ে ফিরে আসা দিলীপ ঘোষ হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, কেবল আক্রমণাত্মক হুঙ্কার বা কেন্দ্রীয় নীতির কথা বলে এবার বাজিমাত করা কঠিন। বিশেষ করে, ভোটার তালিকা থেকে ৬২ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়ার মতো স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে যখন সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি অবাঙালি এবং তেলুগু ভোটারদের মধ্যেও চাপা ক্ষোভ রয়েছে, তখন প্রদীপের মতো জনপ্রিয় জননেতাকে সরাসরি আক্রমণ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর ঠিক সেই কারণেই কি ভোটের দিন প্রদীপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'সৌজন্যের রাজনীতি'র বার্তা দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি কিছুটা নরম করতে চাইলেন দিলীপ ঘোষ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভোটের প্রচারে এসে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন যে, প্রদীপের উন্নয়নের রিপোর্টের কাছে বিজেপির কাজ ম্লান। সব মিলিয়ে, খড়গপুরের এই মিশ্র সংস্কৃতির ভোটব্যাঙ্কে দিলীপের এই 'কৌশলগত নমনীয়তা' কি শেষ পর্যন্ত পদ্ম ফোটাতে পারবে, নাকি সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় ভর করে রেলশহরে ফের একবার জ্বলজ্বল করবে তৃণমূলের 'প্রদীপ', তা জানতে এখন কেবল ৪ মে-র ফলাফলের অপেক্ষা।

অধিকারী গড়ের প্রেস্টিজ ফাইট, দিব্যেন্দু কি পারবে পদ্ম ফোটাতে?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

এগরার মাটি এবার কার? গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট মিটতেই পূর্ব মেদিনীপুরের এই হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চুলচেরা বিশ্লেষণ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে ১৮ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতে তৃণমূলের পতাকা উড়িয়েছিলেন তরুণ কুমার মাইতি, কিন্তু ২০২৬-এর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক বেশি টানটান। এবার এই কেন্দ্রে পদ্ম শিবিরের তুরুপের তাস খোদ অধিকারী পরিবারের সদস্য তথা হেভিওয়েট নেতা দিব্যেন্দু অধিকারী, যার ফলে এগরার লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির কাছে কার্যত 'প্রেস্টিজ ফাইট'-এ পরিণত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ভোটের দিন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বেরিয়েই দিব্যেন্দু যেভাবে রাজ্যের নির্বাচনী হিংসা নিয়ে সরব হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া ব্যবস্থার আর্জি জানিয়েছেন, তাতেই স্পষ্ট যে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে নারাজ পদ্ম শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, অধিকারী পরিবারের নিজস্ব রাজনৈতিক দাপট এবং বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির মেলবন্ধনে এগরায় এবার ঘাসফুল শিবিরের জন্য লড়াইটা রীতিমতো কঠিন।

একদিকে শাসক দলের 'উন্নয়ন' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো জনমোহিনী প্রকল্পের ওপর অগাধ ভরসা, অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অংশে অধিকারী পরিবারের 'ক্যারিশমা' এবং বিজেপির পরিবর্তনের হাওয়া; এই দুইয়ের প্রবল সংঘাতে এগরার ভোটবাক্সে এবার বড়সড় ওলটপালট হতে পারে বলে মনে করছেন খোদ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে, এবারের প্রথম দফায় রেকর্ড ৯২ শতাংশের কাছাকাছি যে বিপুল ভোটদান হয়েছে, তা কার পালে হাওয়া দিল, তা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরেই তৈরি হয়েছে চরম উৎকণ্ঠা। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই বিপুল ভোটদান আদতে সরকার বিরোধী 'সাইলেন্ট ভোট'-এরই বহিঃপ্রকাশ এবং দিব্যেন্দুর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীকে পেয়ে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিয়েছেন। উল্টোদিকে, তৃণমূলের পূর্ণ বিশ্বাস যে তাদের নিচুতলার মজবুত সংগঠন এবং গত পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান অধিকারী পরিবারের যাবতীয় অঙ্ককে ব্যালট বক্সে ব্যর্থ করে দেবে। তবে ভোটের দিন বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে যে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর হয়েছে, তাতে এগরার ফলাফল এবার আর একতরফা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। আগামী ৪ মে ইভিএম খুললে মেদিনীপুরের এই মাটিতে শেষ হাসি ঘাসফুল শিবির হাসবে নাকি অধিকারী পরিবারের দাপটে এগরার দখল নেবে পদ্ম, তা নিয়ে এখন রীতিমতো স্নায়ুযুদ্ধে ভুগছেন রাজনৈতিক বোদ্ধারা।

দাঁতনে দাঁত ফোটানো দায় ! ঘাসফুলের শিকড়ের শক্তিতে ঘাম ছুটছে বিজেপির

প্রচারের একেবারে শেষ লগ্নে এসে মোহনপুর এলাকায় বিজেপির বাইক মিছিলে যে নজিরবিহীন হামলার ঘটনা ঘটল, তাতেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এই মাটিতে ঘাসফুলের শিকড় ঠিক কতটা গভীরে এবং শাসক দল তাদের এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে নারাজ। খোদ বিজেপি প্রার্থী অজিত কুমার জানার মিছিলে অতর্কিত হামলা, রাস্তার ওপর সারি সারি মোটরবাইক দাউদাউ করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে প্রার্থীর হাত ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা গেরুয়া শিবিরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দাঁতনের লড়াইটা নেহাত ছেলেখেলা নয়।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাঁতন

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন বিধানসভাকে এবার নিজেদের জন্য তুলনামূলকভাবে 'সহজ টার্গেট' বলে ধরে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী মেজাজেই ছিল গেরুয়া শিবির, কিন্তু প্রথম দফার ভোট মিটতেই সেই অতি আত্মবিশ্বাসের বেলুন এখন রীতিমতো চুপসে যাওয়ার জোগাড়। প্রচারের একেবারে শেষ লগ্নে এসে মোহনপুর এলাকায় বিজেপির বাইক মিছিলে যে নজিরবিহীন হামলার ঘটনা ঘটল, তাতেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এই মাটিতে ঘাসফুলের শিকড় ঠিক কতটা গভীরে এবং শাসক দল তাদের এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়তে নারাজ।

খোদ বিজেপি প্রার্থী অজিত কুমার জানার মিছিলে অতর্কিত হামলা, রাস্তার ওপর সারি সারি মোটরবাইক দাউদাউ করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে প্রার্থীর হাত ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা গেরুয়া শিবিরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দাঁতনের লড়াইটা নেহাত ছেলেখেলা নয়।

এই হাইভোল্টেজ সংঘর্ষের জেরে পুলিশ ১৩ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেও, ভোটের দিন বুথে বুথে শাসক দলের পোড়খাওয়া নেতাদের মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট রীতিমতো বেগ দিয়েছে গেরুয়া বাহিনীকে। বিজেপির আশা ছিল, শাসকবিরোধী হাওয়া এবং 'সাইলেন্ট ভোটার'-রা তাদের হয়ে ইভিএমের বোতাম টিপবেন। কিন্তু উল্টোদিকে তৃণমূল প্রার্থী মানিক মাইতির প্রবল ভরসা ছিল গ্রামীণ এলাকায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো সরকারের জনমোহিনী প্রকল্প এবং তৃণমূলের নিচুতলার মজবুত সংগঠন। তৃণমূলের এই প্রবল দাপট ও আবেগের কাছে রাজনৈতিক বিভাজন যে কতটা মারাত্মক রূপ নিয়েছে, তা বেলমুলা গ্রামের একটি অদ্ভুত ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে যায়; যেখানে স্রেফ তৃণমূলকে ভোট দিতে চাওয়ায় এক বয়স্ক মায়ের গলা টিপে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁরই বিজেপি কর্মী ছেলের বিরুদ্ধে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দাঁতনে শুধু বাইরের হাওয়া দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়; এখানে যার বুথস্তরের কর্মী বেশি এবং যার জনসংযোগ নিবিড়, মাঠের দখল তারই থাকে। আর ঠিক এই জায়গাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও, তৃণমূলের পঞ্চায়েত স্তরের নেতারা নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে কার্যত জান লড়িয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে, যে দাঁতনকে বিজেপি কার্যত নিজেদের পকেটে রয়েছে বলে ভেবেছিল, ভোটের পর সেখানকার এই আগ্রাসী 'কাউন্টার অ্যাটাক' এবং তৃণমূলের সাংগঠনিক প্রতিরোধ দেখে রীতিমতো স্নায়ুযুদ্ধে ভুগছেন গেরুয়া শিবিরের জেলা নেতৃত্ব। এখন কেবল আগামী ৪ মে-র অপেক্ষা, সেদিন ইভিএম খুললেই প্রমাণ হবে দাঁতনের মাটিতে শেষ পর্যন্ত হাওয়া জেতে নাকি শিকড়।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 10

অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ মমতার

নন্দীগ্রামে যাকে ভোট লুটে পাঠিয়েছিল, তাকে নিয়েই মিটিং করেছে মোটাভাই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হুগলি

বিধানসভা নির্বাচনের শেষ পর্বের আগে হুগলির উত্তরপাড়ায় তৃণমূল প্রার্থী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবারের সভায় একদিকে যেমন উন্নয়ন, সম্প্রীতি ও এলাকার সংস্কৃতির বার্তা দিলেন তিনি, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির নির্বাচনী প্রচারযন্ত্রকেও কড়া ভাষায় কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উত্তরপাড়ার সভামঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'জয়রামবাটী থেকে মাহেশের রথ;উন্নয়নের সব কাজ আমরাই করেছি। এখানে অনেক মন্দির-মসজিদ আছে, এই মাটি পুণ্যের মাটি।' এলাকার

ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সামাজিক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে তিনি ভোটারদের তৃণমূলের পাশে থাকার আহ্বান জানান। বিজেপির নির্বাচনী প্রচারকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

'দেখেছেন বিজেপি কেমন খ্যাপে গেছে! খুব চাপ পড়েছে, তাই দৌড়াদৌড়ি করছে। আজ নাকি ৫০টা হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে। আমরা তিনটে জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, 'ওদের ৫০টা হেলিকপ্টার, ১৯ জন মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের সব মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি, ইডি-সিবিআই সব নিয়ে চলে এসেছে।' এদিন বক্তব্যের বড় অংশ জুড়েই ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আক্রমণ। নাম না করে তাঁকে 'প্রিয় ভাই মোটাভাই' বলে সম্বোধন করে মমতা বলেন, 'নন্দীগ্রামে যাকে ভোট লুট করতে পাঠানো হয়েছিল, তাকে নিয়েই মিটিং করেছে মোটাভাই।' তাঁর অভিযোগ, ভোট 'স্লো' করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ সহজে ভোট দিতে না পারে। ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে বিজেপির নজরদারি প্রসঙ্গেও সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমার ভবানীপুরেও দায়িত্ব দিয়েছে। আমার বয়েই গেছে। তোরা কাঁচকলা করবি আমার।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। উল্লেখ্য, উত্তরপাড়া কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী এবং সিপিআইএমের হেভিওয়েট প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ফলে এই কেন্দ্রের লড়াই ইতিমধ্যেই ত্রিমুখী রূপ নিয়েছে। নির্বাচনের শেষ লগ্নে উত্তরপাড়ার মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আক্রমণাত্মক ভাষণ স্পষ্ট করে দিল, শেষ মুহূর্তেও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারেই জোর দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী আদৌ ব্রাহ্মণ তো? বিস্ফোরক মন্তব্য মিঠুনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

শান্তিপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাসের প্রচারে পৌঁছান মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার দুপুরে শহরের বেজপাড়া মাঠে হেলিপ্যাডে নেমে প্রার্থীসহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সাথে আলাপচারিতার জন্য যান ভাগীরথী তীরবর্তী তরঙ্গিনী রিসোর্টে-সম্প্রতি যেখানে কিছুদিন আগেই তৃণমূল প্রার্থী ব্রজকিশোর গোস্বামীর হয়ে প্রচারে এসে রাত্রিবাস করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শান্তিপুরে ছোটবেলা কাটানোর স্মৃতি বিজড়িত এবং পৈতৃক ভিটা বউবাজারের বাড়িতে আর যাওয়ার ফুরসত মিলবে না বলেই জানা গেছে; কারণ বর্তমানে নির্বাচনে রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই বিজেপির স্টার ক্যাম্পেইনার হিসেবে রয়েছে তাঁর নাম। তবে শহর নয়, শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়া তড়িৎ সংঘের মাঠে প্রখর রোদ্রের মাঝেই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করেন। বিজেপি আসলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হবে প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে মিঠুন জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী আদৌ ব্রাহ্মণ তো?' অপরদিকে আগামী ২৬-এর নির্বাচনে ২৯ তারিখ পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান। শুধু তাই নয়, এদিন গান গেয়ে এবং নিজের সিনেমার একাধিক ডায়লগ বলে মানুষকে রীতিমতো আনন্দও দেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে সকল সনাতনীদের এক হওয়ার ডাক দিয়ে বিজেপিকে জেতার আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির এই তারকা প্রচারক তথা অভিনেতা। অপরদিকে নদীয়ার শান্তিপুরের বাগআঁচড়া পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত; এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে জয়যুক্ত হওয়া সদস্য শুধুমাত্র একজন, বাকি দুজন নির্দল এবং বাকিরা সকলেই বিজেপি। তবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞরা মনে করছেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একচ্ছত্রভাবে জয়লাভ করানোর উপহার হিসেবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মহাগুরু সান্নিধ্যের ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই পঞ্চায়েত থেকে বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাসের একটি রেকর্ড সংখ্যক ভোট আসে যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নজির সৃষ্টি করে। তবে অপর একটি অংশ অবশ্য মনে করেন, অপেক্ষাকৃতভাবে কম শক্তিশালী কোনো একটি জায়গায় এই সভা হলে আরও কার্যকরী হতো।

তৃণমূলকে হটানোর ডাক

'সীতাভোগ খাইয়ে মোদীজির মিষ্টিমুখ করাব' বর্ধমানে শাহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন। শনিবার বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদারের সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, প্রথম দফার ভোটের পরই স্পষ্ট; পশ্চিমবঙ্গে বড়সড় সাফল্যের পথে এগোচ্ছে বিজেপি। সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চার মেয়ে বর্ধমানের সীতাভোগ খাইয়ে মোদীজির মিষ্টিমুখ করাব'। তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতিরও উল্লেখ উঠে আসে। তিনি দাবি করেন, প্রথম দফার নির্বাচনে বিজেপি ১১০টির বেশি আসনে জয়লাভ করবে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে রাজ্যে 'পদ্মফুলের সরকার' গঠন হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসিক ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে বড় ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে কড়া হুঁশিয়ারি দেন; '৫ তারিখের পর বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে'। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহ অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের ভয় দেখাচ্ছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমাদের প্রাণ থাকতে মতুয়াদের কোনও ক্ষতি হতে দেব না'। একই সঙ্গে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। দাবি করেন, গত কয়েক বছরে প্রায় ৭০০০ কারখানা বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছে। বিজেপি সরকার গঠিত হলে দুই বছরের মধ্যে সেই শিল্প ফের রাজ্যে এনে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। সমগ্র বক্তব্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে অমিত শাহ স্পষ্ট বার্তা দেন; এই নির্বাচনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এবং পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি।

শাহের সভায় গরহাজির গৌরসুন্দর, তুঙ্গে বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা ঘিরে শনিবার সরগরম ছিল জামালপুর। বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদারের সমর্থনে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে যখন হেভিওয়েট নেতাদের মেলা, তখনই সবার নজর কাড়ল একটি শূন্যস্থান। মঞ্চে দেখা মিলল না সদ্য গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানো এককালীন দাপুটে তৃণমূল নেতা গৌরসুন্দর মণ্ডলের। অন্যদিকে সভা শুরুর সময়সূচি ছিল সকাল দশটা। লোক না হওয়ায় সেই সভা শুরু হয় বিকেল তিনটেয়। এরই মাঝে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বিজেপি কর্মী। সেই ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কদিন আগেই শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন গৌরসুন্দর বাবু। কিন্তু সেই যোগদানের খবর চাউর হতেই জামালপুর বিজেপির অন্দরে আড়াআড়ি বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থানীয় নেতৃত্ব কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁদের দাবি ছিল স্পষ্ট; 'দাগি নেতাদের জায়গা দেওয়া চলবে না।' এমনকি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও ওঠে। বিতর্ক আরও উসকে দিয়েছিলেন স্বয়ং বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, গৌরসুন্দরের সঙ্গে পথ চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। খোদ প্রার্থীর এই নাছোড় মনোভাবের পর রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দলের নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতেই হাইপ্রোফাইল মঞ্চ থেকে দূরে রাখা হয় এই নতুন সদস্যকে। অমিত শাহের সভায় গৌরসুন্দর মণ্ডলের অনুপস্থিতি মোটেও কাকতালীয় নয়। এটি জেলা বিজেপির আদি বনাম নব্যের লড়াইয়েরই বহিঃপ্রকাশ। বড় নেতার উপস্থিতিতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা এড়াতেই কি তাঁকে দূরে রাখা হলো, নাকি দল তাঁকে নিয়ে পিছু হঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। জামালপুরের রাজনৈতিক সমীকরণে এই ঘটনা যে নয়া মাত্রা যোগ করল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন দেখার, শাহী সফরের পর জেলা বিজেপি এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল কীভাবে সামলায়।

উত্তর হাওড়ার প্রার্থীকে পাশে নিয়ে বর্ণাঢ্য রোড শো-তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামপুরে আক্রমণ রাহুলের

'মোদি-মমতা দু'জনেই ক্ষমতা চান, মানুষের কাজ চান না'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হুগলি

বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে শ্রীরামপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করতে এসে বিজেপি ও তৃণমূল;উভয় দলকেই একযোগে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্র ও রাজ্য;দুই সরকারের বিরুদ্ধেই কর্মসংস্থান, শিল্পোন্নয়ন ও দুর্নীতির প্রশ্ন তুলে সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়;দু'জনেই সাধারণ মানুষের উন্নয়নের চেয়ে ক্ষমতা দখল ও রক্ষাতেই বেশি আগ্রহী। সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে রাহুল বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি নিজেকে দেশভক্ত বলে দাবি করেন, কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ দেশ বিক্রি করা। গত ১০-১২ বছরে গরিব মানুষের জন্য কিছুই করা হয়নি। যা করা হয়েছে, সবটাই কোটিপতি বন্ধুদের জন্য।' তিনি আরও দাবি করেন, নোটবন্দি ও জিএসটি-র মতো সিদ্ধান্তের জেরে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প, ছোট কারখানা এবং কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। একইসঙ্গে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল। তাঁর বক্তব্য, 'মোদি ভারতে যা করছেন, মমতাজি বাংলায় ঠিক তাই করছেন। তিনি জনতার জন্য কাজ করেন না, কাজ করেন তৃণমূলের গুন্ডাদের জন্য।' চাকরির দুর্নীতি প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'বাংলায় চাকরি পেতে গেলে তৃণমূল নেতার আত্মীয় হতে হবে, না হলে সুযোগ মিলবে না।' শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চলের অতীত গৌরবের প্রসঙ্গও তোলেন কংগ্রেস নেতা। তিনি বলেন, 'একসময় এখানে হিন্দুস্তান মোটরসের কারখানা ছিল, অ্যাম্বাসাডর গাড়ি তৈরি হতো। পাটশিল্প, বড় বড় কারখানা ছিল। আজ সব হারিয়ে গেছে।' তাঁর অভিযোগ, প্রথমে বামফ্রন্ট সরকার এবং পরে তৃণমূল সরকার শিল্পাঞ্চলকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। রাহুল গান্ধীর দাবি, বিজেপি ও তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে একে অপরের বিরোধী সেজে থাকলেও বাস্তবে তারা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। সাধারণ মানুষের রোজগার, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও পক্ষেরই ভাবনা নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীরামপুরের সভা থেকে রাহুলের এই ডাবল আক্রমণ রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

উলুবেড়িয়ায় দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কনভয়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
উলুবেড়িয়া

বিদায়ী মন্ত্রীর পাইলট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেইনারে, আহত পাইলট কারের দুই পুলিশ কর্মী। উলুবেড়িয়া থানার বীরশিবপুর ফ্লাইওভারের কাছে ১৬নং জাতীয় সড়কে শুক্রবার গভীর রাতে ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার পাইলট কারের পুলিশের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও এক কনস্টেবল দুর্ঘটনায় আহত হন।

জানা গেছে, ভোটপ্রচারে বেরিয়ে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কনভয়ে থাকা পাইলট কারের সঙ্গে একটি কন্টেইনারের ধাক্কায় ওই দুই পুলিশ কর্মী জখম হন। ভাগ্যক্রমে অল্পের জন্য রক্ষা পান রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা বিনপুরের প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদা। শুক্রবার রাতে কলকাতায় নির্বাচন প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম থেকে সড়কপথে যাচ্ছিলেন তিনি। রাত ১২টা নাগাদ বীরশিবপুর ফ্লাইওভারের কাছে পুলিশের পাইলট কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কন্টেইনারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। পাইলট কারের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহতদের দ্রুত উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আহতদের দেখতে আসেন দুই বিদায়ী মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও পুলক রায়। আসেন উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে বিদায়ী মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা কলকাতায় রওনা হন।

বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বাদল-এর সমর্থনে জনসভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।বসিরহাট উত্তর গুলাইচন্ডীর মাঠে। ছবি-সঞ্জীব সরকার।

জেপি নাড্ডার রোড শো-তে মানুষের ঢল, 'গেরুয়া ঝড় উঠবেই' দাবি প্রার্থী সুভাষের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

পূর্ব বর্ধমানের রায়না দুই ব্লকে শনিবার বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে চূড়ান্ত উন্মাদনা লক্ষ করা গেল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী তথা রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নেতৃত্বে আয়োজিত রোড শো ঘিরে ভিড় জমায় বিপুল সংখ্যক মানুষ। বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্রের সমর্থনে এই কর্মসূচি ঘিরে এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। রোড শো-তে অংশ নিয়ে জেপি নাড্ডাকে স্বাগত জানিয়ে প্রার্থী সুভাষ পাত্র বলেন, 'রায়নার পুণ্যভূমিতে জেপি নাড্ডা জিকে স্বাগত জানাই। এই তীব্র দাবদাহের মধ্যেও যেভাবে সাধারণ মানুষ দলে দলে যোগ দিয়ে এই বিশাল রোড শো-তে অংশ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের প্রতি আমি কুর্নিশ জানাই।' তিনি আরও দাবি করেন, এই বিপুল জনসমাগমই প্রমাণ করছে যে, রায়নার মাটিতে এবারের নির্বাচনে 'গেরুয়া ঝড়' উঠতে চলেছে। 'পদ্ম ফুটবেই,'; আত্মবিশ্বাসী সুরে জানান তিনি। একই সঙ্গে জেপি নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সুভাষ পাত্র। বিজেপির এই শক্তিপ্রদর্শন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে রোড শো করলেন অনুব্রত মণ্ডল

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য
কাঁকসা

আগামী ২৯ তারিখ দ্বিতীয় দফার নির্বাচন রয়েছে বাংলায়। সেই মতো গলসি বিধানসভার অন্তর্গত কাঁকসা ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েতে নির্বাচন হবে। তাই গলসি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে কাঁকসায় নির্বাচনী প্রচারে রোড শো করেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এদিন হুডখোলা গাড়িতে চেপে শোভাযাত্রায় অংশ নেন প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি,

এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত সহ ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন কাঁকসার দানবাবা মাজার থেকে মিছিল শুরু করে মিছিল শেষ হয় পানাগড় বাজারের গুরুদুয়ারায়। রোড শো শেষ করে এরপর গুরুদুয়ারায় ঢুকে প্রার্থনা করেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখানের গুরুদুয়ারা কমিটির পক্ষ থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের জেতার বিষয়ে আশাবাদী অনুব্রত মণ্ডল জানিয়েছেন, 'প্রথম দফায় ১৩০ পাবেই তৃণমূল। বাকি দ্বিতীয় দফাতেও জিতবে তৃণমূল।' জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করেন অনুব্রত মণ্ডল। রাস্তায় যত এগোনো হয় ততই মানুষের ভিড় দেখা যায়। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখেই নিশ্চিত গলসি বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি বিপুল ভোটে জিতছেন।'

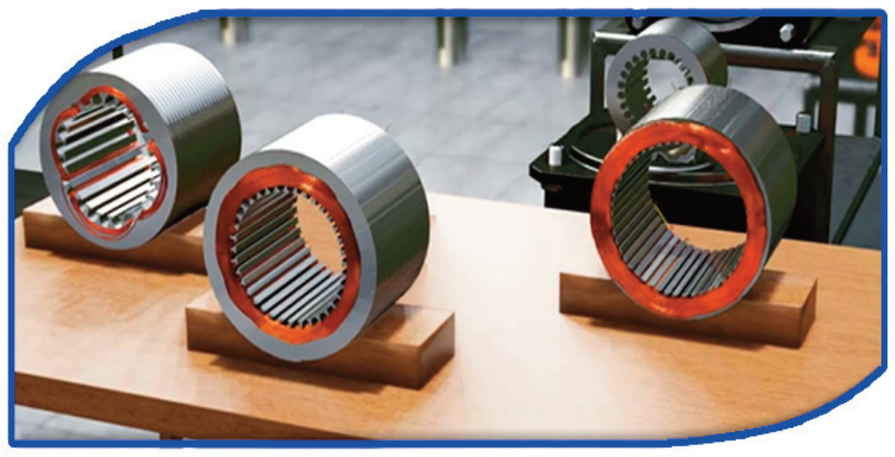

MOTOR, TRANSFORMER
WINDING & SERVICES

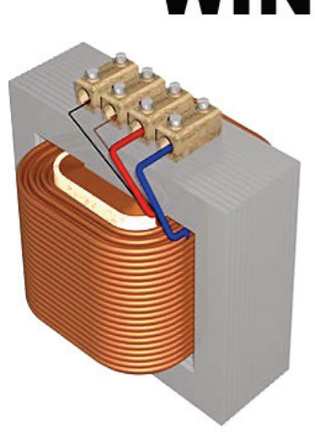

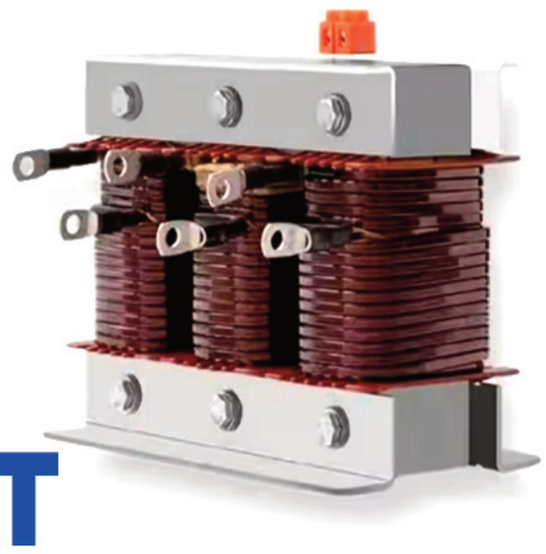

VENKAT
INDUSTRIES
Sister Concern
Krishna Electric
J P AVENUE, DURGAPUR

এই তিন রাশির জাতকদের রুপোর অলঙ্কার পরা উচিত না

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় জ্যোতিষ বিশ্বাস করে রুপোর গয়না সকলের উপযোগী নয়। এতে কিছু ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। রুপো জলের (জল উপাদান) সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন নিজেই ভেবে দেখুন, আগুনে জল ঢাললে কী হবে? অগ্নি উপাদানের রাশির জাতক-জাতিকারা যখন রুপো পরেন, তখন একই সমস্যা দেখা দেয়। এটি তাদের জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। মেষ রাশি বুধের প্রভাব এবং মানসিক চাপ বাড়তে পারে. মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ হলো মঙ্গল, যাকে অগ্নিগোলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই রাশির জাতক-জাতিকারা রুপোর গয়না পরলে তাদের মন প্রায়শই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এর খারাপ দিকগুলো হলো ছোটখাটো বিষয়ে বিরক্তি বেড়ে যায় এবং শুধুমাত্র রাগের কারণে সুপরিকল্পিত কাজও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কর্মজীবনে অগ্রগতিও ধীর হয়ে যেতে পারে। সিংহ রাশি আপনার পকেট খালি থাকতে পারে। সূর্য হলো সিংহ রাশির শাসক গ্রহ। ঠিক যেমন সূর্যের তাপে জল বাষ্পীভূত হয়, তেমনি রূপা সিংহ রাশির আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দিতে পারে। এর পরিণতি কী? সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ে আর্থিক অবস্থার ওপর। অপ্রয়োজনীয় খরচ এতটাই বেড়ে যেতে পারে যে একজন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়তে পারেন। সামাজিক সম্মানও ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ধনু রাশি কর্মক্ষেত্রে বাধা এবং ক্রমবর্ধমান অলসতা আসতে পারে। ধনু রাশির অধিপতি গ্রহ হলো বৃহস্পতি। এ ইরাশির জাতক-জাতিকাদের রুপো পরা, বিশেষ করে গলায় রুপোর চেন পরা থেকে বিরত থাকা উচিত। কী ক্ষতি হতে পারে? এমনটা করলে ভাগ্য আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না এবং ভেতরে ভেতরে অলসতা বেড়ে গিয়ে অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

ভোট দিতে পারলেন না বারাবনির দুই ভোটার, কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
বারাবনি

গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব নির্বাচন। যেখানে একজন ভোটার তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেই উৎসবে শামিল হতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বছর ২৯-এর যুবতী সঞ্চিতা রজক। বৃহস্পতিবার বিকেলে বুথে গিয়ে ভোট দেওয়ার আগেই তিনি দেখলেন ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে লেখা রয়েছে 'পোস্টাল ব্যালট' (পিবি)-এর সিল! ঘটনাটি ঘটেছে বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রের দোমহানি গার্লস হাইস্কুলের ২০৪ নম্বর বুথে। শুক্রবার সঞ্চিতা রজক বলেন, 'বৃহস্পতিবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বিকেল ৪টে নাগাদ বুথে গিয়ে লাইনে দাঁড়াই। ইভিএম বিভ্রাটের কারণে দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করতে হয় আমাকে। অবশেষে যখন আমার ভোট দেওয়ার সময় আসে, তখন বুথে কর্তব্যরত নির্বাচনী আধিকারিক আমাকে ভোট দিতে বাধা দেন।' তিনি আরও বলেন, ভোটকর্মী আমাকে জানান, ভোটার তালিকায় সঞ্চিতা রজকের নামের পাশে 'পিবি বা পোস্টাল ব্যালট' লেখা সীলমোহর রয়েছে। বলা হয় আমি নাকি আগেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়ে দিয়েছি। এমনকি আমাকে একজন 'চাকরিজীবী' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। সঞ্চিতা বর্তমানে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি কোনো সরকারি কর্মী বা নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে তাঁর নামে পোস্টাল ব্যালট ইস্যু হওয়া কার্যত অসম্ভব। সঞ্চিতার দাবি, 'আমি একজন সাধারণ মানুষ। কোনো সরকারি চাকরি করি না। তাহলে আমার নামের পাশে পোস্টাল ব্যালটের সিল এল কীভাবে? আমি বিএলওর সাথে যোগাযোগ করেছি। নির্বাচন কমিশনের টোল-ফ্রি নম্বরে ফোন করে গোটা বিষয়টি বলেছি। ইমেলে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনো সদুত্তর মেলেনি।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও শুধুমাত্র প্রশাসনিক ভুলের কারণে একজন সচেতন নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিজের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ওই যুবতী বর্তমানে অত্যন্ত হতাশ। এদিকে, আরও একটি একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকে। সকাল সকাল ভোট দিতে গিয়ে ৬৫ বছরের ভোটারকে শুনতে হলো তাঁর পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয়ে গেছে। না, তিনি কখনোই কোনো সরকারি দপ্তরে একদিনের জন্য চাকরি করেননি। স্বাভাবিকভাবে ভোটে তাঁর কোনোদিনই ডিউটিও পড়েনি। বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা ৬৫ বছরের ভোটারের নাম অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের বিধানসভা ভোটে তাঁরই জীবনে এমনই এক অভিনব ঘটনা ঘটলো, তাও আবার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে। সরকারি বুথ কর্মীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে অরিন্দমবাবু বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের ৬৫ নম্বর বুথ অগ্রদূত পাঠাগারে ৭৪৮ ক্রমিক সংখ্যার ভোটার। বৃহস্পতিবার সকালে ভোটের লাইনে তিনি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন বুথের ভেতরে ঢোকেন, তখন তাঁর ভোটার কার্ড এবং বুথ স্লিপ দেখে বলা হয় তাঁর পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয়ে গেছে। তা শুনে অরিন্দমবাবু রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়ে বলেন, 'আমি তো সরকারি কর্মচারী নই। কোনোদিন ছিলাম না। আমার পেশা গৃহশিক্ষকতা। তাহলে পোস্টাল ব্যালটে ভোট হলো কী করে? কে আমার এই ব্যালট ভোট দিল?' ক্ষুব্ধ হয়ে অরিন্দমবাবু প্রিসাইডিং অফিসারকে জানালে তিনি বলেন, 'আমার কিছু করার নেই।' ভোট না দিয়ে তারপর তিনি বাইরে এসে পুরো বিষয়টি স্থানীয় তৃণমূল নেতা ব্লকের সহ-সভাপতি বিজয় সিংকে জানান। তিনি তাঁকে বিডিও এবং জেলাশাসককে ব্যাপারটি জানাতে বলেন। সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাসের কাছে তিনি মৌখিকভাবে সকালের দিকেই জানাতে যান। বিডিও তাঁকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলেন। সেই মতো বিকেলে তিনি যাবতীয় তথ্য দিয়ে বিডিওর কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'অভিযোগটি আমি জেলা নির্বাচনী দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি।' কীভাবে এটা হলো, তা তিনি অবশ্য বলতে পারেননি। অরিন্দমবাবুর স্ত্রী জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভয়ংকর গরমে ভোট দিতে না পারার পরে ভোটার কার্ড বুথের স্লিপ জেরক্স করে অভিযোগ লিখে নিয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েন স্বামী। মানসিকভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।' এই প্রসঙ্গে অরিন্দমবাবু জানিয়েছেন, 'লিখিতভাবেই আমি আমার অভিযোগ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিডিও অফিসের আধিকারিকের হাতে জমা দিয়েছি।' স্বাভাবিকভাবেই এইসব ঘটনার পরে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা, তাদের ভূমিকা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার এই ধরনের বড়সড় ত্রুটি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচন কমিশন এই ভুল সংশোধন করে এইসব ভোটারদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করে কি না।

অগ্নিমিত্রার গাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত এক, বিস্ফোরক প্রাক্তন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

ভোটের দিন দুপুরে আসানসোল পুরনিগমের ৮২ নং ওয়ার্ডে বার্নপুরের রহমতনগরে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে হামলার ঘটনায় হিরাপুর থানার পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম আসগর আলি। ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শাসক দলের তরফে শনিবার সরাসরি অগ্নিমিত্রা পালকে কাঠগড়ায় তুলে বলেছে, 'পুরোটাই পরিকল্পনা মাফিক। আগে থেকেই এর স্ক্রিপ্ট তৈরি করা ছিল। সেই মতো তা ঘটানো হয়েছে।' আরও দাবি করা হয়েছে, 'ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম করতে একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।' শনিবার সকালে রানিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলি আসানসোল ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের রহমতনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের দিন, ২৩ এপ্রিল, বার্নপুরের রহমতনগরে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে পাথর ছোড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু বিষয় তুলে ধরেন। সোহরাব আলি বলেন, 'অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেছেন যে শেখু এবং সাবির নামে দুজন ব্যক্তি তাঁর গাড়িতে পাথর ছুড়েছে। শেখু এবং সাবিরকে পাথর ছুড়তে তিনি নিজে দেখেছেন নাকি অন্য কেউ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছে, তা তাকে জানাতে হবে। যদি অন্য কেউ তাঁকে এ বিষয়ে জানিয়ে থাকে, তাহলে শেখু এবং সাবির তাঁর গাড়িতে পাথর ছুড়েছে, এই কথা কে তাঁকে বলেছে, তা অগ্নিমিত্রা পালকে প্রকাশ করতে হবে।' সোহরাব আলি বলেন, 'সেখানে পাওয়া ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে অগ্নিমিত্রা পাল যখন তাঁর বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মোবাইল ফোনে একটি মেসেজ আসে। যেটি তিনি পড়েন। সেটি পড়ার পর তিনি শেখু ও সাবিরের নাম উল্লেখ করেন। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থীকে জানাতে হবে, কে তাকে মেসেজটি পাঠিয়েছিল এবং এই দুই ব্যক্তির নাম জানিয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, তার কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে হামলার ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে চালানো হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় আসগর আলি নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। আসগর আলিকে জিজ্ঞাসাবাদেই এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হবে। তিনি অভিযোগ করেন, 'অগ্নিমিত্রা পাল নিজেই হয়তো তার গাড়িতে এই হামলা চালানোর জন্য টাকা দিয়েছেন। যদি বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে রহমতনগরে হামলা হতো, তাহলে হামলার জায়গায় গাড়ির ভাঙা কাঁচের টুকরো মাটিতে পড়ে থাকত।

কিন্তু সেরকম কিছুই দেখা যায়নি।' তিনি আরও বলেন, বিজেপি প্রার্থীর প্রথম গাড়ির পরে, তিনি দ্বিতীয়বার অন্য একটি গাড়িতে আসেন। তিনি যখন তার গাড়িতে আসেন, তখন সেই গাড়ির পেছনের কাঁচ আগে থেকেই ভাঙা ছিল। শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার জন্য এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা ছিল।' সোহরাব আলি পুরো ঘটনাটির তদন্তের দাবি করে বলেন, 'এর জন্য যে বা যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদি অগ্নিমিত্রা পাল এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থেকে থাকেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' সোহরাব আলি এই পুরো ঘটনায় সৈয়দ আতিস ওরফে রিঙ্কু এবং কাশিম আশরাফি বা চীনার জড়িত থাকার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনার সঙ্গে আমার ভাইপো ও তার এক বন্ধুর নাম জড়ানো হচ্ছে। পুলিশের উচিত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা। তারপরেই সত্য প্রকাশ পাবে।' তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, 'অগ্নিমিত্রা পাল ২০২১ সালেও একই ধরনের কাজ করেছিলেন। ২০২৬ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন।' সোহরাব আলি প্রশ্ন তোলেন যে, '২৩ এপ্রিল এই জেলার নয়টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। কিন্তু কোথাও থেকে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে প্রতিবার অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে এমন ঘটনা কেন ঘটে? বিজেপি প্রার্থীকে এর জবাব দিতে হবে।' এদিকে, অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, 'যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি, তাদের কাউকে ধরা হয়নি।

অন্য একজন গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাবশালী হওয়ায় তার ভাইপোকে পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই ধরেনি।' তিনি বলেন, 'সবাই জানে সেদিন কী ঘটনা ঘটেছিল।

কৈলাশকে বিপুলভাবে জয়ী করুন ছয় মাসের মধ্যে বালিতেও পুরভোট

প্রতিশ্রুতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

কৈলাশ মিশ্রকে বিপুলভাবে জয়ী করুন, বালির 'রাশ' আমার হাতে থাকবে; আহ্বান অভিষেকের। এমনকি, ডায়মন্ড হারবারের মতো বালিতেও হবে উন্নয়ন। ৬ মাসের মধ্যে বালিতে পুরভোট করানো হবে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্রের সমর্থনে শনিবার বিকেলে বালি এ.সি. মাঠে এক জনসভায় ওই মন্তব্য করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বালির এই মাঠে সভা মানেই বালি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় অনিবার্য। বালিতে নিকাশির সমস্যা রয়েছে সেটা শুনেছি। রাস্তাঘাটের কিছু সমস্যা রয়েছে। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা করার রাস্তাগুলোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। আগামী দিনে তৈরি করার দায়িত্ব আমার। আমি কথা দিয়ে গেলাম। আমি যেভাবে আমার লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের জোয়ার এনেছি, যেভাবে সমস্যার সমাধান করেছি বালিও এর ব্যতিক্রম হবে না; আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। এই নির্বাচন শুধু বিজেপিকে হারানোর নির্বাচন নয়। নির্বাচনে জেতা তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য নয়। নির্বাচনে জিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন করাই তৃণমূলের লক্ষ্য। বিজেপির যে প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন মধ্য হাওড়ার মানুষ, তাঁকে আবার বালিতে প্রার্থী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি একবার হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্রে হেরেছেন, এবার বালিতেও হারবেন। আমি বালির সার্বিক দায়িত্ব দায়ভার নিয়ে যাচ্ছি; কথা দিয়ে গেলাম। পাঁচ বছর ধরে যারা আমাদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে, এবারের নির্বাচন তাদের যোগ্য জবাব দেওয়ার নির্বাচন। আমরা যে রিপোর্ট কার্ড বালির জন্য দিয়েছি, ওরা তার পাঁচ শতাংশ কাজও যদি করে থাকে তাহলে আমি ভোট চাইতে বালিতে আসব না। বিধানসভা ভোটের ছয় মাসের মধ্যে বালি পুরসভার নির্বাচন হবে। বালিতে কৈলাশকে বিপুলভাবে জয়ী করুন, বালির রাশ আমার হাতে থাকবে। যারা বাঙালিদের অপমানিত করেছে, মনীষীদের অপমানিত করেছে, বাংলার মানুষ তাদের এবার উপযুক্ত জবাব দেবে।' প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, 'শুধু ভোটের সময় এখানে এলে হবে না, সারা বছর আসতে হবে। শুধু ভোটের সময় এসে ঝালমুড়ি খেলে হবে না। বাংলায় ১ কোটি ১২ লক্ষ কর্মসংস্থান এমএসএমই-র ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার তৈরি করেছে। যদি আমি মিথ্যে কথা বলে থাকি মামলা করে আমাকে জেলে ঢোকান। এটা আমার পাড়া, আমার মাটি। আর তুমি গুজরাট থেকে এসে আমাকে ধমকাবে-চমকাবে? এসআইআর-এর লাইনে দাঁড় করিয়ে যেভাবে মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে, নোটবন্দির নাম করে যেভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে, আগামী ২৯ তারিখ আপনাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। যেদিন মানুষ চাইবে না, সেদিন ওদের দম্ভ-অহংকার চূর্ণ হতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না। মানুষের ক্ষমতার কাছে কারও ক্ষমতা টেকে না।' অভিষেক আরও বলেন, 'চার তারিখ ভোটবাক্স খুলবে আর পদ্মফুল সব সরষে ফুল দেখবে। ওরা সব ভোকাট্টা হবে। কৈলাশকে ২৫,০০০-এর বেশি ভোটে জেতাতে হবে। আগে যা ছিল বাম এখন হয়েছে রাম। নতুন বোতলে পুরনো মদ। প্রথম দফায় ভোটে সেঞ্চুরি পার হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ডবল সেঞ্চুরিও পার করতে হবে। যারা মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, ধর্ম নিয়ে তাদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই।' এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, যুবসাথী সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বালির রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'যদি ১৬টা বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রত্যেক বাড়িতে মায়েদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। বিজেপির গ্যারান্টি মানে নো ওয়ারেন্টি। ওরা বাংলা কথা বলতে পারে না, বাংলা লিখতে পারে না, বাংলা পড়তে পারে না। জ্ঞানেশ কুমারকে চ্যালেঞ্জ করছি, যে ৯০ লক্ষ নাম বাদ গেছে তার মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি রোহিঙ্গা দেখাতে পারবেন না। এর জবাব বাংলার মানুষ দেবে ৪ তারিখ। যদি বাংলার প্রতি কারও এতটুকু আনুগত্য বা মাটির প্রতি ভালবাসা থাকে তাহলে বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে হবে। এদের 'বলো হরি, হরি বোল, বাংলা বিরোধীদের খাটে তোল' বলে বিদায় দিতে হবে।' এদিনের সভায় বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র ছাড়াও দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এর পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম চৌধুরীর সমর্থনে শনিবার সালকিয়া বাবুডাঙ্গা মোড় থেকে পিলখানা মোড় পর্যন্ত এক রোড শো-র আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনর্নির্বাচন নয়, এখন দ্বিতীয় দফার ভোটে নজর কমিশনের

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

'পুনর্নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন হয়নি তাই প্রথম দফার নির্বাচনে রি-পোল হয়নি। প্রতি মুহূর্তে যা অভিযোগ এসেছে, তার ভিডিও ফুটেজ আমরা খতিয়ে দেখেছি। তাতে আমরা সন্তুষ্ট।' দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে আরামবাগে নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে এমনটাই জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ আগরওয়াল।

'আগেই আমরা বলে দিয়েছিলাম বুথে কোনো অভিযোগ এলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার কেন্দ্রীয় বাহিনীর। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোটার ছাড়া কেউ ঢুকতে পারেনি। নাগরিকের ভোট সুরক্ষিত আছে। সব বুথে ক্যামেরা ছিল।' স্ট্রং রুম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'এবারই প্রথম বাংলায় ইভিএমে জিপিএস ট্র্যাকিং রয়েছে। তাই কোনো অসুবিধা নেই। রিজার্ভ ইভিএম, লাইট নিয়ে কিছু অভিযোগ এসেছিল, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।' এদিন সমস্ত রাজনৈতিক দল, পুলিশ অবজার্ভার, প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে আরামবাগের একটি বেসরকারি হোটেলে বৈঠক করেন মনোজ আগরওয়াল।

বৈঠকের পর বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় দফা ভোটের জন্য কমিশন সম্পূর্ণ তৈরি।' এদিন বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বলেন, 'আমরা বেশকিছু অভিযোগ জানিয়েছি। উনি সেগুলো সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

ডেবরায় খাল দখল ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ

সরকারি খাল দখল করে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়াগড় মৌজা এলাকা।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডেবরা

সরকারি খাল দখল করে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়াগড় মৌজা এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে শতাধিক গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চরম উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে সরকারি খালের উপর কংক্রিটের পিলার বসিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে কাজ বন্ধের দাবি তোলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। গ্রামবাসীদের আরও দাবি, গুড্ডু সিং নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ব্যবসা করছেন এবং এর আগেও সরকারি খাল দখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, খাল দখলের জেরে বর্ষার সময় নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে প্রায় ২০০-রও বেশি পরিবার প্রতি বছর জলবন্দি হয়ে দুর্ভোগে পড়েন। রবিবার নতুন করে খালের উপর নির্মাণকাজের খবর সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ মানুষজন পথে নামেন। পরে ডেবরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি, দ্রুত সরকারি খাল দখলমুক্ত করতে হবে এবং এলাকায় স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিও ওঠে। এই বিষয়ে ডেবরা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক প্রিয়ব্রত রাড়ী জানান, 'বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে। সেচ দপ্তরের একটি দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পথ দুর্ঘটনায় আহত যুবকের ন্যায়বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
তাপসপুর

শুক্রবার বীরভূমের সদাইপুর থানার তাপসপুর মোড়ে যে দুর্ঘটনাটি ঘটে, বর্তমানে গুরুতর জখম যুবক দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

এদিকে শুক্রবারের ওই ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘাতক গাড়িসহ দুজনকে ধরে ফেলে। অভিযোগ, অভিযুক্ত দুজন ঘটনার কথা স্বীকার করলেও কাল রাতে 'প্রভাবশালী'দের ছেড়ে দেওয়া হয়। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে এবং আহত যুবকের চিকিৎসার ক্ষতিপূরণের দাবিতে আজ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের তাপসপুর মোড়ে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ হয়।

ঘটনাস্থলে সদাইপুর থানা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ ওঠে।

কাটোয়ায় যোগীর সভায় ফাঁকা চেয়ার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় যোগী আদিত্যনাথের জনসভা ঘিরে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে।

বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষের সমর্থনে সকাল ১১টায় সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, যোগী আদিত্যনাথ পৌঁছান প্রায় ২টোয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও সভাস্থলে চোখে পড়ে বহু ফাঁকা চেয়ার, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি প্রত্যাশার তুলনায় কম হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে সংগঠনের প্রস্তুতি ও স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। বিশেষ করে সভাস্থলে পর্যাপ্ত আচ্ছাদনের অভাব নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেকে। যদিও আয়োজকদের দাবি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত সভা জমে উঠবে। এখন দেখার, এই জনসভা শেষমেশ কতটা জনসমাগম টানতে পারে এবং তা নির্বাচনী সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে।

আসানসোলে ভোট-পরবর্তী হিংসা

কংগ্রেস সমর্থককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

মাত্র দুদিন হলো রাজ্যে প্রথম দফায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি সহ ১৫২টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। তার মধ্যেই শুক্রবার রাতে আসানসোলে এক কংগ্রেস সমর্থককে স্ত্রী ও সন্তানের সামনে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শাসক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ সরাসরি করেছেন আসানসোল উত্তর বিধানসভার কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি। তাঁর কথায়, 'এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজন ২২ নং ওয়ার্ডের শাসক দলের কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ ও কল্যানপুর হাউজিং এলাকার বাসিন্দা।' যদিও, শাসক দলের তরফে রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন ওরফে দাসু ও আসানসোল পুরনিগমের ২২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিমেষ ওরফে অনির্বাণ দাস এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি ও দলের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন। আসানসোল দক্ষিণ থানার (পিপি) বিবেকানন্দ সরণি বা সেনরেল রোডের অনন্যা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা মৃত কংগ্রেস সমর্থকের নাম দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় (৪২)। অনন্যা কমপ্লেক্সের মেন গেটের সামনে লাগানো সিসি ক্যামেরায় ওই যুবককে মারধর যে করা হচ্ছে, তার ফুটেজ ধরা পড়েছে। তাতে তিনজনকে তাকে মারধর ও ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়ার ছবি ধরা পড়েছে। তাতে যুবকের স্ত্রী ও ছেলেকে যারা মারছে, তাদেরকে না মারতে অনুরোধ করারও ছবি দেখা যাচ্ছে। শনিবার সকাল এগারোটার পরে কংগ্রেস সমর্থকের দেহ নিয়ে প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি ও তাঁর ইলেকশন এজেন্ট শাহ আলম খান সহ কংগ্রেস নেতা ও কর্মী এবং পরিবারের সদস্যরা আসানসোল দক্ষিণ থানা পিপিতে আসেন। তাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান। খবর পেয়ে পুলিশ আধিকারিকরা সেখানে আসেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে গোটা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। বিকেল চারটের পরে পুলিশ মৃতদেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত যুবকের স্ত্রী প্রাথমিকভাবে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। রবিবার সকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গোটা ঘটনাটি ঠিক কী, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে, এই ঘটনায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। জানা গেছে, রাত দুটো নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। সেই খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ সেখানে যায়। সেই সময় কংগ্রেস সমর্থক আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। পুলিশ তাকে তাঁর স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলে। যারা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ, তাদেরকে পুলিশ সেখান থেকে চলে যেতে বলে। তাদেরকে পুলিশ আটক করা বা আহত যুবকের চিকিৎসা; কোনোটাই পুলিশ করেনি বলে অভিযোগ। আরো জানা গেছে, পুলিশের কথা মতো দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর স্ত্রী পিয়ালি চট্টোপাধ্যায় রাত দুটোর পরে বাড়ি নিয়ে যান। তারপর সে শুয়ে পড়ে। শনিবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত সে ঘুম থেকে ওঠেনি। তারপর স্ত্রী তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখেন, সে অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তার কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এরপর পিয়ালিদেবী অনন্যা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডিকে ফোন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বাড়িতে পৌঁছান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি বলেন, 'শনিবার রাতে এই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের মদদপুষ্ট গুন্ডারা দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর হামলা করে। তাঁকে এতটাই নির্মমভাবে মারধর করা হয় যে, তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। দেবদীপের পরিবার রাতে আমাকে খবর দেয়নি। এদিন সকালে ঘটনাটি জানতে পেরে আমি তার বাড়িতে যাই। তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।' কংগ্রেস প্রার্থী আরো বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা দেবদীপকে এমন মারে ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, যার ফলে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দেহ আসানসোল দক্ষিণ থানার (পিপি) সামনে রাখা হয়েছিল। আমাদের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে শনাক্ত হওয়া অপরাধীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত দেহ সরানো হবে না বলে দাবি করে বিক্ষোভ চলে। পরে পুলিশ আশ্বাস দেয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনজনকে শনাক্ত করেছি। তাদের নাম দিয়ে স্ত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে। কারণ তার সামনে পুরো ঘটনাটি ঘটেছে।' কংগ্রেস নেতা শাহ আলম বলেন, 'অনন্যা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়কে শুক্রবার রাতে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ গুন্ডারা নৃশংসভাবে খুন করেছে।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, 'টিএমসির গুন্ডারা এতটাই নির্ভীক হয়ে উঠেছে যে তারা কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না। তবে, তিনি স্পষ্টভাবে জানান যে সিসিটিভিতে ধরা পড়া অপরাধীদের পুলিশ গ্রেফতার না করা পর্যন্ত দক্ষিণ থানায় আন্দোলন চলবে।' এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি. শিবদাসন ওরফে দাসু বলেন, 'শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট দলকে ভোট না দেওয়ার কারণে আসানসোল শহরে কাউকে খুন করা হতে পারে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।' তিনি আরো বলেন, 'কংগ্রেস দলের কোনো ইস্যু নেই। তাই তারা এই ধরনের মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, এই মুহূর্তে এটা বলা যায় না যে পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে কাজ করছে। কারণ বর্তমানে নির্বাচন কমিশন পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি বলেন, পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্ত করবে এবং যে দোষী হবে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির বা আমার দলের কোনো সম্পর্ক নেই। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে যা বুঝেছি, তাতে যে মারছিল তাকে আমি চিনি না। তবে যে বাঁচাতে যায়, সে আমার দলের কর্মী।' তিনি আরো বলেন, 'পুলিশ যখন খবর পেয়ে রাতে সেখানে যায়, তখন পুলিশের উচিত ছিল, আহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো ও মারধর করা যুবকদের আটক করা। আমি আশা করব, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করবে।' জানা গেছে, শুক্রবার রাতে দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় মোটরবাইক করে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে কোনো জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যান। রাত দুটো নাগাদ তিনি ভগত সিং মোড় হয়ে অনন্যা কমপ্লেক্সে ফিরছিলেন। তখন ভগত সিং মোড়ে তার সঙ্গে কোনো চারচাকা গাড়ির আরোহীদের বচসা হয়। এরপর ওই আরোহীরা তাকে পিছু ধাওয়া করে অনন্যা কমপ্লেক্সে আসে। তখন সেখানে কথা কাটাকাটি ও বাদানুবাদ হয়। তারপর তাকে সেখানে মারধরের ঘটনা ঘটে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটেছে। এক যুবককে মারধর করা হয়েছে। পরে তার মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। রাজনীতির সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজনকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। রবিবার সকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে।' তবে, এই ঘটনা নিয়ে আসানসোলে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রক্তের সংকট মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, ত্রাতা যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

ভোটের মরসুমে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। দুদিন ধরে ও নেগেটিভ রক্তের সংকটে আটকে ছিল সবং থানার দশগ্রাম এলাকার সাকিনা খাতুন নামে এক প্রসূতির সিজার। খবর পেয়ে গুড়গুড়িপাল থানার বেড়াপাল থেকে রক্ত দিতে গেল বিকাশ আদক নামে এক যুবক। ভোট শেষ, এবার রক্তদান উৎসব শুরু হোক-চাইছেন রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা। ভোটের প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গরম; তাই রক্তদান শিবিরগুলি বন্ধ ছিল। ফলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। এমনকি ব্লাড ব্যাংকগুলিতে 'বি' পজিটিভ রক্তও পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা সমস্যায় পড়েছেন।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 25-04-2026 20:58 Page 12

হার্দিকের ‘ডাব্বা’ অধিনায়কত্ব নিয়ে শ্রীকান্তের নজিরবিহীন আক্রমণ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলের চলতি মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরম্যান্স নিয়ে চারদিকে সমালোচনার ঝড় বইছে। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারের পর এবার অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। সাতটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হেরে কার্যত খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে মুম্বই। এই পরিস্থিতির জন্য হার্দিকের অধিনায়কত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। শ্রীকান্ত সরাসরি হার্দিকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ‘ডাব্বা অধিনায়কত্ব’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্তই ছিল ভুল। একমাত্র কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রান তাড়া করে জেতা ছাড়া মুম্বই প্রতিবারই লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীকান্তের দাবি, টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নিলে অন্তত তিলক বর্মা বা সঞ্জু স্যামসনদের মতো একক প্রচেষ্টায় বড় রান করার সুযোগ থাকে, যা হার্দিক হাতছাড়া করেছেন। ম্যাচের কৌশলগত ভুল নিয়েও সরব হয়েছেন শ্রীকান্ত। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে হার্দিক নিজে দুই ওভার বল করে ৩৮ রান খরচ করেন। এরপর গুরুত্বপূর্ণ শেষ ওভারগুলোতে নিজে বল না করে ২১ বছরের তরুণ কৃশ ভগতের হাতে বল তুলে দেন তিনি। কৃশ তাঁর দুই ওভারে ৩১ রান দিলেও অভিজ্ঞ হার্দিক কেন বল হাতে এগিয়ে এলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীকান্ত। তাঁর কথায়, যিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে শেষ ওভারে বল করে সাফল্য পেয়েছেন, তিনি আইপিএলে বল করতে কেন ভয় পাচ্ছেন? হার্দিককে ‘রান ফিডার’ বা রান বিলিয়ে দেওয়া বোলার হিসেবে অভিহিত করে শ্রীকান্ত জানান যে, অধিনায়ক বল হাতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন, তেমনই ব্যাটের সাথে বলের সংযোগ ঘটাতেও তিনি রীতিমতো হিমশিম খ াচ্ছেন। এই মানসিক জড়তাকেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে মনে করছেন তিনি। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে চরম সঙ্কটে রয়েছে মুম্বই।

শুরুর দিকে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৯৯ রানের বড় জয় পেলেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। টানা চারটি ম্যাচ হেরে তাদের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা লেগেছে।

আগামী ২৯ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সেই ম্যাচে হার্দিক পাণ্ড্য নিজের অধিনায়কত্ব এবং পারফরম্যান্স দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার। তবে আপাতত শ্রীকান্ত্তে ম্র মতো প্রাক্তন তারকাদের কড়া সমালোচনা যে হার্দিক এবং মুম্বই শিবিরের ওপর চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চিন্নাস্বামীর মাঠে বিরাটের ব্যাটিং বিক্রমের দিনে মুম্বইয়ের এই হতশ্রী দশা সমর্থকদেরও রীতিমতো হতাশ করেছে।

খেতাবি লড়াই থেকে দূরে আলকারাজ

কবজির চোট কেড়ে নিল ফরাসি ওপেনে হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টেনিস দুনিয়ায় বড়সড় দুঃসংবাদ। চোটের কারণে এবারের ফরাসি ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। শুক্রবার রাতে নিজের সমাজমাধ্যমে এই বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিশ্ব টেনিসের এই তরুণ তুর্কি জানান, কবজির চোট পুরোপুরি না সারায় তিনি কেবল ফরাসি ওপেনেই নয়, বরং রোম মাস্টার্স থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন। চলতি মাসের শুরুতে বার্সেলোনা ওপেনে খেলার সময় তাঁর কবজিতে চোট লেগেছিল। যদিও সেই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে তিনি অটো ভার্চানেনকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু চোটের গুরুত্ব বুঝে পরে বাধ্য হয়েই লড়াই ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় তাঁকে। এরপর গত ১৭ এপ্রিল মাদ্রিদ মাস্টার্স থেকেও তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন, যা তাঁর রোলাঁ গারোয় খেলা নিয়ে প্রবল সংশয় তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার পর আলকারাজ এবং তাঁর দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন যে, তড়িঘড়ি কোর্টে ফেরাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বর্তমানে বিশ্ব ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ২২ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ তারকা গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতে কনিষ্ঠতম পুরুষ খে লোয়াড় হিসেবে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পূর্ণ করার বিরল নজির গড়েছিলেন। চলতি মরসুমে তাঁর জয়ের রেকর্ডটিও অত্যন্ত ঈর্ষণীয়, যেখানে ২২টি জয়ের বিপরীতে মাত্র ৩টি ম্যাচে তিনি পরাজিত হয়েছেন এবং দোহায় একটি খেতাবও জিতেছেন।

তবে গত ১২ এপ্রিল মন্টে কার্লো মাস্টার্সের ফাইনালে জ্যানিক সিনারের কাছে হারের পর তিনি নিজের এক নম্বর তকমা হারিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে টানা দু'বার লাল মাটির কোর্টে সেরার শিরোপা উঠেছিল আলকারাজের মাথায়।

বিশেষ করে গত বছরের ফাইনালে সিনারের বিরুদ্ধে তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে যেভাবে তিনি খেতাব রক্ষা করেছিলেন, তা টেনিস ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক আলকারাজ নিজের পোস্টে লিখেছেন যে, এটি তাঁর জন্য এক অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল সময়, তবে তিনি নিশ্চিত যে যথাযথ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন। আপাতত তিনি এবং তাঁর দল চোটের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে কবে ও কোথায় তিনি প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরবেন তা স্থির করবেন। টানা দু'বারের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়কে ছাড়াই এবার ফরাসি ওপেনের আসর বসতে চলায় হতাশ টেনিস অনুরাগীরা।

অ্যালকারাজ ছাড়াও আইপিএল এবং ভারতের রাজনৈতিক ময়দানেও আজ উত্তাপ ছিল তুঙ্গে। বিরাটের ব্যাটে ভর করে বেঙ্গালুরু যখন জয়ের সরণিতে ফিরেছে, ঠিক তখনই আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিল্লির রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা।

শিক্ষাক্ষেত্রেও সিইউইটি পিজি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় খুশির হাওয়া পরীক্ষার্থী মহলে। সব মিলিয়ে খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির আঙিনা; আজ খ বরের শিরোনামে ছিল একাধিক বড় ঘটনা। তবে টেনিস সার্কিটে আলকারাজের অনুপস্থিতি যে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই তরুণ তুর্কি কত দ্রুত সুস্থ হয়ে পুনরায় কোর্টে দাপিয়ে বেড়ান।

সঞ্জু-ঝড়, শশী থারুরের ছন্দময় পঙক্তিতে বন্দিত চেন্নাইয়ের নায়ক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আইপিএলের মঞ্চে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ঘরের মাঠে ৫৪ বলে অপরাজিত ১০১ রানের এক রাজকীয় ইনিংস খেলে ক্রিকেট দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। তাঁর এই ব্যাটিং বিক্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে সমাজমাধ্যম এক্স-এ এক অনবদ্য কাব্যিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রখ্যাত কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। থারুর তাঁর লেখনীতে সঞ্জুর ব্যাটিংকে এক আভিজাত্যপূর্ণ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তাঁর মতে, জয়পুর থেকে ওয়াংখেড়ে কিংবা ডারবান থেকে চিপক; সর্বত্রই সঞ্জুর ব্যাটিংয়ের মধ্যে এক সহজাত আভিজাত্য এবং কবজির জাদুকরী মোচড় লক্ষ্য করা যায়। থারুর লিখেছেন, সঞ্জু যখন ছন্দ খুঁজে পান, তখন তিনি স্রেফ মাঠ শাসন করেন না, বরং দর্শকদের মোহিত করে রাখেন। তাঁর এই ব্যাটিংয়ে কোনও পেশিবহুল আস্ফালন নেই, আছে স্রেফ তুলির টানের মতো নিখুঁত টাইমিং। এদিনের ম্যাচে ১০টি চার এবং ৬টি বিশাল ছক্কায় সাজানো ছিল সঞ্জুর ইনিংস। ইনিংসের শেষ ওভারে তরুণ বোলার কৃশ ভগতকে ছক্কা ও চার মেরে তিনি আইপিএল কেরিয়ারের পঞ্চম শতরানটি পূর্ণ করেন। এই কৃতিত্বের সাথে সাথেই তিনি প্রথম চেন্নাই ব্যাটার হিসেবে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শতরান করার রেকর্ড গড়লেন।

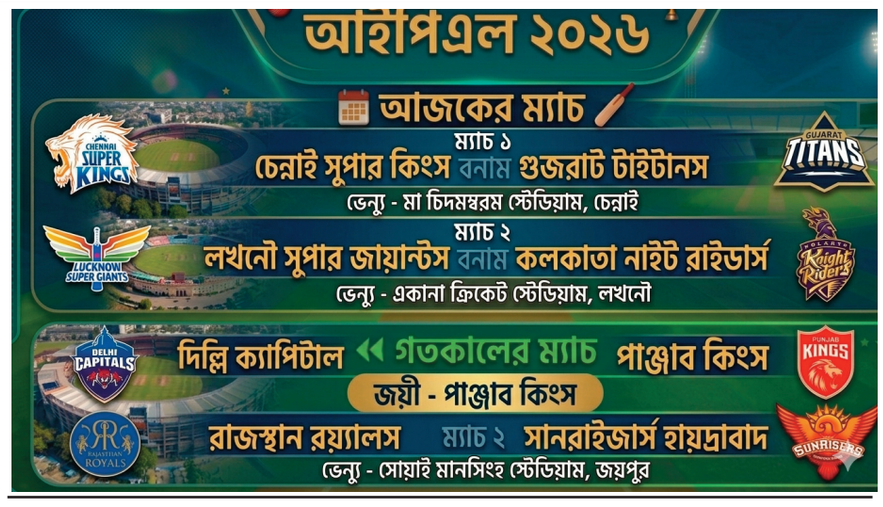

চিন্নাস্বামীতে বিরাটের রাজকীয় ব্যাটিং

তিনশো ছক্কার রেকর্ড গড়ে গুজরাতকে চূর্ণ করল বেঙ্গালুরু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আবারও দেখা গেল সেই চেনা বিরাটোচিত মেজাজ। আইপিএলের চলতি মরসুমে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেটে এক অভাবনীয় জয় ছিনিয়ে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০৬ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সাত বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরসিবি। এই জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন বিরাট কোহলি এবং দেবদত্ত পাড়িক্কাল। বিরাট এদিন ৮১ রানের এক ঝকঝকে ইনিংস খেলেন এবং পাড়িক্কালের সাথে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৫ রানের এক মহাগুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। পাড়িক্কাল মাত্র ২৭ বলে ৫৫ রান করে বিরাটের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেন। এই ম্যাচেই বিরাট কোহলি আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে তিনশোটি ছক্কা মারার অনন্য এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন। বর্তমানে তাঁর মোট ছক্কার সংখ্যা ৩০৩। তাঁর আগে কেবল ক্রিস গেইল (৩৬০) এবং রোহিত শর্মা (৩১০) এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পেরেছেন। বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ সমাজমাধ্যম এক্সে লিখেছেন যে, বিরাটের এই সাফল্য এক কথায় অবিশ্বাস্য। কাইফের মতে, কোহলি জন্মগতভাবে বড় ছক্কা মারার ব্যাটার নন, কিন্তু আধুনিক ক্রিকেটের প্রয়োজনে তিনি যেভাবে নিজের খেলার ধরনে পরিবর্তন এনেছেন তা সত্যিই শিক্ষণীয়। তাঁর এই অভিযোজন করার ক্ষমতা এবং নিজের স্বস্তির জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে লড়াই করার সাহসই তাঁকে মহান করে তুলেছে। মহম্মদ কাইফ আরও উল্লেখ করেন যে, আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের চাহিদা মেটাতে বিরাট কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং নিজের খেলার বিবর্তন ঘটিয়েছেন যা আজ তাঁর সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। বিরাটের এই লড়াই ও উত্তরণ বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের কাছে এক বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে। ম্যাচের শুরুতে গুজরাত টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করে তিন উইকেটে ২০৫ রানের পাহাড় গড়েছিল। সাই সুদর্শন মাত্র ৫৮ বলে এক অনবদ্য শতরান করে ইতিহাস গড়েন। তিনি আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে দুই হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন। তবে শেষ তিন ওভারে বেঙ্গালুরুর বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের কারণে গুজরাত প্রত্যাশিত রান তুলতে ব্যর্থ হয়। জশ হ্যাজেলউড এবং ভুবনেশ্বর কুমাররা টানা আঠারোটি বলে কোনও বাউন্ডারি দেননি, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সহায়ক হয়। কোহলি ম্যাচ শেষে পাড়িক্কালের প্রশংসা করে জানান যে দেবদত্ত যেভাবে ব্যাট করেছেন তাতে দলের ওপর থেকে চাপ কমে গিয়েছিল।

তিনি আরও জানান যে দলে টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড এবং ক্রুণাল পাণ্ড্যর মতো মারকুটে ব্যাটার থাকায় তাঁরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে পেরেছেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বেঙ্গালুরু, অন্যদিকে গুজরাত টাইটান্স সপ্তম স্থানেই থমকে রইল। চিন্নাস্বামীর দর্শকরা বিরাটের এই দাপুটে পারফরম্যান্স দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। কোহলিও ঘরের মাঠে ভক্তদের সামনে পুনরায় খেলতে পেরে তাঁর আনন্দের কথা জানান। সব মিলিয়ে এক জমজমাট ক্রিকেট যুদ্ধের সাক্ষী থাকল বেঙ্গালুরু।

বিসিএলের আঙিনায় তিন শতরানের দাপট, জয়ের রথে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) প্রথম রাউন্ডেই ঘরোয়া ক্রিকেটের আকাশে দেখা গেল প্রতিভার উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ। সিলেট ও সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত এই লড়াইয়ে মাঠ কাঁপালেন ব্যাটাররা, আর তাঁদের ব্যাটে ভর করেই দাপুটে জয় তুলে নিল উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। বিশেষত, আমিতে হাসান, প্রীতম কুমার ও আকবর আলির শতরানগুলি জাতীয় দলের নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়ার জোরালো বার্তা দিয়ে রাখল। সিলেটের মূল স্টেডিয়ামে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের লড়াইয়ে এক নাটকীয় মোড় নিল আমিতে হাসানের অন্তর্ভুক্তি। চোট পাওয়া জাকের আলির পরিবর্তে ‘কনকাশন সাবস্টিটিউট’ হিসেবে মাঠে নেমে আমিতে বুঝিয়ে দিলেন সুযোগের সদ্ব্যবহার কাকে বলে। প্রায় পৌনে সাত ঘণ্টার ধৈর্যশীল ইনিংসে ১৬২ রানের এক মহাকাব্য লিখে তিনি পূর্বাঞ্চলকে পৌঁছে দিলেন ৪৬৩ রানের পাহাড়প্রমাণ শিখরে। এই লড়াইয়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিলেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম ও ইয়াসির আলি। এরপর বোলারদের দাপটে, বিশেষ করে ইবাদত হোসেন ও হাসান মাহমুদদের তোপে মাত্র ১০৩ রানেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রতিরোধ। ফলে ইনিংস ও ৫৩ রানের এক বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল পূর্বাঞ্চল। অন্য দিকে অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে উত্তরাঞ্চলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক আকবর আলি ও উইকেটকিপার-ব্যাটার প্রীতম কুমার। দলের বিপর্যয়ে শক্ত হাতে হাল ধরে তাঁরা গড়লেন ২৩৩ রানের এক অবিস্মরণীয় জুটি। প্রীতমের ১৫৫ ও আকবরের ১২১ রানের ইনিংস দু'টি উত্তরাঞ্চলকে বড় লিড এনে দেয়। যদিও বল হাতে দক্ষিণাঞ্চলের সফর আলি পাঁচ উইকেট নিয়ে লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু রবিউল হকের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে মুখ থুবড়ে পড়ে দক্ষিণাঞ্চল। শেষে মাত্র ৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সাব্বির হোসেনের মারকুটে ব্যাটিং উত্তরাঞ্চলের

১০ উইকেটের জয়কে কেবল সময়ের অপেক্ষা করে তুলেছিল।

২১ থেকে ২৪ এপ্রিলের এই রাউন্ড শেষে একদিকে যেমন শতরানের তৃপ্তি রইল, তেমনই বোলারদের শাসন বুঝিয়ে দিল বিসিএলের এই মরসুম এক জমজমাট লড়াইয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ওডিআই সিরিজ হারলেও দলের গভীরতা নিয়ে আশাবাদী কিউয়ি কোচ ওয়াল্টার, নজর কাড়লেন ও'রুরকি ও কেলি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১-২ ব্যবধানে সিরিজ হারল নিউজিল্যান্ড। তবে এই হারকে নেতিবাচকভাবে দেখছেন না কিউয়ি প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার।

তাঁর মতে, আইপিএল বা পিএসএলের কারণে সিনিয়র ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে দলের তরুণ ও রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটাররা যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে খেলার সুযোগ পেয়েছেন, তা ভবিষ্যতে দলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চটগ্রামের অসহ্য গরম এবং বাংলাদেশের স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলার অভিজ্ঞতাকে তিনি ক্রিকেটারদের জন্য এক বড় শিক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, হারলেও দল হিসেবে তাঁরা মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েই দেশে ফিরছেন। গত শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল কোচ তাঁর এই পর্যবেক্ষণের কথা জানান। এই সফরে কিউয়ি শিবিরের অন্যতম প্রাপ্তি দীর্ঘ আট মাস চোটের কারণে বাইরে থাকা দীর্ঘদেহী পেসার উইল ও'রুরকির প্রত্যাবর্তন।

বিশেষ করে সিরিজের শেষ ম্যাচে পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই বাংলাদেশের প্রথম সারির তিন ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে তিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। প্রায় ১৪০ কিলোমিটার গতির বোলিং এবং নিখুঁত বাউন্স দিয়ে বিপক্ষকে চাপে রাখার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। অন্যদিকে, ৩২ বছর বয়সী ওপেনার নিক কেলিও পর পর দুটি অর্ধশতরান করে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। চটগ্রামের কঠিন উইকেটে তাঁর ৫৯ রানের ইনিংসটি কোচের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওয়াল্টার মনে করেন, কেলির মতো ক্রিকেটাররা আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারছেন তাঁদের কোথায় আরও উন্নতি প্রয়োজন।

বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের প্রায় ৫০ জন ক্রিকেটার এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আইপিএল, পিএসএল বা শ্রীলঙ্কা সফরে ব্যস্ত রয়েছেন। এর ফলে ঘরোয়া মরসুমের আগে এক বিশাল প্রতিভাশালী ক্রিকেটারের ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন কোচ। সফরের মাঝে চোটের সমস্যাও নিউজিল্যান্ডকে ভোগাচ্ছে। ব্লেয়ার টিকনার গোড়ালির চোটের কারণে শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি এবং তাঁর জায়গায় আসা বেন লিস্টার কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও দুটি উইকেট নিয়েছেন।

অলরাউন্ডার মহম্মদ আব্বাসের বোলিং এবং ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা নিয়েও আশাবাদী কোচ।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতে বেন সিয়ার্সের মতো গতিময় পেসারও দলে যোগ দেবেন।

সব মিলিয়ে সিরিজের ফলাফল বিপক্ষে গেলেও অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেই পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করছে কিউয়ি ব্রিগেড।

ওয়াল্টার রসিকতা করে বলেন যে, বর্তমান দলে এমন ক্রিকেটারও আছেন যাঁর ঝুলিতে মাত্র চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

স্বত্ত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com